

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১১, ১৯৬৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়

শাখা-১

বাংলাদেশ সচিবালয়

চাকা

প্রকাশনা

তারিখ, ১৯শে অক্টোবর ১৯৬৯ইং/৪ষ্ঠা কাতিক ১৪০৪বাঁ।

এস.আর.ও-১১-২৩—আইন/প্রজন/শা-১/৩(৮)/১৭। Industrial Relations Ordinance, 1969(XXIII of 1969) এর section 37(2) এর নিখান মৌজা-বেক সরকার শ্রম আদান-প্রদান বাজেটী এবং নিয়ন্ত্রিত নামনামস্থের বাবে ও সিকাই এত-ক্ষেত্রে প্রকাশ করিল, যথা:

ক্রমিক নম্বর	নামনাম নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
১।	কৌড়দারী শামলা নমুর	৪/৬৬
২।	কৌড়দারী শামলা নমুর	৫/৬৬
৩।	কৌড়দারী শামলা নমুর	৬/৬৬

(১৯৬৫)

মুদ্রা ১ টাকা ১৫.০০

୧

୨

୩

୪।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୭/୯୬
୫।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୮/୯୬
୬।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୯/୯୬
୭।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ସ୍ଥୂର	୧୦/୯୬
୮।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୧୧/୯୬
୯।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୧୨/୯୬
୧୦।	କୋଣଦୀର୍ତ୍ତି ମାମଳା ନୟୁର	୧୩/୯୬
୧୧।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୬/୯୫
୧୨।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୭/୯୫
୧୩।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୮/୯୫
୧୪।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୯/୯୫
୧୫।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୧୨/୯୫
୧୬।	ଜି, ବେଗ, ନୟୁର	୧୬/୯୫
୧୭।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୪/୯୮
୧୮।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୫/୯୮
୧୯।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୬/୯୮
୨୦।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୭/୯୮
୨୧।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୮/୯୮
୨୨।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୨୯/୯୮
୨୩।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୦/୯୮
୨୪।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୧/୯୮
୨୫।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୨/୯୮
୨୬।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୩/୯୮
୨୭।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୪/୯୮
୨୮।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୫/୯୮
୨୯।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୬/୯୮
୩୦।	ଅଭିଯୋଗ ମାମଳା ନୟୁର	୩୭/୯୮

১	২	৩
৩১।	অভিযোগ নামলা নমুর	৩৪/৯৪
৩২।	অভিযোগ নামলা নমুর	৩৯/৯৪
৩৩।	অভিযোগ নামলা নমুর	৪০/৯৪
৩৪।	অভিযোগ নামলা নমুর	৪১/৯৪
৩৫।	অভিযোগ নামলা নমুর	৪২/৯৪
৩৬।	অভিযোগ নামলা নমুর	৪৩/৯৪
৩৭।	আই, আর, ও নামলা নমুর	৬৮/৯৩
৩৮।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৮৯/৯৬
৩৯।	আই, আর, ও, (আপীল) নামলা নমুর	৫/৯১
৪০।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৬৮/৯৬
৪১।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৮/৯১
৪২।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৩৬/৯৬
৪৩।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৮৮/৯৬
৪৪।	ফৌজদারী কেন নমুর	১৮/৯৬
৪৫।	ফৌজদারী কেন নমুর	১৯/৯৬
৪৬।	ফৌজদারী কেন নমুর	২০/৯৬
৪৭।	ফৌজদারী কেন নমুর	২১/৯৬
৪৮।	কমপ্লেইন্ট কেন নমুর	৮/৯৬
৪৯।	কমপ্লেইন্ট কেন নমুর	৫/৯৬
৫০।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৪০/৯৬
৫১।	আই, আর, ও, নামলা নমুর	৪৬/৯৬

বাস্তুপতির আদেশক্রমে
মীর চোঁ নাথওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (খন)।

এন আদালত, রাজশাহী নিভাগ, রাজশাহী।

উপরিত: সুখেলু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
এব আদালত, রাজশাহী।

কৌজপারী মামলা নং ৪/৯৬

বাদী:—মোঃ সামজুল হক, পিতা: মোঃ আলী আকবর, পৌত্র মিনারবীদ, পোঁ: ও খানা
হাজিগঞ্জ, ঝেলা চাঁপুর।

বনাম

- আসামী:**—১। পোতাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
নুরানী ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
- ২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, যাবেজিং ডাইরেক্টর,
নুরানী ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
- ৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা পোতাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর নুরানী
ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
- ৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খলকার আব্দুল মজিদ, সানেজার,
জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা, খেলার নাটের দক্ষিণ পার্শ্ব), সর্বথান
ও ঝেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ:—১। অনাব এন, এম, কাইছাকজামান, বাদীপক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ সামজুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি

আদেশ নং ২০, তারিখ ৬-৪-৯৭

অন্য মামলাটি ওনং আসামীর খানা থেকে শ্রেষ্ঠীর পরোচানার প্রতিক্রিয়ে আসার ঘন্য
এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগণের হাজির ইঙ্গরাজ অন্য। ৪নং আসামী এম, এ, মোমেন
আদালতের কাঠগড়ায় উপরিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলার হাজিরা দাখিল
করিয়াছেন। বাদী পক্ষে তিনি কৌশলী দরখাস্তে বলিত হেতু দীর্ঘ মুলে তরুণে করিয়াছেন
আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা বিচারে বাওয়ায় মামলা অব চালাইতে
ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে বেছাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীপক্ষ কোন পদ-
ক্ষেপ নেন নাই। অন্য মালিক পক্ষের সমস্য অনাব খলকার আবুল হোসেন ও অধিক
পক্ষের সদস্য জনাব আঃ হাতোর তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হস্তান্তে
অনামিলি প্রহণ করা হইল।

অনাবেন, জনামবশী ও নথি দেখিলাল। তিনিটা করিলাম। আবেদন মণ্ডুর হয়।
বিজ্ঞ সমস্যাদের প্রতি আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

বে অভিযোগকারীকে কৌজপারী মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হল।

আগামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোর্টীন আলী ধনানী ও এম, এ, মৌমেনকে অত্য মামলা হইতে ডিগচার্জ করা হইল।

অত্য আদেশ থারা অত্য মামলা নিষ্পত্তি থৰ

সুবেলু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
৬/৪/৯৭
এম আদালত, রাজশাহী।
গাকিট কোর্ট, বগড়া।

এম আদালত, রাজশাহী নিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুবেলু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
এম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৫/৯৬

বাবী : চৌধুরী যকুব্বুলু সোবহান, পিতা চৌধুরী যকুব্বুলু কাসেব, প্রাচ গাঁথই, পোঁ
চালাইকোনা, ধানা পেরপুর, জেলা বগড়া।

বনাম

- আগামী : ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেব আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
নুরানী ফুড ইণ্টার্স লিঃ, সার্কাহার রোড, বগড়া।
২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেব আলী ধনানী, স্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নুরানী ফুড ইণ্টার্স লিঃ, সার্কাহার রোড, বগড়া।
৩। কোর্টীন আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর সুবেলু
কুড ইণ্টার্স লিঃ, সার্কাহার রোড, বগড়া।
৪। এম, এ, মৌমেন, পিতা মৃত খলকার আবদুল মজিদ, বানেজার,
খলেশুরীতলা (আলতাফন নেছা খেলার নাটের মক্কল পাঞ্চ), সর্ব
ধানা ও খেলা বগড়া।

প্রতিনিধিগণ :- ১। অনাব এম, এম, কাইতুরজ্জানীন, বাদীপক্ষের আইনজীবি।

২। অনাব এ, কে, মোঃ সামজুল আবেদীন, ৪নং আগামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৮, তারিখ ৬-৪-৯৭

অন্য মামলাটির তৎ আগামীর ধানা থেকে শ্রেণী পরোয়ানার প্রতিবেদন আগার
অন্য এবং ১২ ও ৪নং আগামীগণের হাজির হওয়ার অন্য। ৪নং আগামী এম, এ,
মৌমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলার হাজির।

দাখিল করিয়াছেন। ধানীগকে জিজ্ঞাসু সম্বাদে পণ্ডিত হেতু দিমুলে উল্লেখ করিয়া—
ছেন আদালতের পাইকে প্রতিপক্ষের সহিত ধানীর পাওয়া নিটায়ে বাওয়ার মামলা আর
চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে বেহাই চাহিয়াছেন। ১৩ ও ২৮ঃ অসামীগক
কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অ্যাঃ মালিক পক্ষের সদস্য অনাঃ বলকান আবুল হোসেন
ও প্রধান পক্ষের সদস্য অনাঃ আঃ ছান্তার তারা ধারা বোর্ড গঠিত হইল। ধানীর হল-
ফাস্টে অসামী প্রথম করা হইল।

আবেদন, জ্বানবন্ধী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মণ্ডু হয়।

জিজ্ঞাসুদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিবোগকারীকে অত কোজনারী মামলা তুলিয়া নইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অসামী গোলাম আলী ধনানী, [আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ,
মোহেনকে ডিসচার্জ করা গেল।

অত আদেশ ধারা অত মামলা নিপত্তি হয়।

সুধেলু কুমার বিশ্বাস

৬/৪/৯৭

চেয়ারম্যান

এম আদালত রাজশাহী সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেলু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
এম আদালত, রাজশাহী।

কোজনারী মামলা নং-৬/৯৬

বাদী: নোহানুর আলী প্রাঃ, পিতা বেলায়েত হোসেন প্রাঃ, প্রাম-কোপগাড়ী, পোঃ, ধানা ও
জেলা বগুড়া।

ধনান

- অসামী: ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এবং
ঢিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডঃ লিঃ, গাজুহার গোড়, বগুড়া।
৪। এম, এ, মোহেন, পিতা-মৃত খনকার আবুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরীতলা
(আলতাকুন মেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্ব), সর্ব ধানা ও জেলা বগুড়া।

- প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব এন, এম, কাইছাকজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব এ, কে, মৌঃ সীমসুল আবেদীন, আগামী পক্ষের আইনজীবি
আদেশ নং-১৮, তারিখ- ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩ নং আগামীর ধানা থেকে প্রেস্টারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আগামী জন্য
এবং ১, ২ ও ৪ নং আগামীগনের হাজির ধান্য। ৪ নং আগামী এম, এ, মোহেন
আদালতের কাঠগাড়ার উপরিত আছেন। নিয়ুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।
বাদী পক্ষে জিঞ্জ কোশলী সরখাতে বনিত হেতুবাস্তুলে ডারেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিনে
প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাঞ্জা মিটারে যাওয়ার মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই
মামলা থেকে বেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২ নং আগামীগন কোন পদক্ষেপ মেন নাই।
অদ্য মালিক পক্ষের সবস্য জনাব খনকার আবল হোসেন ও খনিক পক্ষের সবস্য জনাব
আঃ শাহুর তারা ধারা কোটি গঠিত হইল। বাদীর হলকাটে জবান বলি প্রাণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মণ্ডু হয়।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফোঃ মামলা তুলিয়া নইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আগামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কেষীবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোহেনকে
ডিসচার্জ করা গেল।

অঞ্চ আদেশ ধারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

স্মেলু কুমার বিশ্বাস
৬/৪/৯৭
চোরিম্বান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সাকিঁট বোর্ট বঙ্গড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি:- সুবেদু কুমার বিশ্বাস
চোরিম্বান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

কৌমুদীর মামলা নং ৭/৯৬

ধানী : শ্রো আলোয়ার হোসেন, পিতা এম, এ, ইয়াহীম, গ্রাম মির্জাপাড়া, পোঃ তালোরা,
ধানা মুপচাটিয়া, ঢেলা বগুড়া।

বনাম

- আসামীঃ— ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
 ২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
 ৩। কোর্পোরেশন আলী ধনানী, পিতা-গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এবং
 ঠিকানা নুরানী কুড় ইওঁ: লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
 ৪। এম, এ, মোহেন, ম্যানেজার, পিতা-মৃত খনকার আবদুল মজিদ, অলেক্সুরী-
 তলা(আলতাফুন নেছা খেলাৰ মাঠেৰ দক্ষিণ পার্শ্ব), সৰ্ব ধীনা ও জেলা-বগুড়া।

- প্রতিনিধিগণঃ— ১। অনাব এন, এম, কাহিনুজভাগান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
 ২। অনাব এ, কে, মোঃ সামসুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং-১৪, তাৰিখ ৬-৪-৬৭

অদ্য মায়লাটি ৩নং আসামীৰ ধানা থেকে প্ৰেক্ষাপী পৰোয়ানাৰ প্ৰতিবেদন আদাৰ ঘন্য
 এবং ১, ২ ও ৪ নং আসামীগনেৰ হাজিৰ হওয়াৰ ঘন্য। ৪ নং আসামী এম, এ, মোহেন
 আদালতেৰ কাঠগড়ায় উপৰিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মায়লায় হাজিৰা দাখিল কৰিয়াছেন।
 বাদী পক্ষে বিজ কৌশলী দৰখাতে বনিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ কৰিয়াছেন আদালতেৰ বাহিৰ
 প্ৰতিপক্ষেৰ সহিত বাদীৰ পাতনা মিটায়ে ধাওয়াৰ মায়লা আৰ চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই
 মায়লা থেকে বেথাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২ নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই।
 অদ্য বালিক পক্ষেৰ সদস্য অনাৰ খলকাৰ আৰুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষেৰ সদস্য অনাৰ
 আঃ সাতাৰ তাৰা ধাৰা কোটি গঠিত হইল। বাদীৰ হলকাপ্তে জৰানৰদি গ্ৰহণ কৰা হইল।

আবেদন, অবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মঙ্গু হয়।

বিজ সদস্যদেৱ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকাৰীকে অত কোঁ: মায়লা তুলিবা লইবাৰ অনুমতি দেওয়া গৈল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোৱাৰ আলী ধনানী ও এম, এ মোহেনকে
 ডিসচার্জ কৰা হইল।

অত আদেশ ধাৰা অত মায়লা নিষিদ্ধি হয়।

স্বৰ্গেলু কুমাৰ বিশুস
 ৬/৪/৬৭
 চেয়ারম্যান
 এম আদালত, বাঞ্ছাই।
 সাকিট কোটি, বগুড়া।

ঝম আবালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চোরম্বান,

ঝম আবালত, রাজশাহী।

কৌজলাৰী মামলা নং ৮/১৬

বাবী: মোঃ তোকাজ্জল হোসেন, পিতা মৃত ময়েজ উছীন, গ্রাম পূর্ব পালমা, পোঃ, থানা ৪
ঝেলা বগুড়া।

বনাম

- আসামী: ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চোরম্বান,
- ২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ব্যানেজিং ডাইনেষ্ট্র,
- ৩। কৌজলা আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইনেষ্ট্র,
- ১-৩ এর টিকানা নুরানী ফুডইঙ্গ: লিমি: সার্কুলার মোড, বগুড়া।
- ৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, জলেখুরীতলা (আবতাফুন-
নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্ব), সর্ব থানা ও ঝেলা বগুড়া।

- প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব এন, এম, কাইছারজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
- ২। জনাব এ, কে, বোঃ সামস্তুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৮, তাৰিখ ৬-৪-৯৭

অন্য মামলাটি ৩ নং আসামীর থানা থেকে প্রেস্টারী পৰোগানৰ প্রতিবেদন আসাৰ জন্য
এবং ১, ২ ও ৪ নং আসামীগুৰে হাজিৱ হওয়াৰ অন্য। ৪ নং আসামী এম, এ, মোমেন
অদালতেৰ কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিয়ুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিৱ দাখিল কৰিয়াছেন
বাদী পক্ষে কিং কৌশলী দৰখাস্তে বনিত হেতুৰাম মূলে ত্ৰৈথ কৰিয়াছেন আদালতেৰ বাহিৰে
প্রতিপক্ষেৰ সহিত বাদীৰ পাওনা মিটায়ে ঘাওয়ায় মামলা আৰ চালাতে ইচ্ছুক নহ তাই
মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২ নং আসামী পক্ষ কোন পৰক্ষেপ দেন নাই।
অন্য সালিক পক্ষেৰ সদস্য আৰ খন্দকার আবুল হোসেন ও ঐমিক পক্ষেৰ সদস্য অন্য
আঃ সাম্ভাৰ তাৰা দ্বাৰা কোট গঠিত হইল। দ্বাৰীৰ ইলমাস্তে অণ্ডেবলি প্ৰহণ কৰা হইল।

আবেদন, ঘৰানাবলী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মন্তব্য না হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদেৱ সহিত আলোচ্য ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকাৰীকে অত কোঃ মামলা তুলিয়া লইোৱা অনুমতি দেওয়া গৈল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোৱান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে
ভিন্নভাৱে কৰা হইল।

অত আদেশ দ্বাৰা মামলা নিশ্চিত হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

৬/৪/৯৭

চোরম্বান,

ঝম আবালত, রাজশাহী।

গাফিট কোট, বগুড়া।

এম আদালত, বাজশাহী বিভাগ, বাজশাহী।

উপস্থিতি: সুধেলু কুমাৰ বিশ্বাস

চোৱম্বান

এম আদালত, বাজশাহী।

কোর্টৰ নথি নং: ৯/১৬

পলি: বোঃ আবদুর রশিদ, পিতা মৃত মুকু নিয়া, পাই ও পোঃ উত্তর হাওলা, খামোশীন লক্ষণ, কেলা কুমিলা, বন্দীন চিকানা-বাজশাহীর রোড, কারবালা, বগুড়া।

বন্দোবস্তু

- আসামীগণ ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কামেম আলী ধনানী, চোৱম্বান, নুরানী ফুড ইঙ্গাটি লিঃ, বাজশাহীর গোড়, বগুড়া।
- ২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কামেম আলী ধনানী, মামেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইঙ্গাটি লিঃ, বাজশাহীর গোড়, বগুড়া।
- ৩। কোর্লাম আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইঙ্গাটি লিঃ, বাজশাহীর গোড়, বগুড়া।
- ৪। এম, এ, মোসেল, পিতা মৃত খলকার আবদুল মজিদ, মামেজার, জলেখুবী-তলা, (সালতাফুন নেছা, খেলাৰ নাটেৰ হকিম পার্শ্ব), সৰ্ব ধান ও জেলা লগুড়া—আলীমীগণ

প্রতিলিপি: ১। জলেখ এম, এম, কাইছাকজুমান, বাদী পক্ষেৰ আইনজীবি।

আদেশ নং ১৯, তাৰিখ ১১-৫-১৭

অদঃ মামলাটি এ নং আসামীয় ধনা ধেকে প্রেস্টারী পৰোক্তানৰ প্ৰতিবেদন আসৰ অন্ত এবং ১, ২, ৩, ৪ বং আসামীয়নৰ হাজিৰ হওৱাৰ জন্য। ৪ নং আসামী অধ্য গত হাজিৰ আছেন। নিয়ন্ত্ৰ আইনজীবি ও কোন পদক্ষেপ নেৰ নাই। ১৩, ২, ৮ নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেৰ নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কোশী দৱখাতে বনিত হেতুৰাম মূল উৱেষ কৰিয়াছেন আদালতেৰ বাহিৰে বাদী পক্ষ প্ৰতিপক্ষেৰ সহিত বিসাংসা কৰিয়াছেন বিধায়া আৱ মামলা চালাইতে চাইছেন না তাৰ বামলা তুলিয়া বিবাৰ জন্য প্ৰাপ্তি কৰিয়াছেন। অন্য সামৰিক পক্ষেৰ সদস্য জলেখ খলকার আবুল হোসেন ও প্ৰমিল পক্ষেৰ সদস্য জন্যাব আংগাক্তাৰ আৰা ধাৰা কোটি ঘণ্টিত হইল। বাদীৰ হলকাঠে অনানুবলি গ্ৰহণ কৰা হইল।

আদেশ, জৰানৰ্বলী ও মধি দেখিয়াম। বিবেচনা কৰিলাম। আদেশন মুকু হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদেৱ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অন্তৰ্য আদেশ হইল যে অভিবেগিকাৰীকে অত্ৰ মোঃ মামলা তুলিয়া লইবাব অনুমতি দেওয়া পোঁ।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোৱম্বান আলী ধনানী ও এম, এ, মোসেলকে ডিসচার্জ কৰা হইল।

অত্ আদেশ ধাৰা অত্ মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেলু কুমাৰ বিশ্বাস

৫/১১/১৭

চোৱম্বান,

এম আদালত, বাজশাহী।

শাকিট কোটি, বগুড়া।

এম আদালত, বাইশাহী বিভাগ, বাইশাহী।

উপরিত: সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেরামান,

শ্রম আদালত, বাইশাহী।

ফৌজদারী শামলা নং-১০/১৬

বাবী: মোঃ ইনিফ, পিতা মৃত মোঃ সাবান, গ্রাম জঙ্গিপুর কলোনী পোঃ, ধানা ও জেলা বঙ্গড়।

শান্তি

- আসামী: ১। গোলাম আলী বনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী বনানী, চেরামান,
- ২। আলী বনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী বনানী, ম্যামেজিং ডাইরেক্টর,
- ৩। কোরবান আলী বনানী, পিতা গোলাম আলী বনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর
ঠিকানা নুরানী ফুত ইওঁ: মি: সান্তার রোড, বঙ্গড়।
- ৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, ম্যামেজার, কলেজুরি-
তলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের মধ্যে পার্শ্ব), সর্ব ধানা ও জেল
বঙ্গড়।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব এম, এম, কাইছাকঞ্জামাম, বাবী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ সামুল আবেক্ষণ ৪ম আসামীয় আইনজীবি।

শামলা নং ১৮, তারিখ ৬-৪-৯৮

অসম শামলাটি তন্মুক্ত আসামীয় ধীনা থেকে প্রেরণী পরোবানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং
১, ২ ও ৪ম আসামীয়নের হাইর হওয়ার জন্য। ৪ম আসামী এম, এ মোমেন আদা-
লতের কাঠগড়ায় উপরিত আছেন। নিমুজ আইনজীবি শামলার হাইর। দাখিল করিবাছেন।
বাবী পক্ষে বিজ কোশলী দরখাতে বণিত হেতুবাদমূলে উপরের করিবাছেন আদালতের বাহিরে
প্রতিপক্ষের সহিত বাবীর পাঞ্জা মিটায়ে শাওয়ার শামলা। আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই শামলা
থেকে বেহাই চাহিবাছেন। ১ ও ২ম আসামীয় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদা মালিক
পক্ষের সদস্য অন্যান্য ব্যক্তিকার আবৃল হোমেন ও প্রতিক পক্ষের সদস্য অন্যান্য আঃ ছাঞ্জার
তারা থারা কোট গঠিত হইল। বাবীয় হলকাণ্ঠে জৰামধ্যে শাহু কৰা হইল।

আবেদন, জৰামধ্যে ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মুক্ত হয়।

বিজ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরীক্ষা কৰা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অভিযোগকাৰীকে অত কোজদারী শামলা তুলিবা লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

আসামী গোলাম আলী বনানী, আলী বনানী, কোরবান আলী বনানী ও এম, এ,
মোমেনকে অত শামলা হইতে ডিগচার্জ কৰা হইল।

অত আদেশ থারা অত শামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস

৬-৪-৯৮

চেরামান,

শ্রম আদালত, বাইশাহী।

শাকিং কোট বঙ্গড়।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপরিত: সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

কোর্টপত্রী নামলা. নং-১১/৯৬

মোঃ আবদুল হালিম আলমারী, পিতা আবদুল হাকিম আলমারী, পাইপো: ও থানা
শৌহুরাদপুর, ঢেলা সিরাজগঞ্জ (পাবনা) —বাদী।

বনাম

- ১। গোলাম আলী ধানী, পিতা মৃত নামের আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড
ইণ্ডাস্ট্রি লিঃ, সাতাংবির রোড, বগুড়া।
- ২। আলী ধানী, পিতা মৃত বাসের আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড
ইণ্ডাস্ট্রি লিঃ, সাতাংবির রোড, বগুড়া।
- ৩। বেরবান আলী ধানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রি
লিঃ, সাতাংবির রোড, বগুড়া।
- ৪। এবং, এ, মোমেন, পিতা মৃত খলকার আবদুল মজিদ, ম্যানেজার অলেক্ষণীয়তা
(আলতাফুন নেছা খেলার মাটের দক্ষিণ পাশে), সর্ব থানা ও ঢেলা বগুড়া—
আসামীগঠ।

প্রতিনিধি: ১। অনাধ এন, এন, কাইছারজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২০, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য নামলাটি নং আসামী থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসাৰ জন্য
এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগঠেৰ ইতিৰ ইওয়াৰ অন্য। ৪নং আসামী অদ্য গৱাঙ্গিৰ
আছে। যুক্ত আইনজীবিৰ কোন পক্ষেপ দেন নাই। ১ ও ২নং আসামীপক্ষ কোন
পক্ষেপ দেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ কৈশৰ্বী দৰখাস্তে বণিত হেতৰাদৰ্শলৈ উপৰে
কৰিয়াছেন আদালতেৰ পথিৰে বাদীপক্ষ প্রতিপক্ষেৰ সহিত যিবাংসা কৰিয়াছেন। বিজয়
আৰ নামলা চাহিতে চাহেন না। তাই নামলা তুলিয়া নিয়ম অন্য প্ৰাৰ্থনা কৰিয়াছেন।
অদ্য পালিক পক্ষেৰ সদস্য আৰু খলকার আবুল কোমেন ও শুমিক পক্ষেৰ সদস্য অনুমতি
আঃ সাতাৰ তাৰা থারা কোট গঠিত হইল। বাদীৰ হলকাণ্ডে অবাগবন্দি কৰা হইল।

আবেদন, অবানবণি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মঙ্গুল হয়।

বিজ সদস্যদেৰ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অভএব আদেশ হইল যে অভিযোগকাৰীকে অত্ৰ কোঁ নামলা তুলিয়া নইবাৰ অনুমতি
দেওয়া গৈল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ,
মোমেনকে ডিগোৰ্জ কৰা গৈল।

অত্ৰ আদেশ থারা অত্ৰ নামলা নিপত্তি হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস

১১-৫-৯৭

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সাক্ষিট কোট বগুড়।

শ্রম আদালত, বাজশাহী পিভাগ, বাজশাহী।

উপর্যুক্ত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চোরম্বান,

শ্রম আদালত, বাজশাহী।

কৌণ্ডলী মামলা নং-১২/৯৬

বাদী: মোঃ ফজলুল করিম, পিতা মোঃ বৰকত আলী মওল, থাম নিলিমাৰা (বী পাঞ্জা),
পোঃ, ধানা ও জেলা বঙ্গড়া।

বনাম

- আসামী: ১। গোলাম আলী ধনামী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনামী, চোরম্বান,
২। আলী ধনামী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনামী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৩। কোরোন আলী ধনামী, পিতা গোলাম আলী ধনামী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর
ঠিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডিস লিঃ, সান্তারাব বোড, বঙ্গড়া।
৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খনকার আব্দুল মজিদ, অলেশ্বৰীতলা (আল-
তাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব ধানা ও জেলা বঙ্গড়া।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব এম, এম, কাইছুকজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ মামপুর আবেদীন, ৪নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৯, তারিখ ৬-৮-৯৭

অন্য মামলাটি ৩নং আসামীর ধানা থেকে প্রেস্পারি পরোয়ানার প্রতিবেদন আসাৰ জন্য
এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগনেৰ হাজিৰ হওয়াৰ জন্য। ৪নং আসামী এম, এ, মোমেন
আদালতেৰ কঠিনভাৱে উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিৰা দাখিল
কৰিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী সৰবাহে বণিত হেতুবাদ মূলে উনবে কৱিয়াছেন
আদালতেৰ বাহিৰে প্রতিপক্ষেৰ সহিত বাদীৰ পাওনা বিটায়ে যাওয়াৰ মামলা আৰ চালাইসে
ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে বেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীগণ কোন ক্ষেপ
নেন নাই। অন্য মালিক পক্ষেৰ সদস্য জনাব খনকার আব্দুল হোসোন ও প্রধিক পক্ষেৰ
সদস্য জনাব আঃ সান্তাৰ তাৰা ধাৰা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীৰ হলফাতে জৰানৰলি প্ৰহণ
কৰা হইল।

আবেদন, অবানবণী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মন্তব্য হৈ।
বিজ্ঞ সদস্যদেৰ সহিত আলোচনা ও প্ৰয়াৰ্পণ কৰা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকাৰীকে অত্ৰ কোঃ মামলা তুলিয়া লাইবাৰ অনুমতি দেওয়া হইল।

আসামী গোলাম আলী ধনামী, আলী ধনামী, কোরোন আলী ধনামী, ও এম, এ,
মোমেনকে ডিসচাৰ্জ কৰা হইল।

অত্ৰ আদেশ ধাৰা অত্ৰ মামলা নিষ্পত্তি হৈ।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

৬-৮-৯৭

চোরম্বান,

শ্রম আদালত, বাজশাহী।

সাকিং কোর্ট বঙ্গড়া।

শ্রম আদালত, বাজশাহী নিভাগ, বাজশাহী।

উপর্যুক্ত: শুধেলু কুমার বিশ্বাস

চোরবান,

শ্রম আদালত, বাজশাহী,

কেজলাবী মামলা নং-১৩/৯৬

বোঃ আবুল খালেক, পিতা মৃত কলিম উলিম, থাম বাদুরতলা, পোঃ, ধনা ও কেলা
বগড়া—বাদী।

বনাম

- ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চোরবান, নুরানী ফুড
ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সান্তাইর বোড, বগড়া।
- ২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, মানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড
ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সান্তাইর বোড, বগড়া।
- ৩। কেরোবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ
লিঃ, সান্তাইর বোড, বগড়া।
- ৪। এম, এ, মোহেন, পিতা মৃত খলকার আবদুল মজিদ মামেজার, জেলেন্সুরীতলা
(আলতাফুল নেছা খেলাব মাঠের মক্কিপ পার্টের), সর্ব ধোনা ও জেলা বগড়া—আসামীগঞ্চ।

প্রতিনিধি: ১। অনান এন, এন, কাইছাৰজামান, বাদী পকেৰ আইনজীবি।

আদেশ নং: ২০, তাৰিখ ১১-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীৰ ধনা পেকে প্রেস্টারী পৰোখানাৰ প্ৰতিবেদন আগৱি জন্ম
এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগণৰ হাজিৰ হওৱাৰ জন্য। ৪নং আসামী অদ্য গড়খাজিৰ
আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি ও কোন পদকেপ নেন নাই। ১ও ২নং আসামী পক্ষ কোন
পদকেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দৰখাস্তে বৰ্ণিত হেতু পদমূলে উল্লেখ
কৰিয়াছেন আদালতৰ বাহিৰে বাদী পক্ষ প্ৰতিপক্ষেৰ সহিত মিমাংসা কৰিয়াছেন বিধায়
আৰ মামলা চালাইতে চাহেন না। তাই মামলা তুলিয়া নিৰ্ধাৰ জন্য প্ৰাৰ্থনা কৰিয়াছেন।
অদ্য মালিক পকেৰ সদস্য অনান খলকার আৰুল হোসেন ও শ্ৰিক পকেৰ সদস্য অনান
আঃ সান্তাৰ তাৰা ঘৰা কোঁট গঠিত হইল। বাদীৰ হৰফাস্তে জৰানবলি থৃঢ়ণ কৰা হইল।

আবেদন, জৰানবলী ও নথি দেখিবাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মুলৰ হৰ।

বিজ্ঞ সদস্যদেৱ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অভিযোগকাৰীকে অত কোঁ: মামলা তুলিয়া নইবাৰ অনুযতি দেওয়া গৈল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোৰোবান আলী ধনানী ও এম, এ, এ,
মোহেনকে ডিসচার্জ কৰা গৈল।

অত আদেশ ঘৰা অজ মামলা নিষ্পত্তি হৈল।

শুধেলু কুমার বিশ্বাস

১১-৫-৯৭

চোরবান,

শ্রম আদালত, বাজশাহী।

শাৰ্কিট কোঁট বগড়া।

ଏମ ଆଦାଲତ, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀ ।

ଉପର୍ତ୍ତି : ରୁଧେନ୍ଦୁ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ
ଚୋରମ୍ୟାନ,
ଏମ ଆଦାଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଅଭିଯୋଗ ନାମଙ୍କା ନଂ-୬/୧୫

ମୋ: ରେମାଜୁଲ ହକ୍, ମାଂ ବାହାର କାଛନା, ପୋ: ନତୁନ ସାହେବଗଙ୍କ, ଜେଲୀ ରଂପୁର—ମର୍ବାନ୍ତକାରୀ
ବନାନ

ନାନ୍-ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ନ୍ୟାଶନାଳ ଟୋରାକୋ କୋଂ ଲିଃ, ବାହାର କାଛନା, ପୋ: ନତୁନ ସାହେବଗଙ୍କ,
ଜେଲୀ ରଂପୁର—ପ୍ରତିପକ୍ଷ ।

ପ୍ରତିନିଧି: ୧। ଜନାବ ଏ, କେ, ଏମ, ନାଗିମ, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଆଇନଜୀବି ।

ଆଦେଶ ନଂ ୨୨, ତାରିଖ ୧୧-୫-୧୭

ବନ୍ଦ ନାମଲାଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶେର ଭାବ୍ୟ ଆଛେ । ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବିଜ କୌଣସୀର
୧୦-୫-୧୭ ତାରିଖେର ଦାଖିଲୀ ହାତିବା ଉପରସ୍ତ କରା ହିଲ । ବାଦୀ ପଞ୍ଜ ଅଦ୍ୟଓ ଅନୁପର୍ଚିତ
ଆଛେ । ଅଦ୍ୟ ଶାଲିକ ପକ୍ଷର ମନ୍ୟ ଜନାବ ବଲକାର ଆବୁଲ ହୋଗେନ ଓ ଶାଖିକ ପକ୍ଷର
ମନ୍ୟ ଜନାବ ଆ: ଶାଲିକ ତାବା ଥାବା କୋଟି ଗଠିତ ହିଲ ।

ବିଜ ମନ୍ୟଦେର ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କରା ହିଁଯାଛେ ।

ଅତ୍ୟେକ, ଆଦେଶ ହିଲ

ଯେ ଏତ ଅଭିଯୋଗ ନାମଙ୍କା ତମବୀର ଅଭାବେ ବିନା ଖରଚାର ଥାବିଜ ହୁଏ ।

ରୁଧେନ୍ଦୁ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ

୧୧-୫-୧୭

ଚୋରମ୍ୟାନ

ଏମ ଆଦାଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଶାକିଟ କୋଟି, ବଡ଼ଡା ।

ଏମ ଆଦାଲତ, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀ

ଉପର୍ତ୍ତି : ରୁଧେନ୍ଦୁ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ
ଚୋରମ୍ୟାନ,
ଏମ ଆଦାଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଅଭିଯୋଗ ନାମଙ୍କା ନଂ-୭/୧୫

ମୋହାଜୁଲ ହୋଗେନ, ବାହାର କାଛନା, ପୋ: ନତୁନ ସାହେବଗଙ୍କ, ଜେଲୀ ରଂପୁର—
ମର୍ବାନ୍ତକାରୀ ।

ବନାନ

ନାନ୍-ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ନ୍ୟାଶନାଳ ଟୋରାକୋ କୋଂ ଲିଃ, ବାହାର କାଛନା,
ପୋ: ନତୁନ ସାହେବଗଙ୍କ, ଜେଲୀ ରଂପୁର ପ୍ରତିଗଙ୍କ ।

ପ୍ରତିନିଧି: ୧। ଜନାବ ଏ, କେ, ଏମ, ନାଗିମ, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଆଇନଜୀବି ।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধর্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সমস্য জনাব খনকার আবুল হোসেন ও প্রিয় পক্ষের সমস্য জনাব আঃ সান্তার তারা দ্বারা কোট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেলু কুমার বিশ্বাস
১১/৫/৯৭

চেয়ারম্যান,
এম আদালত, রাজশাহী।
সাক্ষিট কোর্ট বঙ্গোড়া।

এম আদালত রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি : সুধেলু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
এম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা-নং ৮/৯৫

মোঃ ইউসুফ আলী, পোঃ নতুন গাহেবগঞ্জ, ঘেলা রংপুর—সরখানকারী।

বনাম

মহা-বাবস্থাপক; ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার ফাছনা,
পোঃ নতুন গাহেবগঞ্জ, ঘেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এ. বে, এম নাগিয়, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধর্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সমস্য জনাব খনকার আবুল হোসেন ও প্রিয় পক্ষের সমস্য জনাব আঃ সান্তার তারা দ্বারা কোট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেলু কুমার বিশ্বাস
১১/৫/৯৭
চেয়ারম্যান,
এম আদালত রাজশাহী
সাক্ষিট কোর্ট বঙ্গোড়া।

ঋষি আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতি: শুধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

ঋষি আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং -/৯৫

যোঃ ছাবের আরী, সাঃ রামগোবিল, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, ঝেলা রংপুর—সর্বান্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকে কোঁ: লিঃ, বাহার কাছনা,
পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, ঝেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এ, কে, এম নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি প্রবর্তী আনন্দের অন্য দিন বার্ষ আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিভু কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পকের সদস্য জনাব খনকার আবুল হোসেন ও খরিক পকের সদস্য জনাব আঃ জাফার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিড় সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অন্ত অভিযোগ মামলা তর্বীর এর অভাবে বিনা বরচায় বারিষ্ঠ হয়।

শুধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

ঋষি আদালত রাজশাহী

সাক্ষিট কোর্ট, বগুড়া।

ঋষি আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি: শুধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

ঋষি আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১২/৯৫

আবদ্য জাফার, সাঃ বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, ঝেলা রংপুর—
সর্বান্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকে কোঁ: লিঃ, বাহার কাছনা,
পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, ঝেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এ, কে, এম নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আবেশের অন্য দিন থার্ড আছে। ১০-৫-১৭ তাৰিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীৰ দাখিলী হাজিৱা প্ৰয়োগন কৰা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য অন্বাব খনকাৰ আবুল হোসেন ও প্ৰমিক পক্ষের সদস্য অন্বাব আঃ সাতাৰ তাৰা থাৱা কোটি গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদেৰ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদৰ্বীৰ এৰ অভাৱে বিনা বৰচায় থৰিব হয়।

সুবেনু কুমাৰ বিশ্বাস

১১-৫-১৭

চেয়াৰম্যান

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী।

সাকিট কোটি, বণ্ড।

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতি: সুবেনু কুমাৰ বিশ্বাস

চেয়াৰম্যান

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী।

পি. কেল নং -১৬/১৫

মোঃ ইয়ান আলো, পিতা মোঃ দাম আকল, বেঢ়িয়াৰ (বৰখাতকৃত),
হোটেল সুপার গাউড়িয়া, বাস্টান্ড, শ্ৰেণ্পুৰ, বণ্ড।
সাঃ এলাংগী, ধোনা ধুনট, জেলা বণ্ড—বৰখাতকৰী।

বন্ধু

১। সুবাদিয়াৰী, হোটেল সুপার গাউড়িয়া, বাস্টান্ড, শ্ৰেণ্পুৰ, বণ্ড।

২। ব্যবস্থাপক, হোটেল সুপার গাউড়িয়া, বাস্টান্ড, শ্ৰেণ্পুৰ, বণ্ড।—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিবিঃ : ১। জনাৰ সাইফুল বহুযৈন থান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২৪, তাৰিখ ১১/৫/১৭

অদ্য মামলাটি চুড়াত শুনাইৰ অন্য দিন থার্ড আছে। বাদী পক্ষ অদ্য অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীও আদালতে হাজিৱা হইয়া কোনু পদবেপে দেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিৱা দাখিল কৰিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য অন্বাব খনকাৰ আবুল হোসেন ও প্ৰমিক পক্ষের সদস্য অন্বাব আঃ সাতাৰ তাৰা থাৱা কোটি গঠিত হইল।

প্ৰার্থীকে থাৰ থাৰ ডাকিয়া অনুপস্থিত পীওয়া দেল।

বিজ্ঞ সদস্যদেৰ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদৰ্বীৰ এৰ অভাৱে বিনা বৰচায় থৰিব হয়।

সুবেনু কুমাৰ বিশ্বাস

১১/৫/১৭

চেয়াৰম্যান,

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী।

সাকিট কোটি, বণ্ড।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপরিচিতি : স্বর্দেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামলা নং-২৪/৯৮

প্রার্থক : মোঃ আহমেদ আরী, পিতা: বাবু মিশ্র, হেলপুর,
গ্রাম: নিশিলালা চকরপাড়া, পোঃ, খানা ও জেলা বজড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাতাহার রোড, বজড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর)

(৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫/৮/৯৭

অব্য মামলাটি চড়ান্ত শুনানির জন্য দিন বার্ষ আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা
আইনজীবির মাধ্যমে কোন পরামর্শ নেন নাই। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য জাব বল পার
আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য ঘনাব আঃ সাতাহার তারা স্বারা কেটি গাঠিত হইল।

পক্ষহয়কে বার বার ডাকিবা অনুগ্রহিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত অভিযোগ নামলা তদবীর অভাবে বারিজ হয়।

স্বর্দেলু কুমার বিশ্বাস

৫/৮/৯৭

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সার্কিট কোর্ট, বজড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপরিচিতি : স্বর্দেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামলা নং-২৫/৯৮

প্রার্থক : বাবু মিশ্র, পিতা: মোঃ বোজাম হেলপুর,
গ্রাম: নিশিলালা চকরপাড়া, পোঃ, খানা ও জেলা বজড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাতাহার রোড, বজড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ

(৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫/৮/৯৭

অদ্য মামলাটি চুড়ান্ত উন্নানীর ঘণ্টা দিন ধার্য আছে। বাসী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা অইনজীরির মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খলকার আবুল হোসেন ও এমির পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষব্যক্তে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের শহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে খারিজ হয়।

স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

৫/৪/৯৭

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৬/৯৪

প্রার্থক : মোঃ আবু খায়ের, পিতা মৃত কিনু মিশ্রা, হেলপার, প্রায় নিমিলারা, পৌঁ, ধানা
ও ঘেলা বগুড়া।

বনাম

- প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ; সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
 (২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
 (৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
 (৪) ন্যান্দেজার,

আদেশ নং ০১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চুড়ান্ত উন্নানীর ঘণ্টা দিন ধার্য আছে। বাসী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা অইনজীরির মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খলকার আবুল হোসেন ও আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষব্যক্তে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের শহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

৫-৪-৯৪

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপর্যুক্ত : শ্রবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামনা নং ২৭/৯৪

প্রার্থক : মৌ: সামসুল ইক, পিতা মৌ: আলী আকর, মিচারম্যান,
গো: মখিনোবাদ, পো: ও থানা হাজিরগঞ্জ, ঝেলা চাঁদপুর।

বনাম

- প্রতিপক্ষ :**
- (১) চেয়ারম্যান, নূরানী কুড় ইওয়ার্ড লিঃ, সান্তাহার বোর্ড, বগুড়া।
 - (২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
 - (৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
 - (৪) ম্যানেজার, এ

প্রতিনিধি : ১। অনাব এন, এম, কাইছারজঙ্গাম, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অন্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর অন্য দিন বার্ষ আছে। প্রতিপক্ষের জিজ কৌশলী মামলার কোন পক্ষের মেন নাই। বাদী পক্ষের জিজ কৌশলী দলবাস্তে শিত হেতু দায়িত্বে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে ছিপাক্ষিক চুজি ঘোতাকে পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে বেহাই চাহিয়াছেন। অন্য মালিক পক্ষের সদস্য আবার খনকার আবুল হেসেন ও শুভিক পক্ষের সদস্য অনাব আঃ ছান্তার তারা থারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর ইলক্ষণে অবান্দনি দেওয়া হইল।

আবেদন, জানবন্দী ও নথি দেবিলাব। বিবেচনা করিবার। আবেদন মঙ্গুর ইয়।

বিজ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশ থারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

শ্রবেন্দু কুমার বিশ্বাস

৫-৮-৯৭

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী
নাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপর্যুক্ত : স্বরেনু কুমার শিখুস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৮/৯৪

প্রার্থক : মোঃ নবেল মিঙ্গা, পিতা মোঃ বুকু মিঙ্গা, হেলপার,
প্রাম নিশিন্দা চকরপাড়া, পোঃ, ধানা ও ঝেলা বঙ্গড়া।

বনাম -

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী কুড় ইওষ্টিং লিঃ, গাঞ্জাহার রোড, বঙ্গড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ

(৪) ন্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য দিন বার্ষ আছে। দালি ও প্রতিপক্ষ নিজে বা
আইনজীবি বাধ্যনোও কোন প্রয়োগ নেন নাই। অদ্য মাধ্যিকপক্ষের সদস্য জনাব
খলকার আবুল হোসেন ও শুমিক সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তরা খারা কোটি গঠিত
হইল।

পক্ষস্থিতকে ধৰ বাব ডাকিয়া অনুগ্রহিত পাওয়া গেল।

কিন্তু সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ ইইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদীয় অভাবে ধৰিজ হয়।

স্বরেনু কুমার শিখুস

৫-৪-৯৭

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী

গাঞ্জিট কোর্ট, বঙ্গড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপর্যুক্ত : স্বরেনু কুমার শিখুস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৯/৯৪

প্রার্থক :—আপেল, পিতা মোঃ কিনু মিঙ্গা, হেলপার,

প্রাম নিশিন্দা চকরপাড়া, পোঃ, ধানা ও ঝেলা বঙ্গড়া।

বনাম

- প্রতিপক্ষ : (১) চেরাবম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, শান্তিহার বোড, বগুড়া।
 (২) এস্বাপনা পরিচালক, এ
 (৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
 (৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খলকার আবুল হোসেন ও প্রমিক সদস্য জনাব আঃ সান্তার তারা থারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষইয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

জিন সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা তদীয় অভাবে খারিজ হয়।

স্বেচ্ছা কুনার বিশ্বাস

৫-৮-৯৭

চেরাবম্যান

প্রম আদালত, রাজশাহী

সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : স্বেচ্ছা কুনার বিশ্বাস

চেরাবম্যান

প্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩০/৯৮

প্রার্থক : মোঃ আব্দুল, পিতা সেকেন্দর আলী, হেলপার,
 ধোন নিশ্চিন্দাৰা চকৰগাঁড়া, পোঃ, ধোনা ও ঝেলা বগুড়া।

বনাম

- প্রতিপক্ষ : (১) চেরাবম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, শান্তিহার বোড, বগুড়া।
 (২) এস্বাপনা পরিচালক, এ
 (৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
 (৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খলকার আবুল হোসেন ও প্রমিক সদস্য জনাব আঃ সান্তার তারা থারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষয়কে ধৰ বাবু ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।
বিভজ্ঞদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।
অতএব, আদেশ হইল
যে অত্য অভিযোগ মামলা তদৰীয় অভাবে খারিজ হয়।

সুব্রহ্মণ্য কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুব্রহ্মণ্য কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩১/৯৪

প্রার্থক : শহিদুল ইসলাম, পিতা মোঃ আবু মিঙ্গা, হেলগার,
গৌর মিশনারী চকরপাড়া, পোঃ, ধানা ও জেলা বগুড়া।
বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইওট্রিজ লিঃ, সাত্তাহার বোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
(৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অব্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনোনীর অন্য দিন বার্ষ আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা
অইনজীলির মধ্যেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য অনুষ্ঠান
খলকার আবুল হোসেন ও শুরিক পক্ষের সদস্য অনুষ্ঠান আঃ সাত্তাহার তাবা বাবা কোট
গঠিত হইল।

পক্ষয়কে ধৰ বাবু ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।
বিভজ্ঞদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।
অতএব, আদেশ হইল
যে অত্য অভিযোগ মামলা তদৰীয় অভাবে খারিজ হয়।

সুব্রহ্মণ্য কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোট, বগুড়া।

শুন আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুব্রহ্মণ্য কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শুন আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩২/৯৪

প্রার্থক : মোঃ আব্দুল খালেক, পিতা মৃত করিম উদ্দিন, ক্যানিয়ার,
ধান : বাদুরতলা, পোঃ, ধানা ও ষেলা বগড়া।

ব্যাপ্তি

- প্রতিপক্ষ : ১। চৌরবয়ান, নুরানী ফুড ইণ্ডিশ লিঃ, সাত্তাহার বোড, বগড়া।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
৩। পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
৪। ন্যানেজার, এ

প্রতিনিধি : ১। অনাব এন, এম, কাইছারজামান, প্রার্থকপক্ষের অইনজীবি।
আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অব্য মামলাটি চুক্তাত শুনানীর ঘন্য দিন ধৰ্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে জি কৌশলী দরখাস্তে বিষিত হেতুবাদ-বূলে প্রতিপক্ষের সহিত আদালতের বাহিনী তাহার পীড়নাদি বুঝিয়া পাওয়ায় আর নামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয় বিধায় মামলা হইতে বেথাই চাহিয়াছেন। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য অনাব বলকার আবুল হোসেন ও শুভিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছান্তার তারা ধারা কোট গঠিত হইল। বাদীর হলকাতে ব্যানরলি নেওয়া হইল।

আবেদন, অনামন্ত্রণ ও নথি দেবিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঙ্গুর ঘট।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

বে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশ ধারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুব্রহ্মণ্য কুমার বিশ্বাস
৫-৮-৯৭
চেয়ারম্যান
শুন আদালত, রাজশাহী
সাক্ষিট কোট, বগড়া।

ଶ୍ରୀ ଆଦିଲତ, ରାଜଶାହୀ ଜିଜାଗ, ରାଜଶାହୀ

ଉପଚିହ୍ନ : ପ୍ଲଟ୍ କୁମାର ପିଆସ

ଚେରାରମ୍ୟାନ

ଶ୍ରୀ ଆଦିଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଅଭିଯୋଗ ମାରଳା ନଂ ୩୩/୯୪

ପ୍ରାର୍ଥକ : ମୋ : ଶବ୍ଦ ନିଯା, ପିତା ମୃତ ମୋ : ବିଜ୍ଞା ନିଯା, କୁମାର ଆମିନ୍ୟାନ,
ଆମ : ନିଶିଲାରା, ମୋ : ଧାନୀ ଓ ଜେଲା ବଣ୍ଡା ।

ବନ୍ଦମ

- ପ୍ରତିପକ : (୧) ଚେରାରମ୍ୟାନ, ମୂରାନୀ କୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଃ, ସାନ୍ତାଥାର ବୋତ, ବଣ୍ଡା ।
(୨) ଏୟ ସ୍କାପନା ପରିଚାଳକ, ଏ
(୩) ପରିଚାଳକ (ଡାଇରେକ୍ଟର), ଏ
(୪) ମ୍ୟାନେଜର, ଏ

ଆମ୍ଦେଶ ନଂ ୩୧, ତାରିଖ ୫-୮-୧୯

ଅନ୍ୟ ନାମଲାଟି ଚଢ଼ାଇ ଭୁନାନୀର ଅନା ଦିନ ଧର୍ମ ଆଛେ । ଧାନୀ ଓ ପ୍ରତିପକ ନିଜେ ବା
ଆଇନଜୀବୀର ବାଧ୍ୟରେ କୌନ ପରିକଳପ ନେନ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ନାଲିକ ପରେର ଯଦ୍ୟ ଅନାର ବଳକାର
ଆବୁଳ ହୋଇନେ ଓ ଶ୍ରୀମିକ ପରେର ଯଦ୍ୟ ଅନାର ଆଃ ଶାନ୍ତାର ତାରା କୋଟି ଗଠିତ ହଇଲ ।

ପକ୍ଷସ୍ଥଙ୍କେ ଧାର ଭାକିରା ଅନୁପର୍ବିତ ପାଓଯା ପେଇ ।

ଶିଳ୍ପ ଯଦ୍ୟାମ୍ବଦେର ମହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ପରୀମଣ କରା ହଇଯାଛେ ।

ଅତ୍ୟର, ଆମ୍ଦେଶ ହଇଲ

ଯେ ଅତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମାରଳା ତଥୀର ଅଭିନ୍ଦନ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ ।

ପ୍ଲଟ୍ କୁମାର ପିଆସ

୫-୮-୧୯

ଚେରାରମ୍ୟାନ

ଶ୍ରୀ ଆଦିଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଶାକିଟ କୋଟି, ବଣ୍ଡା ।

ଶ୍ରୀ ଆଦିଲତ, ରାଜଶାହୀ ଜିଜାଗ, ରାଜଶାହୀ

ଉପଚିହ୍ନ : ପ୍ଲଟ୍ କୁମାର ପିଆସ

ଚେରାରମ୍ୟାନ

ଶ୍ରୀ ଆଦିଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଅଭିଯୋଗ ମାରଳା ନଂ ୩୪/୯୪

ପ୍ରାର୍ଥକ : ମୋ : ହାଫିଜାର ରହନାନ, ପିତା ମୋ : ଆଲ ମାହୁଦ, ହେଲପାର,

ଆମ : ଶାବଧାର, ମୋ : ଧାନୀ ଓ ଜେଲା ବଣ୍ଡା ।

ବନ୍ଦମ

- প্রতিপক্ষ : (১) চোরম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রি লিঃ, সাত্তাহার রোড, বঙ্গড়া।
 (২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
 (৩) পরিচালক (ভাইরেটের), এ
 (৪) ম্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মানবাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন বার্ষ আছে। তারী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা অইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য ঘনীণ ধনকার আবুল হোমেন ও প্রতিক পক্ষের সদস্য ঘনীণ আঃ সাতার তারা দ্বারা বোট পঢ়িত হইল।

পক্ষইয়াকে বার ধার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিস্তৃ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মানবা তদীয় অভাবে দিনা বরচায় বারিঅ অয়।

স্বধেনু-কুমার বিশ্বাস

৫-৮-৯৭

চোরম্যান

এম আদালত, রাজশাহী
সাকিউ কোর্ট, বঙ্গড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী ডিভা, রাজশাহী

উপস্থিত : স্বধেনু কুমার বিশ্বাস

চোরম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ আদেশ নং ৩৫/৯৪

প্রার্থক : চৌধুরী মুজুবুল সোবহান, পিতা চৌধুরী মুজুবুল কাদের, ষ্টোর কিপার,
 প্রাদ : গাঙ্গেই, পো: চান্দাইকোনা, থানা দেবপুর, ঝেলা বঙ্গড়া।

বনাম

- প্রতিপক্ষ : (১) চোরম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাস্ট্রি লিমিটেড, সাত্তাহার রোড, বঙ্গড়া।
 (২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
 (৩) পরিচালক (ভাইরেটের), এ
 (৪) ম্যানেজার, এ

প্রতিনিবি : ঘনীণ এন, এন, কাইছারজানদ, প্রার্থক পক্ষের অইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মামলাটি চুক্তি শুনানীর জন্য দিন ধৰ্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কৌন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরবারে বণিত হেতুবদ মূল উন্নের করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে নালিক পদক্ষেপ সঙ্গে আদালতের বাহিরে ছি-পাকিক চুক্তি মোতাবেক পাওয়ার মামলা ঢালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে বেহাই ঢাইয়াছে। অদ্য নালিক পদক্ষেপ সদস্য জনাব খনকার আবুল হোসেন ও প্রিয়িক পক্ষের সদস্য জনাব আব: ছাতার তারা থারা কোটি পঞ্চিত হইল। বাদীর ইলফাস্তে অবানবলি দেওয়া হইল।

আবেদন, অবানবলি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন যষ্টুয় হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্য মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গোল।

অত্য আদেশ থারা অত্য মামলা নিষ্পত্তি হয়।

স্বৰেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
প্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোট, বগুড়া।

প্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত :—স্বৰেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
অব আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৬/৯৪

প্রার্থক : মোহাম্মদ আলী প্রাঃ, পিতা বেলায়েত হোসেন প্রাঃ, ড্রাইভার,
গ্রাম : ঝোপগাড়ী, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডিজ লিঃ, সান্তান রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
(৪) স্যানেক্স, এ

অভিনিবিঃ ১। কলাব এন, এব, কাইছারজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চুক্তি শুনানীর জন্য দিন থার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দ্বাৰা বন্ধিত হেতুবাদ মূলে উত্ত্বেৰ কৰিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তাৰিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে প্ৰিপাক্ষিক চুক্তি গ্ৰহণকৰে পাওয়াদি পাওয়াৰ মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে বেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব বলকুর আবুল হোসেন ও প্ৰমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্রাব তাৰা থাৰা কোটি গঠিত হইল। বাদীৰ হলকাণ্ডে অবানুষ্ঠিনি দেওয়া হইল।

আবেদন, অবানুষ্ঠিনি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মঞ্চুৰ হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদেৱ সহিত আলোচনা ও পৰামৰ্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে প্ৰার্থীকে অত্য মামলা তুলিয়া লইবাৰ অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্য আদেশ থাৰা অত্য মামলা নিশ্চিত হয়।

সুধেলু কুমাৰ বিশ্বাস

৫-৪-৯৭

চেয়াৰম্যান

প্ৰম আদালত, রাজশাহী

গাকিটি কোটি, বগুড়া।

প্ৰম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতি: সুধেলু কুমাৰ বিশ্বাস

চেয়াৰম্যান

প্ৰম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৭/৯৪

প্ৰাৰ্থক: মোঃ ফজলুল কুমিৰ, পিতা মোঃ বৰকত আলী মন্ডল, অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট,
গ্ৰাম নিশ্চিন্দুৱা (খী পাড়া), পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়াৰম্যান, সুৱানী ঝুড় ইন্ডাস্ট্ৰি লিঃ, গোস্বামী কোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ডাইৱেষ্টেৱ), ঐ

(৪) মানেজাৰ, ঐ

প্ৰতিনিধি: ১। জনাব এন, এম কাইছাকুজ্জামান, প্ৰাৰ্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তাৰিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চুক্তি শুনানীর জন্য দিন থার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দ্বাৰা বন্ধিত হেতুবাদ-বুলে প্রতিপক্ষের সহিত আদালতের বাহিরে বাদী তাৰা পাওয়াদি বুবিয়া পাওয়ায় অৱি মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয় বিধায় মামলা হইতে বেহাই চাহিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব বলকুর আবুল হোসেন ও প্ৰমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লালুৰ জুৱা থাৰা কোটি গঠিত হইল। থাৰাৰ হলকাণ্ডে অবানুষ্ঠিনি দেওয়া হইল।

আবেদন, অবা-বলি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মন্তব্য হয়।
বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র নামলা ভুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশ দ্বাৰা
অত্র নামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশুস

৫-৪-৯৭

চেয়ারম্যান

প্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

প্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুবেন্দু কুমার বিশুস

চেয়ারম্যান

প্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামলা নং-৩৮/৯৪

প্রার্থক: আব্দুল হালিম আলমাজী, পিতা আব্দুল হালিম আলমাজী, গেলগ্যান,
গ্রাম, পো: ও থানা শাহজাদপুর, ঝেলী গিরাজগাঁজ (পাবনা)।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নূরীন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাতাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ

(৪) ন্যানেজার, এ

আদেশ: নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অব্য মাল্লাট চুড়ান্ত শুল্কীর জন্য দিন বার্ষ আছে। বাসী ও প্রতিপক্ষ নিজে
ক্ষা আইনজীবীর মধ্যামে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব
বলকার আবুল হোসেন ও এগিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাতার তারা দ্বাৰা কোট
গঠিত হইল।

পক্ষক্ষেপকে বারবার ডাক্ষিণ্য অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ নামলা তথ্যীর অভাবে বিনা খরচার ধীরিজ হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশুস

৫-৪-৯৭

চেয়ারম্যান

প্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

ঞম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, বাংলাদেশ

উপস্থিতি: শুধুমূল কুমার বিশুস
চেয়ারম্যান,
ঞম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মীমলা নং-৩৯/১৪

প্রার্থক: শো: মনোয়ার হেসেন, পিতা এস, এ, ইব্রাহিম, সেলসুম্যান,
শ্রাবণ: মিওপাড়া, পো: তালোড়া, থানা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

বনাম

- প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, শুধুমূল কুড় ইন্ডাস্ট্রি লিঃ, সাত্তাহার মৌজা, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ
(৪) ম্যানেজার, এ

প্রতিনিধি: ১। অনাব এন,এম, কাইছাকজজামান, প্রার্থক পক্ষের অধিমন্ত্রী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-১৭

অদ্য মামলাটি চুড়ান্ত শুনানীর দিন ধৰ্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলাটি কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্তে বণিত হেতুবাদ মূলে উন্নেব করিয়াছেন যে ১৮-৩-১৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাইরে ছিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পানোনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নন। তজ মামলা থেকে বেঁহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জ্ঞাব বলকাৰ আৰু হোগোন ও ঝুঁটিক পক্ষের সদস্য অনাব আঃ সীতাৱ তাৰা হারা কোটি গঠিত হইল। বাদীৰ হলকাটে অবানবলি নেওয়া হইল।

আবেদন, অবীনবলি ও নথি দেখিবাম। বিবেচনা কৰিবাম। আবেদন মন্ত্রুল হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ কৰা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল,

যে প্রার্থকে অত মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত আদেশ দ্বাৰা অত মামলা নিষ্পত্তি হয়।

শুধুমূল কুমার বিশুস

৫-৮-১৭

চেয়ারম্যান

ঞম আদালত, রাজশাহী
গাবিট কোটি, বগুড়া।

ধর্ম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপর্যুক্ত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

এবং আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামলা নং-৪০/৯৮

প্রার্থক: সৌ: আব্দুল রশিদ, পিতা সৌ: সুরুল মিঞ্চা, বেলাইয়ান,
গুম ও পো: উত্তর হাওলা, খানা লাক্ষণ্য, ঘেলা কুমিলা।

বর্ণনা

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, এ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এ

(৪) ন্যানেজার, এ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অব্য নামলাটি চুড়ান্ত শুনানীর অন্য দিন ধৰ্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিষে
বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অব্য নামিক পক্ষের সদস্য জনাব
খনকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাতার তারা হাতা কোট গঠিত
হইল।

পক্ষস্থয়কে বাব বাব ডাকিয়া অনুপর্যুক্ত পাওয়া গেল।

বিষ্ণু সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ নামলা স্বৰ্বীর অভাবে বীরিষ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

৫-৪-৯৭

চেয়ারম্যান

ধর্ম আদালত, রাজশাহী

সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

ধর্ম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপর্যুক্ত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

এবং আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ নামলা নং ৪১/৯৮

প্রার্থক: সৌ: হানিফ, পিতা সৌ: সাবান, ফিটার, প্রাৰ জতিকপুর কলোনী,
গোঃ, খানা ও ঘেলা বগুড়া।

বর্ণনা

- প্রতিপক্ষঃ (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাস্ট্রি লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
 (২) ব্যবসায় পরিচালক, এই
 (৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), এই
 (৪) মানেজার, এই

প্রতিনিধিঃ ১। অনাব এন, এম, কাইছারজাহান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অব্য মারলাট চৰ্চাত শুনানীর জন্য দিন ধৰ্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাবী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দ্বাৰা বনিত হেতৰাদ মূলে ত্ৰেখ বক্তৃতা হেতৰাদ যে ১৮-৩-৯৭ তাৰিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতেৰ বাহিৰে প্ৰিয়ালিক চৰ্চাত মোতাবেক পাওনাদি পাওনাৰ মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে হেতৰাদ চালিয়াছে। অব্য মালিক পক্ষেৰ সদস্য অনাব খন্দকারী আৰুল হেসেন ও শ্রমিক পক্ষেৰ সদস্য অনাব আঃ সাতীৰ তাৰা দ্বাৰা কোর্ট গঠিত হইল। দোসীৰ হলকাস্তে অবানবন্দি দেওয়া হইল।

আবেদন, অবানবন্দি ও নথি দেবিলাই/বিবেচনা কলিয়া। আবেদন মঞ্চৰ হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদেৱ গভিত আলোচনা ও পৰাবৰ্ষ কৰা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্ৰাথীকে অৱ মারলা তুলিয়া লইবাৰ অনুমতি দেওয়া লইল।

অত আদেশ দ্বাৰা অৱ মারলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমাৰ বিশ্বাস

৫-৮-৯৭

চেয়ারম্যান

এম আদালত রাজশাহী

সাক্ষিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপনিষতঃ সুধেন্দু কুমাৰ বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

শ্ৰম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৮

প্রার্থকঃ কাজী মহেন, পিতা কাজী বিসমত আলী, কাটং মিজী (কাটংম্যান),

প্রাম ডব্ল, পো: বকশাইল, থানা বদলগাছি, ঝেৱা রাজশাহী।

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ভাইরেষ্টের), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মাসলাটি চূড়ান্ত শুনানীর অন্য দিন ধীর আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিষে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য অনীব খল-কার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য অনীব আঃ সাতার তারা হারা কোট গঠিত হইল।

পক্ষস্থাকে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্য অভিযোগ মামলা জনীর অভাবে বারিজ হয়।

শুধেলু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: শুধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪৩/৯৪

প্রার্থক: মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, পিতা বৃত মরেছ উদ্দিন, হেলপার,

গ্রাম পূর্ব পালশা, পোঃ, ধনা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ভাইরেষ্টের), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি: অনীব এন,এম, কাইছাকজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৮-৯৭

অদ্য মানবাটি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধৰ্য আছে। প্রতিপদ্বের বিজ্ঞ কৌশলী সামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বারী পকে বিজ্ঞ কৌশলী দরবারে বাতিত তুম মূলে উঘের করিয়াছেন বে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাবিলে হিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওয়ানি পাওয়ার মানবা চালাইত ইচ্ছুক নয়। উজ মানবা থেকে রেহাই চারিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য অনাব খনকার আবুল হোসেন ও প্রধিক পক্ষের সদস্য অনাব আঃ গাবার তাৰা ধাৰা কোটি গঠিত হইল। বাবীৰ ইলকাতে অবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, অবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা কৰিলাম। আবেদন মন্তব্য হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত মানবা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত আদেশ ধাৰা অত মানবা নিষ্পত্তি হয়।

মুদ্রণ কুনার বিশ্বাস
৫-৮-৯৭
চেয়ারম্যান
প্র আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোটি, বগুড়া।

প্র আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপরিত : মুদ্রণ কুনার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

প্র আদালত, রাজশাহী।

সন্ধিগৰ্ণ :- ১। অন্যাণ, এইচ, এব, খফিকুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। অনাব কামরুল হাসান, প্রধিক পক্ষ।

বৃহস্পতি রি, ২৯শে মে, ১৯৭।

আই, আৰ ও, মানবা নং ৬৮/৯৩

১। ৰেজিস্ট্রার ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১নং প্রথম পক্ষ।

২। মোঃ জলিল সেখ, সার্বীল সম্পাদক,
ইরিদেনপুর কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজি: নং রাজ-৮৪৪) —২নং প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধাৰণ সম্পাদক,

আত্মাখানি কুলি মজদুর প্রধিক ইউনিয়ন (রেজি: নং রাজ-১০৯০),

ইরিদেনপুর, কালিনাথপুর, ঢে়ো, পাবনা—ছিতীয় পক্ষ।

- প্রতিনিধি গং :** (১) অনাথ এস, এম, সাইফুজ্জিম আহমেদ, ১নং ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
 (২) অনাব কোরাল আলী, ২নং ১ম পক্ষের অধিব্লজীবী।
 (৩) অনাব সাইফুর রহমান খান, বিভিন্ন পক্ষের অধিব্লজীবী।

রায়

ইথা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) খারার মামলা।

প্রথম পক্ষ বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, বাংলাদেশ এবং মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিভিন্ন পক্ষ আত্মাধীনি কুলি মজুদুর শুমিক ইউনিয়ন (বিভিন্ন রাজ- ১০৯০) ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় বেজিট্রীকৃত একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ১ম পক্ষ বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিদেশজন্মে তাহার দুই প্রতিনিধি সহকারী শুম পরিচালক ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি গত ১৪-৯-৭৩ তারিখে পরিদর্শনে আইবা ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির কোন কার্যালয় বিভিন্ন পাই। ইউনিয়নের গাবাবণ সম্পাদক অন্যান্য মন্ত্রিকার্য সদৃশ সহকারী শুম পরিচালকসমকক্ষে তাহার ইউনিয়নের কোন দেৱকৰ্পত্র প্রদর্শন করেন নাই। সহকারী শুম পরিচালকসমকক্ষে তদন্তাবলৈ আবিতে পারেন নে, যাংশুষ্ট ইউনিয়নটি ব্যবসায়ী ও অশ্বাধিকরণের সমন্বয়ে গঠিত। অস্তিত্বাবলৈ ডুর্যো আত্মাধীনি বিভাগের দেখাইয়া এবং তথ্যের ডুর্যো প্রতিষ্ঠানে কুলি শুমিক কার্য করে বিভিন্ন গঠনভূষ্ণ উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী-এর নিকট হস্তে বেজিট্রেশন হাসিল করিবাছেন। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(f) খারা অনুসারী প্রকল্প বী নিখ্যা তথ্য পরিবেশন করিবা ২য় পক্ষ বেজিট্রেশন লাভ করিবাছেন যাই প্রতিলিপোগ্য।

২য় পক্ষ ইউনিয়নটি প্রকৃত তথ্য গোপন বাধিয়া অশ্বাধিক এবং হ্যাসারীবলেরকে শুমিক বেজিট্রেশনের আবেদন করেন এবং বেজিট্রেশন হাসিল করার বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী ২য় পক্ষের ইউনিয়নের বেজিট্রেশন প্রতিলেব অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ একথানি লিখিত বর্ণনা এবং একথানি অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত মামলায় প্রতিষ্ঠিত পুতুলা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগুল স্বানীয় কুলি মজুদুর ও শুমিক সমবায়ে আইনসম্মতভাবে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া এবং একটি গঠনভূষ্ণ প্রান্তয়ন করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫ ও ৬ খারার বিবাস মতে তাহাদের ইউনিয়নের বেজিট্রেশনের আবেদন করেন। ১ম পক্ষ বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির আইনের বিধান অনুসারী বেজিট্রেশন প্রদান করেন। প্রকৃত সদস্যাদের নাম টিকানা 'পি' ফরমে লিপিক করিয়া দেওয়া হয় এবং 'এন' ফরমে পরম করিয়া পাঠানো হয়। ইউনিয়নের কোন সদস্যই অশ্বাধিক বী না সাবী নহেন। ইউনিয়নটির কার্যালয় আছে। গিগত বর্ষাকালে মাটির তৈরারী কার্যালয়টি খুসিয়া থায় এবং নতুনভাবে ঘটাটি তৈরী করা হয় এবং সেখানেই কার্যালয়টি স্থান্তরিত করা হয়। এ সময়ে সহকারী পরিচালক মহোদয়গণ পরিদর্শনে আইবা নৃত্য কার্যালয় ঘটাটি খুসিয়া পাই নাই। তাহা-ছাড়া ইউনিয়নের গাবাবণ সম্পাদক কার্য উপরাঙ্কে স্বাক্ষরে থাকার তাজাদের সমূহে ইউনিয়নের কাগজপত্র উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। ইউনিয়নটির কর্মকর্তাগণ কর্বাও নিখ্যা উজিতে ইউনিয়নের বেজিট্রেশন হাসিল করেন নাই। ২য় পক্ষ আবও উল্লেখ করেন যে, অত

মোকদ্দমা আনন্দের সময় ত্বরা অভিযোগ কুণি শুধিক ইউনিয়নের কথা ন্মা হয় এবং পর তৌকালে প্রতিবেদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অধিবিক, ব্যাসারী ইত্যাদি উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ৩০-৮-১৯৮২ তারিখের বিপোচিত উপর্যুক্ত কর্তা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষের আনন্দের জন্মে প্রক্রিয়া একটি অসম্ভব চাহিলে আলান্ত তদন্তের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত অসম্ভব বিপোচিত সুতোভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ক্রিক্ষে অভিযোগ আনন্দের কর্তা হইলে সংগঠনের কাথে এবং ব্যাকগার্ড অপারেটার কথা উপর্যুক্ত পূর্বক উজ মুইজুল কর্মকর্তা প্রেরণার পদত্যাগ করেন। প্রকৃত গত্য উদ্বাটের অন্য সম্পূর্ণরূপে বিরূপেজ কোন প্রতিক্রিয়া না দেখা যায় কিন্তু সভাপতি ব্যাকগার্ড গঠন করিলে অসম্ভব গত্য উদ্বাট হইল। ৩০-৮-১৯৮২ ইং তারিখের ১ম পক্ষের পক্ষে বিপোচিত দাখিল করা হইয়াছে তাণি পিরপেক নহে এবং উক্ত বিপোচিত বেজিটের আ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এবং একজন অবস্থা কর্মকর্তা দাখিল করিয়াছে। সুতোঁ: ১ম পক্ষ তারাদের প্রার্থী মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অজ মাসবা বাসিষ হইলে।

আলোচ্য বিষয়

১। ১ম পক্ষ বেজিটের অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী তাথার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের 'আত্মাবীণি' কুণি মজদুর শুধিক ইউনিয়ন' এর বেজিটেশন প্রতিলেখ অনুমতি পাইতে হবার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্য শামৰ্লীর শুণ্যালীকালে ১ম পক্ষে ২ঘন সাফল্যে পরীক্ষা করা হয় এবং বিছু বাগজগত দাখিল হয় যাদু ধর্মন-১ বিসালে চিহ্নিত হয়। ২য় পক্ষে ৩ঘন সাফল্যে পরীক্ষা করা হয় এবং তারাদের পক্ষে কোন বাগজগত দাখিল না হওয়ায় প্রদর্শন চিহ্নিত করা হয় নাই।

স্বীকৃত নতে ২য় পক্ষের জাতাবীণি কুণি মজদুর শুধিক ইউনিয়নের সদস্যগণ ইউনিয়ন গঠন করিয়া বেজিটেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ তারাদের বেজিটেশন (বেঞ্জিঃ নং বার ১০৩০) প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ১ম পক্ষ তারার ২ঘন সহকারী শুণি পিচালক নামকত ইউনিয়নটি ইং ১৪-১-১৯৩ তারিখে অসম কর্তা এবং অসমকালে উজ ধর্মিয়িষ্য ভাবিতে পারিল ব্য পক্ষের ইউনিয়নের কোন কার্যালয় নাই, ইউনিয়নের যাবাণে সম্পাদক কোন প্রেকর্পত্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই এবং তারা আহও আভিতে পারেন যে ইউনিয়নটি ব্যাসারী এবং অধিবিকদের দ্বারা গঠিত এবং তারা যিনি তথ্যে ভিত্তিতে ইউনিয়নের বেজিটেশন প্রথম করিয়াছেন। ২য় পক্ষ এই স্বত্ত্ব অভিযোগ অঙ্গীকার করিয়া বলেন যে, প্রকৃত সদস্যদের দ্বারা নির্মাণিত করিয়ে দাখিল করা হইয়াছিল। ইউনিয়নের সকল সদস্যগণ শুধিক এবং ব্যাসারী নন। তারাদের নির্মাণ কার্যালয়টি ব্যাসারী দ্বারা এবং তারা সুতোভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে। শুকারী শুন পরিচালকদ্বয় কার্যালয়ের প্রতি ব্যক্তিগত পার্ষ নাই। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষের প্রার্থী মোতাবেক বিতোয় শুরু অসম এবং উজ তদন্তে প্রথম তদন্তের বিষয় অগত্য ব্যক্তিগত প্রাপ্তিত হয়। ইউনিয়নের স্বার্থে পূর্বে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করেন। সুতোঁ: ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার প্রাপ্তে হকদার নহেন।

১ম পক্ষের ১ম সাফল্য দেন: আলান্তের হোসেন কান, তৎকালীন সহকারী শুন পিচালক, বিভাগীয় প্রাপ্ত দপ্তর, রাজশাহী তারার ধর্মন-১তে বলেন তিনি তারার সকলী জীবন বিবাহজীল আলবকে সংগে লওয়া ইং ১৪-১-১৯৩ তারিখে "আত্মাবীণি" কুণি মজদুর শুধিক

ইউনিয়ন” এর অতিরিক্ত সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ পাবনা জেলারীয় ডেড়া খানার অধিবেশনপুর ঘৰ। তবুও শেষে তাৰাৰ ফিরিয়া আসেন এবং ইং ২৫-৯-৯৩ তাৰিখে থতি-বেদন (প্রৱৰ্ণ-১) দাখিল কৰেন। ১ম পক্ষের ২৮ং সাক্ষী হোঃ সিৱাজুল আলম, তৎকালীন গুৰুকুলীয় শুণ পচিচালক, ফৰাগীৰ শুণ দপ্তৰ, বাজপাই তাৰাৰ অবস্থান্তে বলেন তিনি বুঝে থৈ; পচিচালকেৰ আদেশে তাৰাৰ মহকৰী জনাব আলগীৰ হোমেন বাবিকে সংগে কৰিয়া “আতাবীণি কৰি মজদুৰ শুণিক ইউনিয়ন” সম্পর্কে তৎক্ষণে বান। তাৰাৰ ঐ শুণিক ইউনিয়নেৰ গুৰীয়ে একটি সাইন চোর্ড দেখিতে পাৰে, কিন্তু কোন অফিস পাবে নাই। তাৰাৰ পাৰ্শ্বে তো একটি বাড়ি-পাতিলৰ দোকানে বসেন এবং দোকানেৰ কৰ্মচাৰী জনাব আবদুল বাজ্জাককে ছিঙাগা দেন ভাবিতে পাবেন ‘আতাবীণি’ কুলি মজদুৰ শুণিক ইউনিয়ন’ এর কোন অফিস তিনি (আঃ বাজ্জাক) দেখেন নাই। জনাব আবদুৰ বাজ্জাক স্বীয়ৰ স্থবন ভি, ডি, ও সেন্টারেৰ মালিক জনাব নবিনজানকে ডাকিয়া আসেন। জনাব নবিনজান পিষেকে এ ইউনিয়নেৰ সাধাৰণ সম্পাদক বলিয়া পৰিচয় দেন, কিন্তু ছিঙাগা দেন তিনি তাৰাৰ ইউনিয়নেৰ কাৰ্যালয় দেখাবতে পাবেন নাই এবং কাৰ্যালয়েৰ অবস্থান সম্পর্কে কোন সতোষজ্ঞক তত্ত্ব দিতে পাবেন নাই। তিনি আবও বলেন যে, জনাব নবিনজান স্বীকাৰ কৰেন তিনি স্থবন ভি, ডি, ও সেন্টারেৰ মালিক। ছিঙাগা দেন জনাব নবিনজানকে তাৰাকে আবও জানাব যে, ইউনিয়নেৰ লোকজন এখনে ওখানে কোৱ কৰিতেছেন এবং ইউনিয়নেৰ সভাপতিৰ বাড়ী দেড় মাহিল দুৱে নাস্টোৱা থািমে, তিনি একজন গৃহস্থ, সৎ-সভাপতি জনাব মুকুল হোমেন টুকু বিভিন্নেৰ কাৰেন, কোথাৰ্যক জনাব সেলিমেৰ ওষ্ঠবেৰ ব্যাসা আছে। ১ম পক্ষের ২৮ং সাক্ষী আবও বলেন যে, জনাব নবিনজান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নেৰ কোন কাগজপত্ৰ দেখাবতে পাবেন নাই। পৰে তিনি ও তাৰাৰ সঙ্গী কৰ্মকৰ্ত্তা ইং ২৫-৯-৯৩ তাৰিখে প্রতিবেদন (প্রৱৰ্ণ-১) দাখিল কৰেন। ১ম পক্ষের ১১ং সাক্ষীকে জেলাকালৈ ২৩ং পক্ষে এই সৰ্বে সাজেশন দেওৱা হয় যে, তাৰাৰ সংষ্কৰণতাৰে তৎক্ষণে কৰেন নাই। ইটাতে প্রাপ্তি হয় যে, ১ম পক্ষ তাৰাৰ ২জাৰি কৰ্মকৰ্ত্তাৰে পাঠিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নেৰ বিষয় তৎক্ষণে কৰেন। ১ম পক্ষের ২৮ং সাক্ষী তাৰাৰ জেলাকালৈ ২৩ং পক্ষের ইউনিয়নটি অস্তিত্ব সম্পর্কে তৎক্ষণে পিষাছিলেন এবং জানাবতে পাবেন যে, এ ইউনিয়নটি কোন কাৰ্যালয় নাই। প্রৱৰ্ণ-১ হইতে প্রতিবেদন হয় তৎক্ষণাৎ কৰ্মকৰ্ত্তাৰ (১ম পক্ষেৰ ১ ও ২৮ং সাক্ষী) তাৰাবেৰ পিপোটটি যথাৰ্থ উপৰে কৰিয়াছো যে ২য় পক্ষেৰ ইউনিয়নেৰ কোন কাৰ্যালয় নাই। ২য় পক্ষেৰ ৩১ং সাক্ষী তাৰাৰ জনাবন্দীতে উপৰে কৰেন যে, ৩ বৎসৰ ব্যাপত আতাবীণি শুণিক ইউনিয়নেৰ অফিস আছে এবং তাৰাৰ পৰ্বে তাৰাৰ অবস্থা কোন অফিস ছিল নাই। ২য় পক্ষেৰ ৩৮ং সাক্ষীকে ইং ২৫-৩-৯৭ তাৰিখে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। স্বতাৰং তাৰাৰ বৰ্ণনা অনুবাদী ২৫-৩-৯৮ তাৰিখেৰ পূৰ্বে ২য় পক্ষেৰ ইউনিয়নেৰ কোন অফিস বা কাৰ্যালয় কোথাও ছিল নাই। ২য় পক্ষেৰ ২ ও ৩১ং সাক্ষীৰ বক্তব্য, ১ম পক্ষেৰ বক্তব্য এবং ১ম পক্ষেৰ সাক্ষীৰ বক্তব্যও তাৰাদেৰ পিপোটটিৰ সতি সাধারণস্বীকৃতি। স্বতাৰং উপৰেৰ আলোচনার প্রতি স্বামু বাবিয়া আসি এই পিপোটটি উপৰীত হইলাব যে, ১ম পক্ষেৰ তৎক্ষণে অৰ্থাৎ ইং ১৪-৯-৯৩ তাৰিখে ২য় পক্ষেৰ ইউনিয়নেৰ কোন কাৰ্যালয় ছিল নাই। ২য় পক্ষেৰ ১১ং সাক্ষী হোঃ ছান্দু শেখ পিষেকে ‘আতাবীণি’ কুলি জৰুৰ শুণিক ইউনিয়ন’ এৰ সাধাৰণ সম্পাদক দাবী কৰিয়া জৰানবন্দী কৰেন। তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নেৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৰ্মে কোন কাগজ

পত্র দাখিল করেন নাই। তিনি তাহার জ্ঞানবৃদ্ধীতে বলেন তিনি সম্পাদক হইবার পূর্বে হয়েছিলেন পরে তাঁদের অফিস ছিল এবং শিশুরেও করিগার কারখণে তাঁর ভাসিয়া দেওয়া হয় এবং পরাত্তোকালে ১০০ গজের মধ্যে উচ্চ অফিস শির্মাণ করা হইয়াছে। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার জ্ঞান স্বীকৃত করেন তিনি ১৯৯৪ সনে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য হইয়াছেন এবং তাহার পূর্বের ইউনিয়নের বেঙ্গলিস্টেশন লওয়া সম্পর্কে কোন তর্বের কথা তিনি জানেন না। স্বতোঃ ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর বক্তব্যকে নিচে করা যায় না। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী স্বীকৃত করেন যে, ১৯৯৩ সনে শিশুটিরা প্রাচীরের নবজীবনের প্রাচীনিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন, তাঁর সাধারণ জমি আছে, তিনি তাহার জমি চাষ করেন এবং পরের জমি ব্যাচায় করেন। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী আরও বলেন যে, মনিকুজ্জাবান মনি সুমন ডিওড় দেৱকুনীর বালিক কিনি তাঁর তিনি জানেন না। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর জ্ঞান হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মনিকুজ্জাবান সুন্ন ডিওড় সেন্টারের মালিক তাহা তিনি অস্বীকৃত করেন নাই। অত মালীর শুননীকালে যো পক্ষে মনিকুজ্জাবান, নবজীবনের প্রাচীনিককে পরীক্ষা করা হয় নাই বৰ্তাও নিজের উদ্দোগে অত মালীয় সাক্ষ দিতে আসেন নাই। ১ম পক্ষের দাখিলী তত্ত্ব প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিকুজ্জাবানের নিকট হইতে জানিতে পারেন ইউনিয়নের সভাপতি নবজীবনের প্রাচীনিক দেড় বাইল দূরে মানিহারা প্রায়ে খসড়া করেন এবং তিনি একজন মানিহারী গৃহস্থ, সহ-সভাপতি জনাব মুকুল হোসেন তিনির মালীবালীর টৈক নিভিনেস করেন এবং কোম্বারক অনাব সেলিম আব্দুল ফুস্তবের ব্যাচা করেন। আবার পুরুষ দেবিয়াছি ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার জনিন্সীতে স্বীকৃত করিয়াছেন নবজীবনের প্রাচীনিকের জমি আছে, তিনি নিজের জমি চাষ করেন এবং পরের জমি ব্যাচায় করেন। ১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী সরকারী কর্মচারী। সংশ্লিষ্ট এলাকার সংগে তাহারা সম্পৃক্ত নহেন। তাৰা তাৰাদেৱ রিপোর্টে উন্নৰিত বিষয়গুলি বলি জনাব মনিকুজ্জাবান সহ স্বানীয় লোকজনের নিকট হইতে না জানিতেন তাহা হইলে তাহা রিপোর্টে উন্নৰিত করা তাৰাদেৱ পক্ষে সম্ভুল হইত না। স্বতোঃ সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি (পৰি-১) ডিভিলীন বলা যায় না।

অত মালী দাখিলের সময় জনাব নবজীবনের প্রাচীনিক ও জনা মনিকুজ্জাবান মথাকুমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাহারা অত মালীয় প্রতিবন্দিতা করিবার অন্য আসেন নাই। তাহাদেৱ কিন্তু যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছে তাঁর অস্বীকৃত করিয়া আবালতে সাক্ষ দেন নাই। তাহারা আবালতে আসিয়া এমন কথা বলেন নাই যে তাৰা কুলি, বজ্রনূর ও শুমিক। এবং সাক্ষী প্রাচীনিত হইয়াছে যে, জনাব নবজীবনের প্রাচীনিক একজন গৃহস্থ এবং তাহার জমিয়া আছে এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিকুজ্জাবান সুন্ন ডিওড় সেন্টারের মালিক। স্বতোঃ তাহারা ২জন যে কখনই শুমিক বৰ্ত নজদৰ নহেন তাহা বলি যি অপেক্ষা বাবোদা। ইতাতে প্রাচীনিত হয় তাৰা। তাহাদেৱ ট্রেড ইউনিয়নটিৰ আবিয়াতি ও ব্রহ্মপুর তথ্যেৰ বৰ্ণনার বেঙ্গলিস্টেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অত মালীয় ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী নিজেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দালী করেন। তিনি তাহার জনিন্সীতে বলেন যে, তিনি নির্বাচনে ও পৰি মালীয় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু এই নির্বাচনেৰ ফলাফল বেঙ্গলিস্টেশন, ট্রেড ইউনিয়ন বৰ্তৰ পাঠ্যন নাই এবং নির্বাচনেৰ কোন কাগজপত্ৰ তাহার নিৰ্বাচন নাই। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীৰ জনাব সী হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি আসো কোন নিৰ্বাচিত সম্পাদক নন এবং তাহাদেৱ ইউনিয়নেৰ কোন নিৰ্বাচন হইয়াছি যদে তিনি তাৰা প্রাপ্ত কৰিতে ব্যৰ্থ হইয়াছেন। তিনি আৱাও বলেন পূর্বের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়নেৰ বৃহত্তর সংৰক্ষ পদতাৰণ কৰিয়াছেন। ২য় পক্ষেৰ এই মৰনেৰ কোন কাগজপত্ৰ আবালতে দাখিল কৰা হয় নাই। স্বতোঃ ২য় পক্ষেৰ ১নং সাক্ষীৰ বক্তব্যেৰ উপৰ দিয়াটি গঠক বলিয়া বিবেচনা কৰা যায় না।

২য় পক্ষের ইউনিয়নটি 'আত্মাধীনি কলি সংসদুর শিল্প ইউনিয়ন' নামে গঠিত। সংপ্রিষ্ঠ ইউনিয়নের সদস্যগণ কোন জাতীয় বা আঞ্চলিক কাউন্সিল করেন নাই। ২য় পক্ষের সকল সাক্ষী এক পৈকে জীবাণু করিয়াছেন যে, আত্মাধীনি নামে একটি ইউনিয়ন আছে, কিন্তু আত্মাধীনি ইউনিয়নে আত্মাধীনি নামে কোন জাতীয় নাই। ২য় পক্ষের ২নং সাক্ষী বলেন যে, তাহার হরিদেশপুর পাইকারে এ্যালুবিনিয়ামের দোকান আছে এবং তাহার দোকানে ঠান্ডুলে (যা পক্ষের ১নং সাক্ষী) ইউনিয়নের ৩০/৭২ ঘন শিল্প কাউন্সিল করেন। তিনি আরও বলেন তাহারা হরিদেশপুর পাইকারে অন্যান্য দোকানেও কাউন্সিল করেন। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার অনুমতিতে বলেন তাহারা হরিদেশপুর পাইকারে হার্ডি এ্যালুবিনিয়াম ছোর, ধাচিলা ব্রেড এবং কিছু ফ্যাশনি, হাইচেন দোকান ও অন্যান্য দোকানে কাউন্সিল করেন। ২য় পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষীর ক্ষেত্রে অনুমতি সংপ্রিষ্ঠ আত্মাধীনি কুলি সংসদুর শিল্প ইউনিয়নের সদস্য গণ একাধিক দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিল করেন। সুতোঁঁ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ তিনির মালিকের মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের শিল্প। তিনির মালিকের মালিকাধীন আত্মাধীনের শিল্প কোন প্রতিষ্ঠান গুঝের শিল্প গণ্য করা যাব না। সুতোঁঁ তারের খাতের যদি ধরিয়া নই যে, সংপ্রিষ্ঠ ইউনিয়নের সদস্যগণ তিনির প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিল করেন, তবে থ্রি প্রচে তাহারা কি করিয়া একটি শিল্প সংগঠন গঢ়িয়া তৈরেন। উপরের আলোচনার প্রতি সন্দান রাখিয়া এবং অত্য মায়ার সাক্ষি যিনোদি পিছে চো করিয়া আবি এই শিক্ষাস্তোষ উপনীত হইলাম যে, ২য় পক্ষের শিল্পিগণ সঠিকভাবে তাহাদের সংগঠন করেন নাই।

২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংপ্রিষ্ঠ ইউনিয়নটির বেজিটেশন লাভের পর আনন্দানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু ২য় পক্ষের জিন কৌশলীর বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যাদি উপস্থাপন করা হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ১ম পক্ষের ২জন কর্মকর্তা ইঁ ১৪-১-১৩ তারিখে সংপ্রিষ্ঠ ইউনিয়নটি সম্পর্কে তৎস্মতে অন্য এলাকায় যান এবং তাহারা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য পণ্যাধীন ব্যক্তির উপরিতে তদন্ত করেন। ২য় পক্ষের জিন কৌশলী বলেন তাহাদের বিপোর্টটি সহজেয়নক নয় এবং তাঁরা নক্ষেলের প্রার্থনায় বিতীয় বাব ইউনিয়নটি তদন্ত হয়। সুতোঁঁ দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির হিতীয় বাব তৎস্মতে কথা জীবাণু করিয়াছেন। বিতীয় বাবের তদন্ত বিপোর্টটি সাঙ্গে অংশ করা না হইলেও তদন্ত বিপোর্টটি সম্পর্কে আবর্ত এবাবে কিছু আলোকপাত করিতে চাই। নথির সংগে রাখিত দ্বিতীয় তদন্ত বিপোর্টটি হইতে প্রতীয়মান হয় বাজশাহী প্রতিষ্ঠানের শিল্প কাউন্সিল শিল্প প্রতিচালক অন্যান এ, টি, এম, ফজলুর রহিম ১৯-৩-১৪ ইঁ তারিখে ইউনিয়নটি পরিদর্শন করেন এবং তিনি তদন্তবাবে ভাগিতে পাবেন ইউনিয়নের কর্মকর্তাৰ ক্ষেত্ৰে শিল্প নথে, সভাপতি একজন অস্থায়ী পৃষ্ঠা এবং তিনি কুলি শিল্প একাধিকের কাউন্সিল করেন না, সংসভাপতি কুলির কাউন্সিল করেন না এবং তিনি একজন শান্তিয় বাস্তুনৈতিক নেতা, সাধারণ সম্পাদক অন্যান মন্ত্রিকাজ্জনান (মনি) ছাত্র বাজশাহীতির সাথে জড়িত এবং সংসাধনের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে যে দুইজন রহিয়াছেন তাহারাও শিল্প নথেন এবং তাঁরা টি সাথী। সুতোঁঁ দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ কতিপয় অশিল্প, টি সাথী ও পৃষ্ঠদের লঁয়া ইউনিয়নটি গঠন করিয়াছেন। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় সংসভাপতি শিল্প প্রতিচালকবৰ্ষ (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) তদন্তবাবে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অন্যান মন্ত্রিকাজ্জনাকে ১৪-১-১৩ ইঁ তারিখে ইউনিয়নের দেৱকৰ্ত্তপত্রহ প্রতিষ্ঠান বাজশাহী প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান হইতে বলেন। প্রতি তারিখে অন্যান মন্ত্রিকাজ্জনান বাজশাহী প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিচালকবৰ্ষ (জিডি নং-৫৬০ তং-১৭-১-১৯৯৩) সহ বেকডপত্র উপ-

ପ୍ରାପନେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖର ସମୟେର ଥୀର୍ଦ୍ଦିନା କରେନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଡାଇରିକ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରା ହୁଏ ଥେ, ଇଂ ୧୪-୯-୧୩ ତାରିଖେ ଇଡ଼ନିଆନେର ସକଳ ରେକର୍ଡଗ୍ରାଫ୍ ହାରାଇସା ଗିଯାଇଛେ । ଏଥାନେ ବିଶ୍ୱାସେ ଗହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରା ବାଇତେ ପାରେ ଯେ, ଶହକାରୀ ଥିବ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ (୧୨ ପଞ୍ଚମ ୧ ଓ ୨୩ ଶାହୀ) ଇଂ ୧୪-୯-୧୩ ତାରିଖେ ତମତକାଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଇଡ଼ନିଆନେର କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ ପ୍ରାପନ କରିତେ ବିଲିଲେ ତିନି ବ୍ୟର୍ଷ ହନ ଏବଂ ପରେ ୧୪-୯-୧୩ ତାରିଖେ ରାଜଶାହୀ ଥିବ ଦ୍ୱାରେ କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ହାରାଇସା କରିତେ ବଳା ହିଲେ କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ହାରାଇସା ଗିଯାଇଛେ ମର୍ମ ୧୭-୯-୧୩ ଇଂ ତାରିଖେ ବେଡ଼ା ଖାନାର ଏକଟି ଝି, ଡି, ଇ, କରେନ । ଇହାତେ ଇହାଇ ପ୍ରତୀଗିତାର ହୁଏ ଯେ, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଇଡ଼ନିଆନେର କୋନ କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ଛିଲ ନା ଏବଂ କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେପାନେର ବ୍ୟର୍ଦ୍ଧତାର ଅଭୂତ ହିସାବେ ଇଂ ୧୪-୯-୧୩ ତାରିଖେର ପରେ କାଗଜଗ୍ରାଫ୍ ହାରାଇସା ଗିଯାଇଛେ ମର୍ମେ ଏକଟି ଝି, ଡି, ଇ, କରେନ ।

ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଥ୍ରେ ଶରୀର ରାଖିଯା ଏବଂ ଅତ ମାମଲାର ଘଟନା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵକତା ବିବେଚନା କରିଯା ଆମ ଏହି ଗିକାଟେ ଉପନୀତ ହଇଲାର ଯେ, ୨୨ ପଞ୍ଚ ତାହାଦେର ଇଡ଼ନିଆନେର ରେଜି-ଟ୍ରୈନ ପାଓରାର ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭୂରୋ ଓ ବିଧ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସରବରାଇ କରେନ ଏବଂ ରେଜିଟ୍ରେନ ଥାସିଲ କରେନ । ତାଇ ୧୨ ପଞ୍ଚ ରେଜିଟ୍ରୋର ଅବ ଟ୍ରେଟ ଇଡ଼ନିଆନ ତାହାର ଥୀର୍ଦ୍ଦିନ ବୋତାବେକ ପ୍ରତିକାଳ ପାଇତେ ହକଦାର ।

ବିଜ୍ଞ ସମସ୍ୟାଦେର ଗହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କରା ହିସାବେ ।

ଅନ୍ତର୍ଭାବ,

ଆଦେଶ ହଇଲ

ଯେ ଅତେ ଆଇ, ଆର, ଓ, ମାମଲା ୨୨ ପଞ୍ଚମ ବିକାଷନେ ଦୌତରକ୍ଷେ ବିଚାରେ ଦୌତରକ୍ଷେ ବିଚାର ଥିବାରେ ମଧୁର ହୁଏ ।

୧୨ ପଞ୍ଚ ରେଜିଟ୍ରୋର ଅବ ଟ୍ରେଟ ଇଡ଼ନିଆନ୍, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀକେ ୨୨ ପଞ୍ଚମ 'ଭାତ୍ତାରୀନି କୁଳ ମହାଦେଵ ଧର୍ମିକ ଇଡ଼ନିଆନେ' ରେଜିଟ୍ରେନ (ବେରିଃ ନଂ ରାଜ-୧୦୧୦) ବାଜିଲ କରିବାର ଅନୁଯାତ ଦେଉଁଥାି ଗେଲ ।

ଶ୍ରେଦ୍ଧ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ
ଚର୍ଚାବିନ୍ୟାନ
ଅନ ଆମାଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଅନ୍ତର୍ଭାବ, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀ

ଟ୍ରେଟିପାଇତି : ଶ୍ରେଦ୍ଧ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ

ଚର୍ଚାବିନ୍ୟାନ

ଅନ ଆମାଲତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଆଇ, ଆର, ଓ ମାମଲା ନଂ-୮୯/୧୬

ରେଜିଟ୍ରୋର ଅବ ଟ୍ରେଟ ଇଡ଼ନିଆନ, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀ—୧୨ ପଞ୍ଚ ।

ବିମାନ

গভীরতি/সামাজিক সম্পর্ক

বগুড়া জেলা লেন ওয়ার্কস প্রক্রিয়া ইউনিয়ন

(জেল: নং বাড়ি-১১৩১), বড়পোলা, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধি:—১। জনাব আবু আহমাদ করিম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ১, তারিখ ১২-৫-১৭

অদ্য মামলাটি একত্রযোগ শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবুল হোসেন ও প্রক্রিয়া পক্ষের সদস্য জনাব আবু আহমাদ তারা দ্বারা কোট গাঠিত হইল। মামলাটি একত্রযোগ শুনানীর জন্য থাঙ্গ করা হইল। বাদী পক্ষে বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্ষব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ অত্য মামলার কোন সাক্ষী দিনে না রেখিয়া যত স্কজ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বুকিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ বেজিট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, বাংলাদেশ-এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিতীয় পক্ষ বগুড়া জেলা লেন ওয়ার্কস প্রক্রিয়া ইউনিয়ন তাদের প্রত্যাপ্ত ইউনিয়নের বেজিট্রেশনের প্রাপ্তি করিলে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে বেজিট্রেশন রাখ ১১৩১ প্রদান করেন। বিতীয় পক্ষ ২৭-৯-১৯৬৫ তারিখে বেজিট্রেশন প্রাপ্তির পক্ষ তাহাদের সংস্থানের ২০ ধারার বিধান মতে দুই ৪৫সের মধ্যে ইউনিয়নের নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার ফলাফল প্রথম পক্ষকে জানান নাই। বিতীয় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের প্রাপ্তি আব-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রথম পক্ষের নিকট বিধিবক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ তাহার ১৯-১১-১৯৬৫: তারিখের ১৪৯৮ নং পক্ষ নির্বাচক তাহাদের ইউনিয়নের বেজিট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দ্বারা করেন। তাহাতেও বিতীয় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না গ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষ বিতীয় পক্ষের বেজিট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রাপ্তি করিয়া অত্য মামলা দায়ের করেন।

বিতীয় পক্ষ অত্য মামলায় হাজির ইয়েলা প্রতিবন্ধিতা করেন নাই এবং তাহাতেও একত্রযোগ বিচারের জন্য লঙ্ঘন হয়।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, বিতীয় পক্ষ বগুড়া জেলা লেন ওয়ার্কস প্রক্রিয়া ইউনিয়ন ২৭-৯-১৯৬৫: তারিখে বেজিট্রেশন প্রাপ্তির পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ২০ ধারা মতে দুই ৪৫সের কোন নির্বাচন করেন নাই বা তাহার ফলাফল প্রথম পক্ষের নিকট দেন নাই এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত তাহাদের ইউনিয়নের আব-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাহার অফিসের ১১-১১-১৯৬৫: তারিখের ১৪৯৮ নং শুরুক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতিয়ামন হয় যে, বিতীয় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের বেজিট্রেশন প্রাপ্তির পক্ষ দুই ৪৫সের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ২০ ধারা মতে কোন নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত তাহাদের ইউনিয়নের প্রাপ্তি বিচার দাখিল না করায় তাহাদের ইউনিয়নের বেজিট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দ্বারা করা হয়।

অত্র মামলায় বিভিন্ন পক্ষ তাহাদের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী তাহাদের ইউনিয়নের বেজিট্রেশন প্রাপ্তির দই পক্ষের মধ্যে নির্বাচন করিয়াছেন। ১৯৯৩ সন হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত : একিক বিমোৰ্চ দাখিল করিয়াছেন যথে সাক্ষ্য প্রাপ্তি লক্ষ্য আদালতে থাকিব হন নাই। ইহাতে প্রথম পক্ষের অভিযোগ শত্য এলিয়া প্রতীবান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান দাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল খিদ্যাদি বিচারনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রথম পক্ষের মামলা প্রসারিত হইয়াছে এবং তাই প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিভিন্ন সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একত্রকা বিচারে দিন খরচায় যান্ত্রু হয়।

প্রথম পক্ষকে বিভিন্ন পক্ষের বগত্তা জেলা লেব ওয়ার্কিং একাইক ইউনিয়নের বেজিট্রেশন (বেজিঃ নং রাজ ১১৩১) ধাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বৈরে কুমার বিশ্বাস

১২-৫-৯৭

চেয়ারম্যান

এবং আদালত, রাজশাহী
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রব্য আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপর্যুক্ত : স্বৈরে কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

এবং আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগুণ : ১। জনাব আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। অনাব আঃ সাতার তারা, একাইক পক্ষ।

সোমবাৰ, ২৩ জুন, ১৯৯৭

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-৫/১৯৯৭

১। শ্রী বাপন মজুমদার, সভাপতি,

২। মোঃ ছানা হোসেন, সাধাৰণ সম্পাদক,

জৱপুরহাট জেলা অটোচেপ্পু ও বেবী ট্যাঙ্গি চালক একাইক
ইউনিয়ন (প্রতাবিত), তাপুৰ মোড়, জৱপুরহাট—আপীলকাৰীগুলি
বনাম

বেজিট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—ৱেসপনডেন্ট।

প্রতিনিবিগণ : ১। জনাব কোৰবান আলী, আপীলকাৰী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এস, এস, সাইফুল্লিহ আহমেদ, ৱেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

ৱায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার আপীল মামলা।

আপীলকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অয়পুরহাট জেলার দিভিয় ঝটে চলাচলকারী অটোচেপু ও বেবী ট্যাক্সির চালক ও শ্রমিকগণ ২৩-৯-১৯৬৫ তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং ৬৯ অন শ্রমিকের উপরিততে “অয়পুরহাট জেলা অটো-চেপু ও বেবী ট্যাক্সির চালক শ্রমিক ইউনিয়ন” নামে একটি ইউনিয়ন গঠনের সর্বসমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংবিধান করন করেন। উক্ত সংবিধান সর্বসমতিক্রমে অনুমোদন করিয়া আপীলকারীয়কে যথোক্তমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। প্রতাবিত ইউনিয়নের আইনানুগভাবে বেঙ্গলিশেন গ্রহণের অন্য আপীলকারীয়কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। আপীলকারীয় প্রত্যাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যাবিত ইউনিয়নটির বেঙ্গলিশেনের অন্য বেসপনডেন্ট বেঙ্গলিশেন অব ট্রেড ইউনিয়ন, বাজশাহী বরাবর ২৭-১১-১৯৬ ইং তারিখে এক আবেদন করেন। বেঙ্গলিশেন অব ট্রেড ইউনিয়ন, বাজশাহী আপীলকারীগণের আবেদন এবং দাখিলী কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া ১১-১২-১৯৬ ইং তারিখের আবটিউ/ৰাজ/১৭২৯ নং পত্রে ৭ দফা আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহা সংশোধনের অন্য আপীলকারীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। আপীলকারীগণ শুধুমাত্র বেঙ্গলিশেন অব ট্রেড ইউনিয়নের চাহিদা মোতাবেক যি, আর, টি, এ, এব নিকট সার্টিফিকেট আবেদন করিয়া তাহা না পাওয়ায় দাখিল করিতে পারেন নাই এবং পরে তাহা দাখিল করিবেন সর্বে অস্বীকার করেন। কিন্তু বেসপনডেন্ট আপীলকারীগণের আবেদন আইনানুগভাবে বিবেচনা না করিয়া তাহার ইং ২৩-১৯৭ তারিখের আবটিউ/ৰাজ/১৫৬ নং পত্র মোতাবেক আপীলকারীগণের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গলিশেনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাই আপীলকারীগণ তাহাদের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গলিশেন পাইবার অন্য অর্থ আপীল মামলা পাওয়ের করেন।

বেসপনডেন্ট বেঙ্গলিশেন অব ট্রেড ইউনিয়ন, বাজশাহী অর্থ মামলার হাজির হইয়া এক-খানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অর্থ মামলার প্রতিশিষ্টা করেন।

বেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ ইং ২৩-১১-১৯৬ তারিখে “অয়পুরহাট অটোচেপু ও বেবীট্যাক্সি চালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন” নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন বেঙ্গলিশেনের অন্য তাহার কিকট আবেদন করেন। তিনি উক্ত আবেদন প্রাপ্ত হইয়া দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া কিছু ডুরুজ্ঞতা দেখিতে পান এবং ৭ দফা আপত্তি উত্থাপন করিয়া ইং ১১-১২-১৯৬ তারিখে ১৭২৯ নং পত্রে নাম্যে তাহা আপীলকারীগণকে সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। আপীলকারীগণ ইং ২৪-১২-১৯৬ তারিখে একটি উত্তরপত্র ও কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহাতে ইং ১১-১২-১৯৬ তারিখ উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সবগুলি সাটকভাবে নিঃপত্তি করিতে ব্যর্থ হন। উত্থাপিত ৭ দফার মধ্যে আপীলকারীগণ ৪ দফা আপত্তির উত্তর ও নিঃপত্তি করিয়াছেন এবং তাহার ইং ১১-১২-১৯৬ তারিখের আপত্তির ৪ ৫ ও ৭ নং আপত্তির কোন নিঃপত্তি আপীলকারীগণ করেন নাই। আপীলকারীগণ যি, আর, টি, এ এব সনদপত্র, মিটিং এব নোটিশ, রেজ-লেখন ও সদস্য বেঙ্গলিশেন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই বেসপনডেন্ট পক্ষ সঠিকভাবে আপীলকারীগণের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গলিশেনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়

এখন দেখা যাক আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গলিশেন পাইবার আদেশ পাইতে হক্কদার কি না।

আলোচনা ও শিক্ষাপত্র

অত্র মানুষের শান্তিকালে আপীলকারীর পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল হয় যাহা বেস-পেনডেন্ট পক্ষের স্বীকৃতমতে প্রদর্শন-১, ২, ২(ক), ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫(ক) ও ১৫(খ) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষো ব্যবহার হয়। বেসপেনডেন্ট পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই।

ইহা অঙ্গীকৃত নয় যে, অয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন ঝটে চালচলকারী অটো টেলু ও বেবী ট্যাঙ্গিতে কর্মরত চালক ও প্রমুকগণ ইং ২০-৯-৯৬ তারিখে এক সাধারণ সভায় নিশ্চিত হন এবং ৬৯ জন প্রতিকরে উপস্থিতিতে প্রত্যাবিত অয়পুরহাট জেলা অটোটেলু ও বেবী ট্যাঙ্গি চালক শুমিক ইউনিয়ন গঠন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাবিত ইউনিয়নের সংবিধান (প্রদঃ-৬) প্রণয়ন করেন এবং প্রবর্তীকালে তাহারা তাহা অনন্মদন করেন। ইহা ও অঙ্গীকৃত নয় যে, প্রত্যাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ আপীলকারীয়াকে যথাক্রিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। এবং প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গিট্রেশন লগ'য়ার অন্য আপীল-কারীয়াকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইহা স্বীকৃত যে, আপীলকারীয়ার তাঁহাদের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গিট্রেশনের প্রার্থনা করিয়া বেসপেনডেন্ট ব্রাবর ইং ২৭-১১-৯৬ তারিখে আবেদন করেন এবং বেসপেনডেন্ট পক্ষ আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারক (প্রদঃ-৮) মূলে ১ দফায় আপত্তি উত্থাপন করেন। বেসপেনডেন্ট পক্ষ তাঁহার লিখিত অভাবে উল্লেখ করেন যে, আপীলকারীপক্ষ তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারকে উত্থাপিত ৪, ৫ ও ৭ নং দফায় উল্লেখিত আপত্তিসমূহ সংশ্লেষণ করিয়া দেন নাই এবং তাই তিনি তাঁহার ইং ২০-১-৯৭ তারিখের আরটিই/৭/৭৪/পঃ/৯৭/১৫৬ নং স্মারক (প্রদঃ-৯) মূলে আপীল-কারী পক্ষের প্রত্যাবিত ইউনিয়নের বেঙ্গিট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। বেসপেনডেন্ট পক্ষ তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারক (প্রদঃ-৮) এর ৪, ৫ ও ৭ দফায় যে সব আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা নিম্নরূপঃ

“৪। অয়পুরহাট জেলার পরিবহন সেক্টরে বেঙ্গিট্রিকৃত শুমিক সংগঠনের যাদ্যমে প্রত্যান্ত ইউনিয়নের সদস্যগণ সদস্যভুক্ত আছে কিনা সে ঘরে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৫। সংবিধানের ১নং ও ৪নং ধারায় অয়পুরহাট জেলার অটোটেলু ও বেবীট্যাঙ্গি শুমিকদের দ্বারা অত্র প্রত্যাবিত ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। অয়পুরহাট জেলার অটোটেলু ও বেবীট্যাঙ্গির সর্বমোট শুমিক এবং সংখ্যা সম্পর্কে বি, আব, টি এ কর্তৃক সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৬। *

৭। সভার নোটিশ বুক ও বেঙ্গুলোশন বুক দাখিল করিতে হইবে।”

আপীলকারীপক্ষের দিক্ষে কৌশলী বলেন যে, কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অন্য বেঙ্গিট্রেশন পাওয়ার অন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬ ও ৭ ধারার যে সমস্ত শর্তালীর উল্লেখ আছে আপীলকারীগণ সেই সকল শর্তালী যথাযথভাবে পূরণ করিয়া বেঙ্গিট্রেশনের আবেদন করেন এবং বেসপেনডেন্ট পক্ষে তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারকে উত্থাপিত ৪, ৫, ৭ দফায় বর্ণিত আপত্তি উক্ত ধারার কোন শর্তালীর মধ্যে পতে না। তিনি আরও বলেন যে, তর্ক এডাইরার অন্য তাঁহার মন্ত্রেলের পক্ষে ঐ সমস্ত কাগজপত্র ধারারীতি দাখিল করা হইয়াছে। প্রদঃ-১৪ ইইল অয়পুরহাট ট্রাক শুমিক

ইউনিয়নের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্বাবিত জয়পুরহাট জেলা অটোচেল্পু ও বেবী ট্যাক্সি চালক ও শ্রমিক ইউনিয়নের কোন সদস্য-তাহার বা অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য নহেন। প্রসঃ-১২ হইল নওগাঁ। অঙ্গল, জয়পুরহাটের বি, আর, টি, এ এবং মটরবান পরিদর্শকের প্রদত্ত সাটকিকেট। প্রসঃ-১২ হইতে প্রতীয়মানহয় যে, জয়পুরহাট জেলার বি, আর, টি, এ কর্তৃক ইস্যুক্ত অটোচেল্পু ও বেবীট্যাক্সির অন্য ১০২টি প্রাথমিক লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। আপীলকারীগণ উল্লেখ করেন যে, তাহাদের সভায় ৬৯জন চালক ও শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। বি, আর, টি, এ নওগাঁ। অঙ্গলের মটরবান পরিদর্শকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রত্বাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ সংখ্যার চেয়ে বেশী। স্বতরাং এই ক্ষেত্রে প্রত্বাবিত ইউনিয়নের সদস্যদের তাহাদের প্রত্বাবিত ইউনিয়নের বেজিট্রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতি স্বত্ব নাই। তাহা ছাড়া বেসপনডেন্ট পক্ষ এবন কোন অভিযোগ আনেন নাই যে শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারার বিধিত সংখ্যার চেয়ে কম। স্বতরাং আপীলকারীপক্ষ তাহাদের প্রত্বাবিত ইউনিয়নের বেজিট্রেশন পাওয়ার অন্য বেসপনডেন্ট পক্ষ যে, বি, আর, টি, এ এবং সাটকিকেট এর অভাবে বেজিট্রেশন আবেদন প্রত্বাবিত করিয়াছেন, আপীলকারীগণ অত্য আবালতে তাহা দাখিল করিয়া সেই আপত্তি মিটাইয়া গিয়াছেন। বেসপনডেন্ট পক্ষ কি জন্য প্রত্বাবিত ইউনিয়নের সভার নোটিশ বুক ও বেজুলেশন বুক চাহিয়াছেন তাহার কোথ উল্লেখ করেন নাই। শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬ ও ৭ ধারার শর্তাবলীর মধ্যে সভার নোটিশ বই ও বেজুলেশন বই এবং বিষয় উল্লেখ নাই। তবুও অত্য মামলার শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের নোটিশ বই (প্রসঃ-১৫) ও বেজুলেশন বই (প্রসঃ-১৫(ক)) দাখিল করিয়াছেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মত রাখিয়া এবং অত্য মামলার সাক্ষাদি ও সামুক্ষিক প্রযোজ্ঞ প্রিচেনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, বেসপনডেন্ট পক্ষের উপর উপর আপত্তি আপীলকারী পক্ষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। অত্য মামলার শুনানীকালে বেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি উক্ত আপত্তিসম্বন্ধ ছাড়া আর কোন বিষয় উল্লেখ করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মত রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রত্বাবিত ইউনিয়নের বেজিট্রেশন পাওয়ার বিধিতে সকল শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন এবং তাই তাহারা তাহাদের প্রত্বাবিত ইউনিয়নের বেজিট্রেশন পাইতে থকনাৰ।

আলোচ্য বিষয়টি তাই আপীলকারীগণের পক্ষে নিষ্পত্তি হইল।

বিল্কুল সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অন্তএব; আদেশ হইল

যে, অত্য আই, আর, ও (আপীল) মামলা একমাত্র বেসপনডেন্টের বিকাশে সোনালুক বিচারে দিনা বরচায় মধুর হয়।

বেসপনডেন্টের ইং ২৩-১-৯৭ তারিখের আদেশ বদল বিহিত করা হইল এবং তাঁহাকে আপীলকারী পক্ষের প্রত্বাবিত ‘জয়পুরহাট জেলা অটোচেল্পু ও দেবীচেল্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন’ এবং বেজিট্রেশন প্রদান করিতে ও সাটকিকেট ইস্যু করিতে বলা হইল।

মুখ্যমন্ত্রী
চোরাবর্ম্মান
এবং আদীলত, মালশাহী।

ଆମ ଆଦାଳତ, ରାଜଶାହୀ ବିଭାଗ, ରାଜଶାହୀ

ଉପର୍ତ୍ତି : ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୨୨, କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ

ଚେମ୍ବାରମ୍ଭାନ

ଆମ ଆଦାଳତ, ରାଜଶାହୀ ।

ଆଇ, ଆର, ଓ ନାମଲା ନଂ ୬୮/୧୬

୧। ମୋଃ ନୁରଭାବ ଆଲୀ, ସମ୍ପଦ (କାର୍ଡ ନଂ ୭୧) ।

୨। ମୋଃ ଗୁଲାବ, ସମ୍ପଦ (କାର୍ଡ ନଂ ୧୪୭),

୩। ମୋଃ କୁର୍ଜମେଲ, ସମ୍ପଦ (କାର୍ଡ ନଂ ୧/କ-୨୯/୧୫),
ସକଳେଇ ସମ୍ପଦ, ନବାବଗଣ୍ଡ ଛେଲା ଟ୍ରାକ ଓ ମଟର ଏମିକ ଇଉନିଯନ,
ରେଝି: ନଂ ରୀଜ-୪୭୫, ମହାନଳ୍ଲା ମଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ହୁଅରାପୁର, ଧୀନା ଓ ଛେଲା ନବାବଗଣ୍ଡ—
ଦୂରଧ୍ୱାନକାହୀପଥ ।

ଖର୍ମ

୧। ମୋଃ ଫଜଲୁଲ କରିମ, ସଭାପତି,

୨। ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ଯ ନାରାୟଣ ବର୍ମନ, ସହ-ସଭାପତି,

୩। ମୋଃ ଆରତ୍ତାରଳ ଆଲୀ ସହ-ସଭାପତି,

୪। ମୋଃ ଆବୁଦୁଲ ଖାଲେକ, ସାଧାରନ ସମ୍ପଦକ,

୫। ମୋଃ କୁହୁଲ ଆଲୀନ, ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରନ ସମ୍ପଦକ,

୬। ମୋଃ ନାନ୍ଦାନ ଆଲୀ, ସହ-ସାଧାରନ ସମ୍ପଦକ,

୭। ମୋଃ କୈସର ରାହମାନ, କୌଣସିକ,

୮। ମୋଃ ଶରିଫୁଲ ଇସଲାମ, ଶାଂଗଟନିକ ସମ୍ପଦକ,

୯। ମୋଃ ଆବୁଦୁଲ ହାନ୍ନାନ, ଛୌଡ଼ା ସମ୍ପଦକ,

୧୦। ମୋଃ କୋରବାନ ଆଲୀ, ଗଡ଼କ ସମ୍ପଦକ,

୧୧। ମୋଃ ବେଜାଉଳ କରିମ, ଗଡ଼କ ସମ୍ପଦକ,

୧୨। ମୋଃ ହୀନିକ, ଗଡ଼କ ସମ୍ପଦକ,

୧୩। ମୋଃ ଖଲିଲୁଦ୍ଦିନ, ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦକ,

୧୪। ଆମ କାନ୍ଦେର ଖିଲାନୀ, ପଢାର ସମ୍ପଦକ,

୧୫। ଆମ ବାଜାର, ସମ୍ପଦ,

୧୬। ମୋଃ ଏକରାମ, ସମ୍ପଦ,

୧୭। ମୋଃ ଆବେଦ ଆଲୀ, ସମ୍ପଦ,

ସକଳେଇ ସମ୍ପଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ପରିଷଦ, ନବାବଗଣ୍ଡ ଛେଲା ଟ୍ରାକ ଓ ମଟର ଏମିକ ଇଉନିଯନ,
ରେଝି: ନଂ ରୀଜ-୪୭୫, ମହାନଳ୍ଲା ମଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ହୁଅରାପୁର, ନବାବଗଣ୍ଡ—ପ୍ରତିପଦ୍ଧତି ।

ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ : ୧। ଜନାବ କୋରବାନ ଆଲୀ, ଦୂରଧ୍ୱାନକାହୀ ପକ୍ଷେ ଆଇନକୀତି ।

୨। ଜନାବ ନଜମୁସ ସାଦିତ, ପ୍ରତିପଦ୍ଧତି ଆଇନକୀତି ।

আদেশ নং ১২, তারিখ ১-৬-৯৭

১-৫-৯৭ ইং তারিখে সাধাহিক ছুটি থাকায় বাদী পক্ষের বিজ্ঞাপনের মামলা তুলিয়া নিবার মরবাস্তু উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞাপনের মামলা তুলিয়া নিবার প্রার্থনা করেন। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবিশ্বুর রহমান ও প্রিয় পক্ষের সদস্য জনাব বকিবুল ইসলাম দুলাল ঘারা বোর্ট গঠিত হইল। বাদী মোঃ খোরশীদের আদালতে হলকান্তে জবানবলি দেওয়া হয় পূর্বেই।

আবেদন, অবসরন্তী ও নালিখের মরবাস্তু এবং নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মণ্ডুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে প্রার্থীগণকে অত্র আই, আর, ও, মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া দেখে।

অত্র আদেশ থারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

১-৬-৯৭

চেয়ারম্যান

এম আদালত, রাজশাহী।

এম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপর্যুক্ত : স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

এম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪/৯৭

রেখিট্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

ষনীন

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক

নটার্খোলায়াট আভিযানাদী ক্লিন মজদুর ইউনিয়ন,

(বেঁজি: নং রাজ ১৩০৮), নটার্খোলায়াট,

পোঃ খানপুর বাজার, খানা বেড়া, ঝেলা পাবনা—ছতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন, এম, সাইফুজ্জিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ ২-৬-৯৭

অব্য মামলাটি একত্রজী শুনানীর অন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেখিট্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হারিয়া দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অব্যও অনুপর্যুক্ত আছেন। অব্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবিশ্বুর রহমান ও প্রিয় পক্ষের সদস্য জনাব

আঃ সামাজিক তাৰা ধাৰা বোট গঠিত হইল। মানবাটি একত্ৰুক শুনাবীৰ অন্য প্ৰহণ কৰা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্ৰেশন অৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন প্ৰতিনিধিৰ মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মানবার কোন জৰানৰলি দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত কৰেন। বাদী পক্ষেৰ দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশন ধ্রু-১, ২, ৩, ৩(ক), ৩(ধ), ৩(গ), ৩(ধ), ৩(ঙ), পৰ্যন্ত চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষেৰ মৌখিক মুক্তিপত্ৰ শুনা হইল। সদস্যগণেৰ সহিত আলোচনা ও পৰ্যালোচনা কৰা হইল।

ইহা একটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ ১০(২) ধাৰার মাখলা।

প্ৰথম পক্ষ রেজিস্ট্ৰেশন অৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন, রাজশাহীৰ মাখলাৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰন এই যে, ছিতীয় পক্ষ 'মচুৰোলাধাট আভিযানবাদী' কলি যজদুৰ ইউনিয়ন' ১৯৬৯ সনেৰ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ বিধান মতে রেজিস্ট্ৰেশনেৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ১ম পক্ষ তাৰাৰ রেজিস্ট্ৰেশন (ৱেজি নং রাজি ১৩১৮) প্ৰদান কৰেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ ২১ নং ধাৰা অনুধাৰী প্ৰতিবৎসৰ ১১শে ডিসেম্বৰৰ পৰ্যন্ত সময়েৰ একটি হিসাব বিবৰনী নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ পৰিবৰ্ত্তী বৎসৱেৰ ৩০শে এপ্ৰিলৰে নথো রেজিস্ট্ৰেশন অৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন বৰাবৰ দাখিল কৰিবাৰ বিধান কৰিয়াছে। এবং ইহাতে ব্যৰ্থ হইলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ বিধান মতে ইউনিয়নেৰ রেজিস্ট্ৰেশন বাতিলযোগ্য হইয়া পড়ে। ছিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটিৰ সদস্যগণ ধৰ্কৃত ধৰিব নহেন এবং মিথ্যা তথ্য সৱৰ্বাবুদ্ধ মাধ্যমে রেজিস্ট্ৰেশন প্ৰাপ্ত হইয়াছেন মৰ্মে অভিযোগ প্ৰাৰ্থনা পৰ গত ১০-৪-১৬ ইং তাৰিখেৰ আৱটিই/ৱাজ/৩২৩ নং পত্ৰেৰ মাধ্যমে ইউনিয়নেৰ সদস্যগণ নিৰ্দিষ্ট স্থানে কাজ কৰেন মৰ্মে ধানা কৰ্তৃপক্ষ, বি, আই, ডাব্লিউ, এ কৰ্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় ইউনিয়ন পৰিষদ হইতে অভ্যন্তৰৰ পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ বলা হয়। উহৰপ্ৰেক্ষিতে ইউনিয়নেৰ পক্ষ হইতে ইং ১৯-৫-১৬ তাৰিখেৰ এক পত্ৰে দুই মাসেৰ সময়েৰ প্ৰাৰ্থনা কৰ হয়। কিন্তু তাৰাৰ পত্ৰও কোন পদক্ষেপ লওৱা হয় নাই। বিষয়টি ইং ১-৬-১৬ তাৰিখে সৱেজমিনে তদন্ত কৰা হয় এবং তদন্তকালে স্থানীয় ইউনিয়ন পৰিষদেৰ চেয়াৰণ্যান ও কতিপয় গন্যমান্য ব্যক্তিব সহিত আলোচনা ও লিখিত মতামত প্ৰহণ কৰা হয়। তাৰাবৰ সকলেই ছিতীয় পক্ষ ইউনিয়নেৰ সদস্যগণ ভুৱা এবং তাৰাবৰ কাজ কৰেন না বলিয়া আনান। ছিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি সময়মত বাধিক রিটাৰ্ন দাখিল না কৰায় ও মিথ্যা তথ্য পৰিবেশন কৰিয়া রেজিস্ট্ৰেশন লাভ কৰাৰ তাৰাবৰ রেজিস্ট্ৰেশন বাতিলেৰ অনুমতিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া প্ৰথম পক্ষ অত মাখলা কৰেন।

ছিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটিৰ পক্ষে গভীৰতি/মাধ্যাবন সম্পাদক অত মাখলায় হাফিত হইয়া প্ৰতিবন্ধিতা মা কৰাৰ অত মাখলা একত্ৰুক বিচাৰেৰ অন্য লওৱা হয়।

অত মাখলাৰ শুনাবীকালে ১ম পক্ষেৰ প্ৰতিনিধি বক্তব্য রাখিবলৈ এবং কিছু কাগজপত্ৰ দাখিল কৰেন যাই প্ৰদৰ্শন ১, ২, ৩, ৩(ক), ৩(ধ), ৩(গ), ৩(ধ) ও ৩(ঙ) হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্ৰথম পক্ষেৰ প্ৰতিনিধি বলেন যে, ছিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি একটি ভুৱা সংগঠন, তাৰাৰ সদস্যগণেৰ মেহে প্ৰতীক নহে, তাৰাবৰ মিথ্যা ও ভুৱা তথ্য সৱৰ্বাবুদ্ধ কৰিয়া তাৰাদেৰ ইউনিয়নেৰ রেজিস্ট্ৰেশন লইয়াছেন। তিনি আৱও বলেন যে, তাৰাবৰ কোন বাধিক রিটাৰ্ন দাখিল কৰেন নাই।

প্ৰদৰ্শন ১ হইল প্ৰথম পত্ৰেৰ ইং ১০-৪-১৬ তাৰিখেৰ আৱটিই/ৱাজ/৩২৩ নং স্মাৰক। উজ্জ স্মাৰক হইতে প্ৰতীযোগী হয় যে, ছিতীয় পক্ষ ভুৱা তথ্যৰ ভিত্তিতে তাৰাদেৰ রেজিস্ট্ৰেশন

হাসিল করেন যর্থে অভিযোগ আসিয়া স্বানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থানা কর্তৃপক্ষ অধিবা আই, ডাক্সি জি, টি, এ কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে দাখিলের অন্য প্রথম পক্ষ হিতৌর পক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রদর্শন-২ হইতে প্রতীয়মান থে, হিতৌর পক্ষ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন ইং ১৯-৫-৯৬ তারিখে দুই মাস সময়ের আবেদন করেন। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান থার যে, হিতৌর পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগন দুই মাস সময় চাহিয়া আবেদন করিলেও, তাহারা পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার এস, এন, সাইকুলিস আইস্কল সহকারী পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, রাজশাহী বিদ্যাটি ইং ১-৬-৯৬ তারিখে তদন্ত করেন এবং তদন্তে জানিতে পারেন, হিতৌর পক্ষের ইউনিয়নে (বেজি: নং রাজ-১৩৯৮) কোন সদস্য নটাখোলা ঘাটে কাজ করেন নাই এবং তাই তিনি ইউনিয়নটি ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যর্থে গিজ্বাস্ত দেন এবং তাহার অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাক্ষরিত করেন। প্রদর্শন-৩(ক) হইল স্বানীয় কর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ইং ১-৬-৯৬ তারিখের প্রথম পক্ষের নির্বাচন দেওয়া আবেদন। প্রদর্শন ৩(খ) হইল নটাখোলা প্রাথের প্রধান অনাব আফসার উচ্চিন করিবের ইং ১-৬-৯৬ তারিখের অবানবন্দী। প্রদর্শন-৩(গ) হইল মোঃ হোসেন আলী, ঠিকাদার, বি, আই, ডাক্সি জি, টি, এ, বগবাজার, নটাখোলা, ১৩৫/১৫ তাকার ইং ২০-৫-৯৬ তারিখের সাইকিলেট এবং প্রদর্শন ৩(ঘ) ও ৩(ঙ) হইল বধাক্তনে জনাব এস, এ, মাহমুদ, গ্রাম প্রধান, খোপশিলেজা থাম ও মোঃ জামাল উদ্দিন, বি, এসপি, সংকারী শিল্প খানপুর হিস্বৰী উচ্চ বিদ্যালয়, বেড়া, পাবনার ইং ১-৬-৯৬ তারিখের অবানবন্দী। প্রদর্শন ৩(ক)-৩(ঙ) হইতে প্রতীয়মান থার যে, হিতৌর পক্ষের ইউনিয়নের কোন সদস্য কুলি/খ্রিস্টিয়ন নহে এবং তাহারা নটাখোলা ঘাটে কোন কুলি খ্রিস্টিয়ন কাজ করেন না এবং তাহা একটি ভুয়া সংগঠন। প্রথম পক্ষের বক্তব্য এবং সাক্ষ্যাদি অস্বীকার করিয়া হিতৌর পক্ষ বক্তব্য রাখিবার জন্য আদালতে আসেন নাই তাই প্রথম পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্যাদি অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই।

হিতৌর পক্ষ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর হইতে নির্বাচিত যথায়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের বাধিক রিটার্ন প্রথম পক্ষের নির্বাচন জন্ম দিয়াছেন বা দিতেছেন সেই মধ্যেই হিতৌর পক্ষ কোন সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই। তাই, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিত্ব বক্তব্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি গুরুত রাখিয়া এবং অতি মান্যলার সাক্ষ্যাদি বিবেচ্য। করিয়া আমি এই গিজ্বাস্তে উপনীত হইলাম যে হিতৌর পক্ষ কর্মপুর তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন লভ্যাছেন এবং তাহারা তাহাদের বাধিক রিটার্ন নির্বাচিত সদস্য দাখিল করেন নাই। সুতরাং, প্রথম পক্ষের সামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অজ আই, আর, ও মালা একত্রয় বিচারে বিনা ধরচায় মঞ্চের হয়।

প্রথম পক্ষকে হিতৌর পক্ষের “নটাখোলা ঘাট জাতীয়তাবাদী কুলি সম্পুর্ণ ইউনিয়নের” রেজিস্ট্রেশন (বেজি: নং রাজ ১৩৯৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বত্তে কুয়ার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি : সুধেন্দু কুমাৰ বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সময়সূচী : ১। অনাব খলকার আবুল হোসেন, সালিক পক্ষ।

২। অনাব আবদুস সাদাৰ তারা, অনিক পক্ষ।

বৃষ্টিবার, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭

আই, আৰ, ও, মামলা নং-৩৬/৯৪

মোজাম্বেল ইক খান, ভাণ্ডাৰ বক্সক,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি,
রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া—সরখান্তকারী।

বনাম

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া।

২। সহকারী প্রকৌশলী, বৰেঙ বছুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নওগাঁ জোন, নওগাঁ।

—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। অনাব আবদুস বহুমান, সরখান্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। অনাব মজিবুর বহুমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

বায়

ইহা একটি শিরপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধাৰা মামলা।

প্রাদী মোজাম্বেল ইক খান, ভাণ্ডাৰ বক্সক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি, বগুড়া এবং মামলাৰ সংক্রান্ত বিবৰণ এই যে, প্রাদী বি, এ, ডি, সি, সেচ, নওগাঁ ইউনিটেৰ ভাণ্ডাৰ বক্সক থাকাকালে নওগাঁ অঞ্চল ফুরেল জোনাল ছোৰেৰ দায়িত্ব ইং ২২-১-৯১ তাৰিখে গ্ৰহণ কৰেন। জালানী তেল সংৰক্ষনেৰ অন্য নওগাঁ অঞ্চল ফুরেল জোনাল ছোৰে ৫০ হাজাৰ গ্যালন ধাৰণ সম্ভাৱ একটি ছোৰ ট্যাঙ্ক আছে। এ ট্যাঙ্কে তেল পৰিমাপেৰ অন্য একটি ক্যালিব্ৰেশন চাৰ্ট থাকে। কিন্তু প্রাদীৰ দায়িত্ব বৰিয়া লইবাৰ সময় এই ট্যাঙ্কে কোন ক্যালিব্ৰেশন চাৰ্ট ছিল না। প্রাদী তাহাৰ অফিসেৰ পূৰ্বৰতীৰ নিকট ইইতে ছোৰ ট্যাঙ্কে ১২-৪'-৩ স্তৰ পৰিমাণ জালানী তেল বুৰাইয়া লন। অনুমানেৰ ভিত্তিতে পূৰ্বৰ জেৰ বুক ব্যালান্স ১,১৬,২১০ লিটাৰ জালানী তেল খাতায় লিপিবদ্ধ আছে যাহা বুক ব্যালান্সে লিটাৰ বাপেৰ পৰিমাণ প্ৰকৃত পৰিমাপেৰ সমান নহে। বৰ্তমানে ট্যাঙ্ক লৰীৰ পৰিমাপেৰ পদ্ধতিতে জালানী তেলেৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা ইইতেছে। একটি ট্যাঙ্ক লৰীৰ ধাৰণ সম্ভাৱ ৯ হাজাৰ লিটাৰ এবং কৃতিত ছোৰ ট্যাঙ্কে তাহা রাখা হইলে ছোৰ ট্যাঙ্কেৰ ১ ফুট পৰিমাণ ভাতি হৈ। সেই মতে উভ ছোৰ ট্যাঙ্কে ১,১১,৭৭৫ লিটাৰ তেল ছিল এবং প্রাদী ৯০৩ লিটাৰ লুজ জালানী তেল গ্ৰহণ কৰেন। সেই মতে

প্রার্থী মোট ১,১২,২৭৮ লিটার জালানী তেল প্রাপ্ত করেন। প্রার্থী বিভিন্ন জনের নিকট ১,০৪,৬২৯ লিটার জালানী তেল বিক্রয় ও বিভাগীয় কাছের জন্য বিতরণ করিয়াছেন। প্রার্থী ইং ২৪-১১-৯৩ তারিখে ২৯ঁ প্রতিপক্ষের নিকট টোবের দায়িত্ব বুরাইয়া দিয়াছেন। প্রার্থী টোবের দায়িত্ব পালনকালে ইং ২০-১-৯৩ তারিখে সোমানী কর্মসূন স্বীকৃতির আন্তর্ভুক্ত ইং ৩১-৩-৯৩ তারিখ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের আবেদন করেন। উক্ত আবেদন বিবেচনাধীন খাকাকালে ১৯ঁ প্রতিপক্ষ ২৯ঁ প্রতিপক্ষের ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪০৩ এবং ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ৪৪৪ ২৯ঁ স্বারকের বরাতে গত ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ ২৯ঁ স্বারকমূলে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল যাউলির মূল্য আপোরাশ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রদানের জন্য প্রার্থীর নিকট কৈফিয়াত তেল করেন। প্রার্থী যথাসময়ে তাহার বিকল্পে আনীত অভিযোগ বিশুন করিয়া ছবাব দায়িত্ব করেন। প্রার্থীর বিকল্পে আনীত অভিযোগের আলোকে কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করিয়া, তাকথিত তদন্তকালে প্রার্থীকে আঙু-পক্ষ গৰ্ভন্তের স্বৈর্য না দিয়া, কোন গাঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত না করিয়া এবং সাক্ষীদের জ্ঞেয়া করিবার স্বৈর্য না দিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি মনগতা, একত্রকা, বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদন দায়িত্ব করেন। ১৯ঁ প্রতিপক্ষ উক্ত বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদনের ডিজিটে প্রার্থীর নিকট তাকথিত ঘটিতি বাবদ ৯,৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০/৬৫ টাকা আদায়ের জন্য গত ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) ২৯ঁ স্বারকমূলে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশে আরও উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত টাকা পরিশোধ না করিলে প্রার্থীর স্বেচ্ছায় অবসর প্রদানের আবেদন বিবেচনা করা হইবে না এবং আরোপিত শাস্তি চাকুরী বহিতে লাল কালিয়া হাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে। ১৯ঁ প্রতিপক্ষের উক্ত আদেশের অগ্রসরিতে প্রার্থী ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, গি, বরাবর আপীল করেন। উক্ত আপীল ইং ৯-৫-৯৪ তারিখে নামসূর হয়। প্রার্থীর বিকল্পে আনীত ডিজেল যাউলির অভিযোগ মিথ্যা ও ডিজিটে এবং আহার বিকল্পে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বেআইনী এবং অবৈধ। প্রার্থী পূর্বে কথিত ১২-৮"-১ সূত পরিমাণ ডিজেল টোব ট্যাকে এবং নূজ ৯০০ লিটার বুরিয়া পাইয়া তাহার মধ্যে ১,০৪,৬২৯ লিটার বিতরণ করিয়াছেন। থক্ত পরিমাণে এ ট্যাকের ১,১১,৩৭৫ লিটার ও নূজ ৯০০ লিটার মোট ১,১২,২৭৮ লিটার ডিজেল প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইতে নামসূর হয়। সকল ব্যাবেলের পরিমাণ ও সাইজ অভিন্ন না হওয়ায় ব্যাবেল দিয়া সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ব্যাবেলগুলি ২১০ হইতে ২৩২ লিটার পর্যন্ত ডিজেল ধৰণ করে। এই সকল কারণে প্রার্থীর উপর টোব ট্যাকে কোন ঘটিতি হয় নাই। ১৯ঁ প্রতিপক্ষ অযৌক্তিকভাবে ঘটিতির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীর উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁ প্রার্থী প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) ২৯ঁ স্বারকমূলে ১,২৫,৭৭০/৭৫ টাকা আদায়ের আদেশ বাতিল ও বদ-বহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া অত্য মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষগণ অত্য মামলায় হাতিয়ে হইয়া প্রার্থীর মামলা অস্থীকার করিয়া যৌথভাবে একথানি লিখিত বর্ণনা দায়িত্ব করিয়া অত্য মামলায় প্রতিক্রিয়া করেন। তাহারা আরও কলেন যে, অত্যাকার অত্য মামলা বক্ষণীয় নয় এবং অত্য মামলা শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ মামলা বারিত।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সহকারী প্রকৌশলী, বি, এম, ডি, এ, নওগাঁর ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪৩০ নং স্মারক মোতাবেক ইস্যুক্ত শেষ বেতনের প্রত্যায়ন পত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থী নওগাঁ জৌনের টোরেন সারিয়ে থাকা-কালীর ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন। তাই প্রার্থীর বিকল্পে ঘাটতি ও আঞ্চলিক করার অভিযোগে বিভাগীয় বার্যক্রম প্রয়োগ করা হয় এবং ইং ১৮-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ নং স্মারকমূলে প্রার্থীর উপর অভিযোগ পত্র জারী করিয়া তাহাকে কারণ দর্শাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরপরতাঁতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে প্রার্থীকে সর্ব প্রকার স্বুরোগ-স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, তাহার প্রাক্তনে সাক্ষ্য প্রদান প্রয়োগ করা হয় এবং সামুদ্রিকেরকে জেরা করিবার অন্য প্রার্থীকে স্বুরোগ দেওয়া হয়। এই তদন্তের পর দেখা যায় প্রার্থী ৯৪২১ লিটার ডিজেল মাহার মূল্য ১,২৫,৭৭০ টাকা ঘাটতি করিয়াছেন এবং ঐ টাকা থার্মাই করিয়াছেন এবং উক্ত টাকা ইং ২০-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারক-মূলে এককালীন জমা দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার বেতন বিল হইতে প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা কর্তন করার আদেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত আদেশের বিকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, চাকা ব্যাবর আগীল করেন এবং তাহা খারিজ হইয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রার্থী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করিলে কর্তন আদেশ হারিত রাখা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন গৃহীত হইলে উক্ত অর্থ তাহার পাওলার সহিত সমন্বয় করা হইবে। বি, এ, ডি, সি, প্রবিধান-মালা অনুযায়ে তাহার বিকল্পে কার্যক্রম প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ঘাটতিক্ত ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০ টাকা আদায়ের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। প্রার্থী বিধ্যা অভিযোগে অতি মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অতি মামলা ব্যরচানাই খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২০-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে থাদত প্রার্থীর নিকট হইতে ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি বাবদ ১,২৫,৭৭০ টুকু আদায়ের আদেশ বাতিল, বন্দ ও রহিত এর আদেশ পাইতে ইকদার কি?

আলোচনা ও গিঙ্কান্ত

অতি মামলার শুনানীকালে প্রার্থী মোজাহেল হক খান ১নং সাক্ষী হিসাবে নিঝেকে পরীক্ষা করেন এবং তিনি কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা স্বীকৃত মতে প্রদর্শন ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং সাক্ষে ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে, প্রতিপক্ষগণ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। তাঁদের পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল হয় যাহা স্বীকৃত মতে প্রদর্শন-ক, খ, গ, ও ঘ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং সাক্ষে ব্যবহার করা হয়।

ইহা অঙ্গীকৃত নয় যে, প্রার্থী মোজাহেল হক খান মাংবাদেশ ব্যবি উচ্চায়ন কর্পোরেশন (বি, এ, ডি, সি), সেচ, নওগাঁ ইন্সিটিউট ডাঃ আওর বক্সক ছিলেন এবং তিনি নওগাঁ অয়েল ফ্লেল জোনাল টোরেন অতিবিজ দামিত্ত ইং ২২-১-১৯৯১ তারিখে প্রয়োগ করেন। ইহাও অঙ্গীকৃত নয় যে, নওগাঁ অয়েল ফ্লেল জোনাল টোরেন ১০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি টোর ট্যাংক আছে। প্রার্থীর মামলার বিবরণ এই যে, উক্ত টোরেন ট্যাংকে জোনাল ডেল সঠিক পরিমাণের অম্য কোন ক্যালিবেশন চার্ট না থাকায় প্রার্থী উক্ত টোরেন ট্যাংকে ১২'-৪"-৩ স্থত পরিমাণে জালানী তেল তাহার পূর্ববর্তী ডাঃওর বক্সকের নিকট হইতে ব্যবিয়া লন যাহা অনুযায়ের ডিস্টিনেশন বুক ব্যালান্স ১,১৬,২১০ লিটার আগানী তেল খাতায় লিপিবদ্ধ থাকে

একটি ট্যাংক লরীর ধারণ ক্ষমতা ৯০০০ লিটার এবং এক ট্যাংক লরী কথিত ছিল ট্যাংকে
বাখিলে ১ ফট পরিমাণ ডিতি হয় এবং সেই হিসাবে ১২-৪"-৩ সুত পরিমাণ জালানী
তেল উজ্জ ট্যাংক লরীতে ধারণ প্রতিমান হয় ১,১১,৭৭৫ লিটার জালানী তেল ছিল এবং প্রার্থী
লুভ ৯০০ লিটার জালানী তেল প্রার্থণ করেন। তাই তিনি ১,১২,২৭৮ লিটার জালানী তেল প্রার্থণ
করেন। তাহার কর্মকালে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে বরেক্ষণ প্রকল্প গহ বিভিন্ন অনেক
নিকট বিজয় ও বিভাগীয় ব্যবহার কাণ্ডে মোট ১,০৪,৬২৯ লিটার জালানী তেল প্রিপ্রণ
করিয়াছেন। প্রার্থী ইং ২৪-১১-৯৩ তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট তাহার দায়িত্বভার
অপূরণ করেন। প্রার্থী ইং ২০-১-৯৩ তারিখে সেচ্ছায় অবসর প্রার্থণের আবেদন করেন।
১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষের ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪০৩ ও ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ৪৪৪
নং স্মারকের স্বাক্ষরে তাহার ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ নং স্মারকমূলে ১৬,৮৩১ লিটার
ডিজেল ঘটাতির মূল্য আবাব সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রার্থণের জন্য প্রার্থীর নিকট
কৈফিয়ত তেল করেন। প্রার্থী অভিযোগ খণ্ড করিয়া জবাব দাখিল করেন। প্রার্থীর
বিকল্পে আইনানুস কোন তদন্ত না করিয়া এবং কোন সাক্ষাদি ব্যক্তিত মনগত্তা, একত্বকা
ও বেআইনী প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর নিকট হইতে তথাকথিত
শাটতি বাবত ১৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য ১,২৫,৭৭০' ৩৫ টাকা আদায়ের জন্য ইং
২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে আদেশ প্রাপ্ত করেন। উজ্জ আদেশের বিকল্পে
প্রার্থী বি, এ, ডি, পি, এবং প্রধান প্রকৌশলী ব্যবহার ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে আপীল করেন
যাহা ১-৫-৯৪ তারিখে নামন্তর হয়। প্রার্থীর বিকল্পে আনীত অভিযোগ ডিপ্পিলীন এবং
তাহার নিকট হইতে ১৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০' ৩৫ টাকা আদায়ের
১ নং প্রতিপক্ষের ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে প্রদত্ত আদেশ বেআইনী।
প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সহকারী প্রকৌশলী, বি, এম, ডি, এ, নঙ্গীর
ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪০৩ নং স্মারকমূলে ইন্স্যুকৃত প্রার্থীর শেষ তেলনের প্রত্যায়ন পত্র
পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘটাতি করেন। প্রার্থীর
বিকল্পে ডিজেল ঘটাতি এবং তাহা আইনানুস অভিযোগ আনিয়া বিভাগীয় মামলা। কৃজ
করা হয় এবং কারন দর্শনীয় মোটিস দেওয়া হয়। প্রার্থীর বিকল্পে তদন্ত করিটি গঠন-
পর্যক আইনের বিবান মানিয়া তাহার বিকল্পে তদন্ত করা হয় এবং প্রার্থীর বিকল্পে ১৪২১
লিটার ডিজেল ঘটাতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং উজ্জ ডিজেল এর মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০' ৩৫
টাকা আদায়ের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ ২৩-৩-৯৩ ইং তারিখে তাক্তিত ২৬০(৫) নং আদেশ
জারী করেন। প্রার্থীর প্রার্থনা মতে তাহার ব্যবহার হইতে সামিক ৭৫০ টাকা কাটিয়া
লওয়া হয়। প্রার্থী তাহার বিকল্পে ইন্স্যুকৃত আদেশের বিকল্পে আপীল করেন এবং তাহা
খরিদ্দ হইয়া যায়। প্রার্থী তাহার দেৃছায় অবসর প্রার্থণের আবেদন করিলে তাহার ব্যবহার
হইতে সামিক ৭৫০/-=টাকা করিয়া কর্তন আদেশ স্বাক্ষিত রাখা হয় এবং তাহার দেৃছায়
অবসর প্রার্থণের আবেদন গৃহীত হইলে তাহার প্রাপ্ত অর্থ হইতে উজ্জ টাকা কাটিয়া লওয়া
হইবে সর্বে সিদ্ধান্ত হয়। প্রার্থীর মামলা মিথ্যা এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিকল্পে ১৪২১
লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০' ৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ জারী করেন। প্রার্থী
যে: যোজান্ত হক বাব তাহার জবানবন্দীতে শুরীকার ফরেন যে, তাহার বিকল্পে আনীত
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকল অভিযোগ অযুক্ত করিয়া জবাব দাখিল করেন এবং
সুইচ পর একটি তদন্ত হয়। তিনি আরও বলেন যে, তাহার সাক্ষাতে কোন তদন্ত করা
হয় নাই, কোন সাক্ষ্য প্রার্থণ করা হয় নাই, তিনি সাক্ষীদের জ্ঞেরা করিবার সুযোগ পান
নাই এবং তাহার সম্মুক্ষে কোন বাগজপত্র সাক্ষ্য প্রার্থণ করা হয় নাই। অপর পক্ষে প্রতি-
পক্ষের বক্তব্য এই যে, প্রার্থীর সম্মুক্ষে তদন্ত কার্য পরিচালিত হইয়াছে এবং তদন্তে প্রতীয়মান

হইয়াছে যে, প্রার্থী ১৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন এবং উক্ত ডিজেলের অর্দ্ধ আঙ্গোৎ করেন। প্রতিপক্ষের উপরের বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী পরিযোগ করা হয় নাই। প্রতিপক্ষে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রার্থীর বিরক্তে তাহার গন্ধুরে তদন্ত কর্তৃ পরিচালনা করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে আরও প্রতীয়মান হয় তিনি সাধারণের জিজ্ঞাসাদ করেন এবং প্রার্থী মোজাম্বেল হক খানের অবানবল্লী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে আরও প্রতীয়মান হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রার্থী যোঃ মোজাম্বেল হক খানের লিপিবদ্ধ অবানবল্লী (৩ পাতা) সহ অন্যান্য কাগজপত্র ১ নং প্রতিপক্ষের দিঙ্গট অমা দেন। প্রার্থী তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তদন্তকালে অবানবল্লী প্রদান করেন নাই বর্ণে কোন বক্তব্য বাধেন নাই। তাহাছাড়া প্রার্থী ১ নং সাক্ষী হিসাবে তাহার অবানবল্লী মালে শুধীকার করেন যে, তদন্তকালে তাহাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহার অবাব দিয়াছিলেন এবং তাহার অবাব লেখা হয় এবং তিনি সেই লিখিত অবাবের পর দন্তথত করিয়াছিলেন। স্তুতৰাঃ আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রার্থীর বিরক্তে তাহার বিরক্তে আনীত অভিযোগের তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাদ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থী (১ নং সাক্ষী) তাহার অবানবল্লীতে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার বিরক্তে আনীত অভিযোগের তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাদ করিয়াছিলেন অবাব দাখিলের পর একটি তদন্ত অনুচিত হয়। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মত বাধিয়া এবং অত্র মালবার বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর বিরক্তে আনীত অভিযোগের অন্য একটি তদন্ত সংগঠিত হইয়াছিল।

অত্র মালবার প্রার্থীর বিরক্তে তাহার নওগাঁ বি, এ, ডি, সি, টৌরের বক্তৃক ধাকাকালীন সময়ে ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ আনা হয়। প্রার্থী তাহার আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, তাহাকে সঠিকভাবে ডিজেল বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই এবং তাহার কর্মকালে তিনি যত পরিমাণ ডিজেল বিতরণ করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া তাহার কর্মকালে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন এবং তাহার পৰবর্তী ২ নং প্রতিপক্ষের ইন্স্যাকুত প্রার্থীর শেষ দেতনের প্রত্যায়ন পত্র পর্যালোচনা করিয়া উক্ত ঘাটতির বিষয়-আন্দোলন আন্দোলনের তালিকা (প্রদঃ-গ) হইতে প্রতিযান হয় যে, প্রার্থী যখন তাহার দায়িত্ব ২ নং প্রতিপক্ষের নিকট অর্পণ করেন তখন ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি ছিল এবং উক্ত তালিকা (প্রদঃ-গ) প্রার্থীর দন্তথত আছে। ইহাতে প্রতিযান হয় যে, প্রার্থী যখন তাহার দায়িত্ব দ্রুতভাবে ডিজেল ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করিয়া ডিজেল ঘাটতির বিবরণী (প্রদঃ-গ) তে দন্তথত করিয়াছিলেন। অত্র মালবার শুনানীকালে প্রতিপক্ষের দাখিলী ডিজেল ঘাটতির বিবরণী (প্রদঃ-গ) সম্পর্কে প্রার্থী পক্ষে কিছু বলা হয় নাই। প্রদর্শন-১ ইহল প্রার্থীর বিরক্তে ডিপার্টমেন্ট অভিযোগনাম। উক্ত অভিযোগনাম (প্রদঃ-১) হইতে প্রতিযান হয় প্রার্থীর বিরক্তে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ আনা হয়। প্রার্থী তাহার বিরক্তে আনীত অভিযোগ-নামের জন্য (প্রদঃ-২) এ তাহার বিরক্তে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রদর্শন-ক ইহাতে প্রতীয়মান হয় তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া এবং সকল সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া ১৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতির জন্য প্রার্থীকে দায়ী করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো উল্লেখ করেন যে, প্রার্থী মোজাম্বেল হক খান উক্ত ঘাটতির অগ্রক্ষে যে বিষয়াদি উল্লেখ করেন এবং যে সমস্ত বক্তব্য উপর্যুক্ত করেন তাহা প্রাহ্লিদ্যোগ্য নহে। স্তুতৰাঃ দেখা যাইতেছে প্রার্থীর বিরক্তে আনীত ডিজেল ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তদন্ত করিয়াছেন এবং তদন্তের পূর্বে প্রার্থীকে শুনানীর স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তাহার বিরক্তে ডিজেল ঘাটতির মূল্য আন্দোলন জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রদর্শন-৩ হইল ১ নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের অফিস আদেশ। প্রদঃ৩ হইতে প্রতীয়ামন হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে উক্ত আবেদণ প্রাপ্তির ৭(গাত) দিনের মধ্যে ১৪-২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০' ৩৫ টাকা অথা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। স্থীরত এতে প্রার্থী ১ নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে প্রধান প্রকৌশলী বরাবর ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে একটি আগীর মাধ্যের করেন। প্রার্থী তাহার ইং ১৪-৩-৯৪ তারিখে দাখিলী আবেদন সংশোধনের আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, তাহার ৪-৪-৯৩ তারিখ আগীর নিপত্তি হওয়ার পূর্বেই ১ নং প্রতিপক্ষ ইং ৭-১২-৯৩ তারিখে তথাকথিত বকেয়া বাস প্রতিমাত্রে তাহার বেতন হইতে ১,৫০০/-টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়ার এক বেআইনী আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আবেদণ স্বাগতিক রাখিবার জন্য ইং ১৫-১২-৯৩ তারিখে ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর প্রার্থী আবেদন করেন এবং ২৮-১২-৯৩ তারিখের আদেশ-মূলে ১৯৯৪ সনের আনুযায়ী মাস পর্যন্ত স্থানিত রাখি হয় এবং উক্ত বেআইনী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন হইতে ১,৫০০/-টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত আদেশের সংশোধন করিবার জন্য ১৫-২-৯৪ তারিখে আবেদন করিলে ১ নং প্রতিপক্ষ ২-৩-৯৪ তারিখের আদেশমূলে উক্ত কর্তৃ আদেশ সংশোধন না করিয়া পুনরাবৃত্তি প্রতিমাত্রে ৭৫০/- টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়ার জন্য আবেদণ প্রদান করেন এবং সেইভাবে প্রতিমাত্রে ৭৫০/-টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। প্রার্থীর উপরে বণিত বিষয়াদি হইতে প্রতিয়ামন হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আগীত ডিজেল ঘাটতির অভিযোগের বিষয়টি তৎক্ষেত্রে পর ১৪-২১ লিটার ঘাটতিকৃত ডিজেলের মূল্য বাবদ প্রার্থীর শিকট হইতে প্রথমে ১,৫০০/- প্রাপ্ত ১,২৫,৭৭০' ৩৫ টাকা আবেদন কর্তৃ আগীক দ্বারা হইতে প্রথমে ১,৫০০/- টাকা এবং পরবর্তীতে প্রার্থীর আবেদনক্রমে মাসিক ৭৫০/-টাকা করিয়া আদায় করিতে হিলেন।

এখনে উল্লেখ্য যে, প্রার্থী তাহার মাসিক বেতন হইতে প্রথমে ১,৫০০/-টাকা এবং পরবর্তী-কালে ৭৫০/-টাকা করিয়া কর্তৃকে অবৈধ বলিয়া দাবা করিয়াছেন। অতএব মালিক তানামী-কালে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ইং ২৬-৭-৯৩ তারিখে নির্বাচী প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, পি বগড়া বিজ্ঞপ্তি-১, বগড়া বরাবর দাখিলী একটি আবেদন পত্র দাখিল করেন। যাই প্রদঃ৪ হিসাব চিহ্নিত হয়। প্রার্থী তাহার আবেদন পত্রে (প্রদঃ৪) উল্লেখ করেন যে, তাহার বেতন হইতে নাসিক ৭৫০/-টাকা কিছি হিসাবে কর্তৃ করা হইতেছে এবং তিনি স্বেচ্ছায় অবসর প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা কর্তৃপক্ষের বিষেচনাবীন রহিয়াছে। তিনি উক্ত আবেদন পত্রে (প্রদঃ৪) আরও উল্লেখ করেন যে, তাহার নিকট হইতে সংস্থার (বি, এ, ডি, পির) যে সমস্ত টাকা পাওনা হইয়াছে তাহা তাহার বেচ্ছায় অবসরের পাওনা টাকা হইতে কর্তৃ কর্তৃবাবু প্রার্থনা করেন। প্রার্থীর অত্য আবেদন হইতে প্রতীয়ামন হয় তিনি স্থীকার করিয়াছেন যে, বি, এ, ডি, পি, কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তৎস্থ অন্তর্ভুক্তের পর তাহার কর্মকালের ডিজেল ঘাটতির অর্থ বি, এ, ডি, পি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাদের গিঙ্কাস্ত গঠিক এবং প্রার্থী উক্ত অর্থ তাহার স্বেচ্ছায় অবসর প্রাপ্তির অবশ্যই সেই কর্মচারীকে প্রস্তুতিত শুরুণ এবং তাহা করিতে হইলে বি, এ, ডি, পি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই কর্মচারীকে প্রস্তুতিত শুরুণ এবং স্পষ্টকৰণ করণ দর্শাইয়ার নোটিং প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, অত মালিক বি, এ, ডি, পি কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোন কাজ না করার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ডদেশ বেআইনী এবং তাহা বদ-বহিত্যযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরীর প্রবিধান

প্রার্থী পক্ষের বিভিন্ন কোশলী যজ্ঞ প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, বি, এ, ডি, পি, বি কোন কর্মচারী কর্তৃক সংগঠিত বি, এ, ডি, পির আবিক ক্ষতির অর্থ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন বাতের পাওনা হইতে আবাদকরণ একটি শুরুণ এবং তাহা করিতে হইলে বি, এ, ডি, পি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই কর্মচারীকে প্রস্তুতিত শুরুণ এবং স্পষ্টকৰণ করণ দর্শাইয়ার নোটিং প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, অত মালিক বি, এ, ডি, পি কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোন কাজ না করার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ডদেশ বেআইনী এবং তাহা বদ-বহিত্যযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরীর প্রবিধান

মালা, ১৯৯০ এর ৪০(১)(৬) প্রতিধানে উকুদওনে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিধান মাসলায় ৪০ (১)(৬)(আ) উপ-প্রতিধান কর্মচারী কর্তৃক সংগঠিত কর্মসূচীর আধিক অঙ্গ বিশেষ, সম্পূর্ণ তাহার বৈতন বা অন্য ক্ষেত্রের পাওনা হইতে আনন্দক স্বরে উকুদও হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিধান মাসলায় ৪৩(৫) ও (৬) প্রতিধানে বনিত আছে—“(৫) তদস্তুকর্মী কর্মকর্তা বা তদস্তু কর্মচারী প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের উপর চূহার সিক্ষাস্থ লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২০ টি কার্য দিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিগত সিক্ষাস্থ আনিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রতিধান (৫) দ্বারাবেক উকুদও আধোপোর সিক্ষাস্থ গ্রহণ করে তবে, প্রতিবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭টি কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।” অতি মাসলায় ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে উকুদও প্রদানের পূর্বে তদস্তু কর্মচারী প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রতিধান মাসলায় ৪৩(৫) ও (৬) উপ-প্রতিধান মাসিয়া তাজিয়াছেন যথে প্রতিপক্ষ কোন নজর রাখবেন নাই বা কোন শাক্ত্য উপহাসন করেন নাই। স্বতরাং এই ক্ষেত্রে দেখী যাইতেছে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীর উপর আধোপিত শাস্তি আইনানুসর হব নাই। যিন্ত আমরা অতি মাসলায় পুরোই দেখিয়াছি প্রার্থীর বিকল্পে আরোপ করা হব এবং তদস্তুর প্রেক্ষিতে প্রার্থীর বিকল্পে দর্শাইবে আরোপ করা হব প্রার্থী তাহা স্বীকার করিয়া নইয়াছেন এবং তাহার বিকল্পে ঘটাটিক্ত ডিজেলের অর্থ প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন। স্বতরাং প্রার্থী তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কৃত অপরাধের প্রাপ্তির বেশীরাগত প্রবান করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাই প্রার্থী এখন উপরে আলোচিত প্রতিধানের কোন স্বীকার পাইয়ার অধিকারী নহেন।

প্রার্থীর বিকল্পে ১নং প্রতিপক্ষ তাহার ইং ২০-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকে (প্রদ:৩) ঘটাটিক্ত ডিজেলের অর্থ আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের বিকল্পে প্রার্থী প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, চাকা ব্যাবর আপীল করিয়াছিলেন এবং উক্ত আপীল প্রধান প্রকৌশলী সি, এ, ডি, পি, বারিজ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় ১নং প্রতিপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের ১নং প্রতিপক্ষের উপর বাধাকর। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থী প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, চাকাকে অতি মাসলায় পক্ষ করেন নাই। ১নং প্রতিপক্ষের বিকল্পে যদি প্রার্থীর আবেদন মতে প্রতিকার প্রদান করা হয় তা হইলে ১নং প্রতিপক্ষ তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, পি, চাকা ই নির্দেশ ব্যাপ্তিরেকে উক্ত আদেশ কার্যকর করিতে পারিবেন না। স্বতরাং প্রার্থী অতি মাসলায় প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, পি, চাকাকে পক্ষ না করায় অতি মাসলা সূচত অচল এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২০-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে প্রদত্ত ১৪২১ ঘটাটিক্ত ডিজেল ঘটাটি বাস ১,২৫,৭১০ ও ৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ ব্যতিল ও বদল করিতে প্রার্থীর করিয়া অতি মাসলা দায়ের করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীর বিকল্পে আরোপ কর্মচারী অভিযোগের আলোকে তাহাকে কারণ দর্শানোর স্বয়ংক্রিয় না হওয়ায় বি, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর বিকল্পে আইনানুসর তদস্তু করেন এবং তদস্তু প্রতিবেদনে ১৪২১ বিসের ডিজেল ঘটাটিক্ত নির্বেচনা করিয়া উক্ত ঘটাটিক্ত ডিজেলের নূলা আদায়ের জন্য প্রার্থীর বিকল্পে মাসলায় বনিত আদেশ আর্থিক করা হয় এবং প্রার্থী উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য সম্মত প্রবান করিয়াছেন। স্বতরাং ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২০-৩-৯৩ তারিখে আদেশের বিকল্পে প্রার্থীর প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার আর থাকেন। তাই প্রার্থীর অতি মাসলা অতি আকাবে বক্তব্য নহে।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপালিকতা ও সাক্ষাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রাচী তাহার প্রার্থনা সোনাক্ষেত্রে কোন প্রতিকার পাইতে ইকবার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা ইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত, আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগনের বিকলক্ষে দোতরফা বিচারে বিনা খরচার ডিগমিস হয়।

সুধেল কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি : সুধেল কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৮/৯৬

বেঙ্গলীর অব ট্রেড ইনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

গভীরভি/গীথারণ সম্পাদক,
বগুড়া এ, এস, সি(বি, এ, ডি, সি) কৃষি কার্ম শিল্প ইনিয়ন,
(মেজিঃ নং বাড়-৬৫২), গাতমাণ চেল্লে বৌড়, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এস, এম, সাইফুল্লিহ আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৮, তারিখ ১১-৬-১৭।

অন্য মামলাটি একত্রফা শুনানীর ঘন্টা দিন ধৰ্য আছে। বাদী পক্ষে বেঙ্গলীর অব ট্রেড ইনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অন্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অন্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শিল্প পক্ষের সদস্য জনাব বা. কুল চৌধুরী দ্বারা বোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একত্রফা শুনানীর ঘন্টা প্রাপ্ত করা হইল। বাদী পক্ষে বেঙ্গলীর অব ট্রেড ইনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় বোন সাক্ষ দিবেন না বলিয়া যত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের মৌখিক বাক্য প্রথ-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিত্ব শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধৰার মামলা।

১ম পক্ষ বেঙ্গলীর অব ট্রেড ইনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি কার্ম শিল্প ইনিয়ন

ইউনিয়ন তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের অন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদ্যের বিধান মতে রেজিস্ট্রেশন (বেজিঃ নং রাজ-৬৫২) প্রদান করা হয়। পরবর্তীভাবে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ২৪নং ধারানুযায়ী ইং ২৮-৯-৮৯ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাঁর কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে আনন্দ নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের অঞ্চলের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁর অফিসের ইং ২৫-৮-৯৫ তারিখের ৮৮৮ নং পত্র মার্ফত ইউনিয়ন বাতিলের পূর্ব নোটিশ আয়ী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত মানল। দায়ের করেন।

ঝয় পক্ষ অত মামলায় প্রতিবন্ধিত করিবার অন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একত্রফা ভাবে নিষ্পত্তির অন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি কার্ম প্রতিক ইউনিয়ন ইং ২৮-৬-৮৯ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ তাহাদের সংবিধানের ২৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল বেন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা প্রথম পক্ষকে আনন্দ নাই এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাঁর অফিসের ইং ২০-৮-৯৫ তারিখের ৮৮৮ নং ম্যারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ বিস্তারে চিহ্নিত হয়। প্রদ-১ হাঁতে প্রতীয়মাণ হয় যে, ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন সংবিধানের ২৪নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল না করায় ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করনের পূর্ব নোটিশ আয়ী করা হয়।

অত মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে বেন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের বাধিক রিটার্ন ১ম পক্ষকে নিকট দাখিল করিয়াছেন যরে কোন গান্ধ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির নন নাই বা কোন কাগজ-পাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ গত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি গন্ধান বাধিয়া এবং অত মামলার শকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপরীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাঁতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও মামলা একত্রফা বিচারে বিনা খরচায় মঙ্গুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি কার্ম প্রতিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (বেজিঃ নং রাজ-৬৫২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস

১১-৬-৯৭

চেয়ারম্যান,

এন আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপরিত : স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী বেস নং-১৮/১৬

মোঃ আবদুল লতিফ, পিতা মৃত আবদুল হাসিন, সাঃ শিশইল করেনী, থানা বোয়ালিয়া, ম্যাচ প্যারাম (ছাটাইকুত), আঞ্চলিক ম্যাচ ফ্যাট্রী, পোঃ সপুরা, জেলা রাজশাহী—বাদী।

বনাম

- ১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ, চোরাম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
- ২। কবির আহমদ, পরিচালক (জয়),
- ৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
- ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, রসায়নবিদ,
- ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উরাই, হিসাব রক্ষণ অফিসার, সকলেই আঞ্চলিক ম্যাচ ফ্যাট্রী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ : ১। অনাব মাইক্রু বহুমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। অনাব মুঘিরুর বহুমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আন্দেশ নং-১১, তারিখ ৫-৫-১৭

অন্য মামলাটি আসামীগণের বিকল্পে অভিযোগ গঠিন শুনানী, আসামী ও বাদী পক্ষের মাখিলী দ্বাৰা স্বীকৃত অন্য ধাৰ্য আছে। বাদী পক্ষে বিজে কৌশলী মামলার হাজিৱা দাখিল কৰিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ, কবির আহমদ, মোঃ মঈন উদ্দিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উরাই আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। আসামীগণের পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীও মামলায় হাজিৱা দাখিল কৰিয়াছেন। অন্য মালিক পক্ষের সদস্য জনোব এ, এইচ, এস, শফিকুর রহমান ও শ্রীমিক পক্ষের সদস্য জনোব রফিকুল ইগলায় দুলীল হাজা কোট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের মাখিলী দ্বাৰা স্বীকৃত উপস্থাপন কৰা হইল। উভয় পক্ষের বিজে কৌশলীহৰের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিশপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫০ ধাৰায় শান্তিযোগ্য অপযাদেৰ মানসা।

প্রাদী মোঃ আবদুল লতিফ এবং মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই বে, তিনি ৪০ বৎসর বাবৎ আসামীগণের অধীনে আঞ্চলিক ম্যাচ ফ্যাট্রীতে কর্মরত ছিলেন। মালিক পক্ষে ইং ৮-১১-১৪ তারিখে ম্যাচ ফ্যাট্রী লে-অফ ঘোষণা হওয়াৰ পৰ প্রাদীকে ঢাকুলী হইতে ঢাঁচাই এবং নোটিল প্রাণ কৰা হয় এবং তাৰা কৰ্মকৰ্তা হয়। প্রাদীসহ দুই দফায় মোট ৩১০ অন শ্রমিক কৰ্মচাৰীকে একইভাৱে ঢাঁচাই কৰা হয়। মালিক পক্ষের লে-অফ এৰ বিৰুদ্ধে রাজশাহী শ্ৰম আদালতে দুইটি মামলা কৰা হয়। বিভিন্ন ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে

ইঁ ২৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শনিবরদের প্রতিনিধিগণের হিপালিক চাঞ্জ-নামা সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিগত অনুযায়ী ছাটাইকৃত বাসসহ সকল শিলিক কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল স্টোর স্বীকৃত পাইবেন তাৰে বছৱাংশে ছাগ হয়। কিন্তু বৃহৎ পর্যাপ্ত পূর্বে যে সকল স্টোর স্বীকৃত পাইবেন তাৰা মনিয়া জন। সম্পাদিত চুক্তিৰ ১নঃ পুনঃনির্মাণী মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শিলিক কর্মচারীগণকে পুনঃনির্মাণ কৰিবেন যখনে গিঙ্কাস্ত হয় এবং ২৭৩ জন শিলিক কর্মচারী ইঁ ১-৬-১৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান কৰেন। ১ মাস ৪ দিন অতিরিক্ত হইবার পর মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শিলিককে পুনঃনির্মাণ দান কৰেন। আগামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অস্ত্যাভাবে কোনোৱপ কাহাত না দৰ্শাইয়া থামবেৰোলী ও ইটকাৰী গিঙ্কাস্তের মাধ্যমে ইঁ ৪-৭-৯৬ তারিখেৰ এ, এম, এফ/প্রশাসন/পুনঃনির্মাণ/১৬/৫৬৭ নঃ স্মাৰকসূলে প্রাণীকে পুনঃনির্মাণ নী দেওয়াৰ বিষয় অবহিত কৰেন। আগামীগণ হিপালিক চুক্তিৰ পৰ্যাপ্ত ডংগ কৰিয়া ১৯৬৯ সনেৰ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ ৫০ ধাৰার অপৰাধ কৰিয়াছেন। তাই প্রাণী আগামীদেৱ শাস্তিৰ প্রাৰ্থনা কৰিয়া অতি কোঞ্চদারী মায়লা দায়েৰ কৰেন।

আগামী পক্ষ একবাবণা পদবীস্ত দাখিল কৰিয়া উল্লেখ কৰেন যে, আগামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ ৫৪ ধাৰার কোন অপৰাধ কৰেন নাই। প্রাণী ও প্রতিলক্ষে মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি ডংগেৰ কোন প্ৰয়োগ নাই। আগামীগণেৰ সহিত আজিজ মাচ ফ্যাটোৰী ইউনিয়নেৰ ইঁ ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চাঞ্জ সম্পাদিত হয় এবং তাৰাতে ২৭৩ জন শিলিক কর্মচারীগণকে নির্মাণেৰ কৰা ছিল। অন্তিমোগপৰ্যাপ্ত বাবী শিলিক ও কর্মচারী দৰখাস্তকৰণীগত আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যদি প্ৰহৃত পূৰ্বৰ তাৰাদেৱ ঢাকুৰীৰ অবগতি ষটাইয়াছেন। তাই আগামী পক্ষ তাৰাদেৱ বিৱৰণে অভিযোগ গঠন না কৰিয়া অতি মায়লা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়ৱানীমূলক মায়লাৰ জন্য ১০০০ টাকা ক্ষতিপূৰণ দানী কৰিয়া আবেদন কৰেন।

আগামীদেৱ বিৱৰণে অভিযোগ গঠনেৰ উদ্দেশ্যে প্রাণী পক্ষেৰ বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আগামী পক্ষ ইঁ ২৫-৫-৯৬ তারিখেৰ চুক্তি ডংগ কৰিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শিলিককে নির্মাণ প্ৰয়োগ কৰেন নাই এবং তাই তাৰারা ১৯৬৯ সনেৰ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশেৰ ৫০ ধাৰার অপৰাধ কৰিয়াছেন এবং তাৰাদেৱ বিৱৰণে সেই যথে অভিযোগ গঠনেৰ প্রাৰ্থনা কৰেন। আগামী পক্ষেৰ বিজ্ঞ বৈশলী বলেন যে, আগামী পক্ষ ইঁ ২৫-৫-৯৬ তারিখেৰ কোন চুক্তি ডংগ কৰেন নাই। তিনি আৱও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ মাচ ফ্যাটোৰীতে ৩৪১ জন শিলিক কর্মচারী কৰ্মবত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আগামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃনির্মাণ দিয়াছেন এবং বাবী শিলিক কর্মচারীগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক ঢাকুৰীৰ স্বীকৃতি পাইবেন এবং কিন্তু কিন্তু শিলিক তাৰা প্ৰাপ্তি কৰিয়াছেন। স্বতুৰঃ আগামীদেৱ বিৱৰণে অভিযোগ গঠনেৰ কোন বিষয়বস্তু অতি মায়লাৰ নাইন। তিনি আগামীদেৱ অবাৰ্থত এবং প্রাৰ্থনাকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূৰণ পদানেৰ নিৰ্দেশেৰ প্রাৰ্থনা কৰেন।

বীকৃত মতে আজিজ মাচ ফ্যাটোৰীৰ মালিক পক্ষ ও শিলিক কর্মচারী ইউনিয়নেৰ সহিত ইঁ ২৪-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষেৰ দাখিলী ইঁ ২৫-৫-৯৬ তারিখেৰ চুক্তি ফ্যাটোৱাট কথি ইতে প্রতীকৰণ হয় যে, আজিজ মাচ ফ্যাটোৰীতে ৩৪১ জন শিলিক কর্মচারী কৰ্মবত ছিলেন এবং এই চুক্তি মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শিলিক-কর্মচারীকে নির্মাণ কৰিবেন এবং বাবী শিলিক কর্মচারীগণ সাতিয় বেনিফিট পাইবেন। বীকৃত মতে আজিজ মাচ ফ্যাটোৰীতে ৩৪১ জন শিলিক কর্মচারী নির্মাণে পাইবেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃনির্মাণ পাইবেন। স্বতুৰঃ কিন্তু শিলিক-কর্মচারী বাবী পড়িবেন ইচ্ছি স্বাভাৱিক। আগামী পক্ষেৰ দাখিলী শিলিক-কর্মচারী পুনঃনির্মাণেৰ তালিকা

হইতে প্রতীয়মান হয় মালিক পক্ষ বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মালিক পক্ষ ঝেঁষ্টতার ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত্য মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের শীক্ষণ চক্ষিনামার ঝেঁষ্টতার ভিত্তিতে ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে মর্মে কোন উপর্যুক্ত নাই। স্বতরাং, প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন গীরবর্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। স্বতরাং, উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্য মামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চক্ষিনামার কোন শীক্ষণ ডংগ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহারাও আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাইয়না সাতিস বেনিকিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্য মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চক্ষিনাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চক্ষিনামার কোন শীক্ষণ ডংগ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহারাও আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাইয়না সাতিস বেনিকিট তুলিয়া লইয়াছেন।

প্রার্থী ইং ২৯-১-৯৭ তারিখে একখন আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত ফোড়দারী ২/১৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ঢাঁটাইক্ষণ শ্রমিক-কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্য মামলার ফুরিতির সংগে দেখাইবার আদেশের প্রাৰ্থনা করেন। যেহেতু অত্য মামলার আসামীদের বিকলকে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিঙ্কান্ত হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঙ্গল্যমোগ্য।

আসামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ শ্যাম ফ্যাটুরীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃনিয়োগ না পাওয়ায় অত্য অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনিয়োগ পাইবার আসাম অত্য মামলা দায়ের করেন। স্বতরাং, অত্য মামলার পারিপাশ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিকলকে অভিযোগ উপাগন করিবার কারণ ছিল ননে করিয়া তিনি অত্য মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিকলে আসামী পক্ষের প্রাৰ্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সংগ্রহ আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ বসির উদ্দিন আহমদ, ২। কবির আহমদ, ৩। মোঃ মফিন উদ্দিন, ৪। মোঃ আব্দুল হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ মোঃ একবীর উলোহ এবং বিকলকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্য মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল। প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঙ্গল্য হয়।

স্বাধেলু কুমাৰ বিশ্বাস

৫-৫-৯৭

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদীক্ষণ, বাইশাহী।

খ্য আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুয়েলু কুমাৰ বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

খ্য আদালত, রাজশাহী।

কোজনারী কেস নং ১৯/৯৬

নোঃ আসুস সালাম তালুকদার, পিতা শূত আফ়াল হোসেন তালুকদার,
পৌষ মৌলতপুর, ডাক থাটি ডাই, খেলা পিরাজগ়ুৰ। প্রত্যান ঠিকানা:
পথপথে ১-ডাঃ মোঃ তোফাজ্জল হক, পি মেট্রো মেডিকেয়াল, শালবাগান বাজার,
সপুরা, ধানা চোয়ালিয়া, চেকার (ছাঁটাকৃত), বর্জ কিলিং শাখা, আজিজ
ম্যাচ ফ্যান্টুরী, সপুরা, রাজশাহী—গাঁথি।

বনাম

- ১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ, চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
- ২। কবির আহমদ, পরিচালক (ক্রয়),
- ৩। মোঃ মধুন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
- ৪। মোঃ আলোয়ার হোসেন খান, বসায়নবিদ,
- ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ, খিলাব বকল অফিসার, সকলই আজিজ ম্যাচ
ফ্যান্টুরী, সপুরা, ধানা চোয়ালিয়া, খেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ: -১। অনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। অনাব মুজিবুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১১, তারিখ ৫-৫-৯৭

অদ্য নামলাটি আসামীগণের রিক্লেক্যুলেশন অভিযোগ গঠন, শুনামী, আসামী ও বাদীপক্ষের
দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ঘৰ্য আছে। গাঁথি পক্ষে জি কোশলী মায়লায়
হাজিরী দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ, কবির আহমদ,
মোঃ মধুন উদ্দিন, মোঃ আলোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ আদালতের
কাঠি গভীর উপস্থিত আছেন। আসামীগণের পক্ষে নিয়ুক্ত আইনজীবী মায়লায় হাজিরী
দাখিল করিয়াছেন। অদ্য নামলাটির সময় অন্ত এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও
শ্রমিক পক্ষের সদস্য অন্ত: বকিলুল ইসলাম মুলাল হারা কোর্ট গঠিত হইল। গাঁথি ও
আসামীপক্ষের দাখিলী দরখাস্তগুলি উপস্থাপন করা হইল। উভয়পক্ষের জি কোশলীবাবের
মৌখিক বক্তব্য শোনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধাৰায় শাস্তিযোগ্য অপৰাধেন
মালিল।

প্রার্থী মোঃ আসুস সালাম তালুকদারের মায়লার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ইং
১-১২-৮১ তারিখ হইতে আসামীগণের অধীনে আজির ম্যাচ ফ্যান্টুরীতে কর্মরত ছিলেন।
মালিক পক্ষ ইং ৮-১১-৯৫ তারিখে ম্যাচ ফ্যান্টুরী লে-অফ ঘোষণা কৰাৰ পৰ
প্রার্থীকে চাকুৰী হইতে ছাঁটি? এৰ নোটিশ প্ৰদান কৰেন এবং তাথা কাৰ্য্যকৰী হয়। প্রার্থীসহ দুই
দফায় মোট ৩১০ অন শ্রমিক কৰ্মচাৰীকে একইভাৱে ছাঁটাই কৰা হয়। মালিকগুৰু

লে-অফ এর বিকক্ষে বাইশাহী শ্বেত আলালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইং ১৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শুমিবদের প্রতিনিবিগ্ধণের সি-পাপ্রিক চুক্তিনাম সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিপত্র অনুসূচী ছাটাইক কর্মচারীগুলি শকল শুমিক-কর্মচারীগুলি লে-অফ বৈষ্ণবীর পুর্বে যে শকল সুরোগ সরিয়া পাইতেন তাহা বছোর্খে ছান পায়। কিন্তু বৃহৎ বাইখে শুমিক কর্মচারীগুলি তাহা মানিয়া লান। সম্পাদিত চুক্তির ১৮ সর্তানুযায়ী মালিকপক্ষ ২৭৩ জন শুমিক কর্মচারীগুলিকে পুনঃ নিয়োগ করিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭৩ জন শুমিক কর্মচারী ইং ১-৬-৯৬ তারিখ ইতিতে কাছে যোগদান করেন। ১ মাস ৪ দিন অভিবাহিত হইবার পর মালিকপক্ষ ২৬৮ জন শুমিককে পুনঃ নিয়োগ দান করেন। আগামীগুলি ইচ্ছাকৃত ও অনায়াসে কৌনসিল কার্যনা দর্শাইয়া থাম বেয়ালী ও ইটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম, এল/প্রশাসন/পুঃ নিয়োগ/১৬/৫৭২ নং স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃ নিয়োগ না দেওয়ার বিষয় অব্যাহত করেন। আগামীগুলি বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত তৎক করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আগামীদের শাস্তির প্রার্থনা করিয়া অতি কৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

আগামী পক্ষ একথানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উত্তোল করেন যে, আগামীগুলি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার ক্ষেত্রে অপরাধ করেন নাই। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি তৎক তেজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ উত্তোলন। আগামীগুলির সহিত আভিয ন্যাচ ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন শুমিক কর্মচারীগুলিকে নিয়োগের বিষয় ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী শুমিক ও কর্মচারী দরখাস্তকারীগুলি আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্তাদি প্রতিপূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবস্থান ঘটাইয়াছে। তাই আগামীগুলি তাহাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠন না করিয়া অতি মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়ান্নাসুলক মামলার অন্য ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দানী করিয়া আবেদন করেন।

আগামীদের বিকক্ষে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্য প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন, যে, আগামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি তৎক করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শুমিককে নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের রিক্ষকে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করেন। আগামীগুলির ক্ষেত্রে কৌশলী বলেন যে, আগামীগুলি ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের ক্ষেত্রে কোন চুক্তি তৎক করেন নাই। তিনি অন্যে বলেন যে, সংস্থাটি আভিয ন্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শুমিক কর্মচারীর কর্মবরত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আগামীগুলি ২৭৩ জনকে পুনঃ নিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী শুমিক কর্মচারীগুলি উচ্চ চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর সুযোগ পাইবেন এবং কিন্তু কিন্তু শুমিক তাহা গুরুত্ব করিয়াছেন। সুতরাং আগামীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অতি মামলায় নাই। তিনি আগামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থী ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

শীকৃত মতে আভিয ন্যাচ ফ্যাক্টরীর মালিক পক্ষ ও শুমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তির কটোঠাট কপি ইতিতে ধ্রুতীর্যান হয় যে, আভিয ন্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শুমিক কর্মচারী কর্মবরত ছিলেন এবং এই চুক্তি মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শুমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাকী শুমিক কর্মচারী-গুলি সাতিয় বেনিফিট পাইবেন। শীকৃত বলে আভিয ন্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শুমিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃ নিয়োগ পাইবেন। সুতরাং কিন্তু শুমিক কর্মচারী বাদ পড়িবেন ইহাই স্বাভাবিক। আগামী পক্ষের দাখিলী শুমিক কর্মচারী পুনঃ নিয়োগের তালিকা হইতে প্রতিযোন হয় যে মালিক পক্ষ বিভিন্ন শুমিক

কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছে। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী করেন যে, মালিক পক্ষ হোষ্টেল ভিত্তিতে পুঁজি নিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অতএব মাইলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি চুক্তিনামায় জ্যোষ্ঠাতার ডিক্রিতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হ'বে মর্মে কোন উত্তোলন নাই। সুতরাঃ প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সার্বন্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাঃ, উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্য মাইলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে চুক্তিনামায় কোন শর্ত ডাঙ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহারাও আসামীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হ'লে প্রতিযোনি হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাওনা সাতিস বেশিকিট ভুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্য মাইলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও জাঙ্গাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে আগামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ডাঙ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিকল্পে ১৯৬৯ শনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিবেগ্য অপরাধের ঘন্ট অভিযোগ গঠন করিবার কোন সার্বন্ম নাই এবং তাই আসামীগণ অত্য মাইলা হইতে অব্যাহতি পাঁঁঠার অবিকলৰী।

প্রার্থী ২৯-১-৯৭ তারিখে একবার আবেদন দাখিল করিয়া নিঃপত্তিকৃত বৌজদারী ২/৯৬ নং মাইলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্য মাইলার ফিলিপ্টির সংগৈ দেৰ্ভাঁৰি আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অত্য মাইলার আসামীদের বিকল্পে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গঠন করা হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঙ্গুরণেগা।

আসামীপক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আবিজ স্যাট ফ্যাটৱের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুঁজি নিয়োগ দা পাওয়ার অত্য অভিযোগ আনেন। তিনি পুঁজি নিয়োগ পাঁঁঠার আশায় অত্য মাইলা দায়ের করেন। সুতরাঃ অত্য মাইলার পারিপাশ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এং সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিকল্পে অভিযোগ উৎপাদন করিবার কারণ ছুল মনে করিয়া তিনি অত্য মাইলার দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিকল্পে আসামীপক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ থাবাদের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলোচনা বশির উদ্দিন আইনসদ, ২। কবির আইনসদ, ৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, ৪। মোঃ আব্দুল্লাহ হোসেন বান এবং ৫। গৈয়দ মোঃ একরাম উলুবাহ এবং বিকল্পে ১৯৬৯ শনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিবেগ্য অপরাধের ঘন্ট কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্য মাইলা হইতে ডিমচার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঙ্গুরণ হয়।

সুধেলু কুমার বিশ্বাস

৫-৫-৯৭

চেয়ারম্যান

অন আদীলত, রাজশাহী।

এম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

ইপথিত: রহেন্দু কুমার বিশ্বাস
চোরমান,
এম আদালত, রাজশাহী।

কৌজলাৰী কেল নং ২০/৯৬

মো: আবদুল হায়ান, পিতা মো: ইসমাইল হোসেন,
সাঃ হেতোৰ বাঁ, থানা বোয়ালিয়া, পিলিং ছেলপার,
পিলিং শাখা (ছাঁটাটুকু), আজিজ স্যাচ ক্যাটুরী, সপুরা, রাজশাহী—বাদী।

বনাম

- ১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহসন চোরমান/মানেছিঃ ডাইনেক্স,
- ২। কবির আহসন, পরিচালক(জুস),
- ৩। মো: মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
- ৪। মো: আবোযায় হোসেন বাঁ, রগারম বিদ,
- ৫। সৈয়দ মো: একরাম উল্লাহ, হিসাব বক্ষম অফিসার,

সকলেই আজিজ স্যাচ ক্যাটুরী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—
আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব সাইকুল রহমান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মুজিবুর রহমান, বাঁ আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং, ১১ তারিখ ৫-৫-৯৭

অধ মামলাটি আসামীগণের বিষয়কে 'অভিযোগ' গঠন শুনানো, আসামী ও বাদী পক্ষের
পাখিলী দরখাস্ত শুনাবার জন্য বর্ত আছে। বাদী পক্ষে বিজ কৌশলী মামলার হাজিরা
দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহসন, কবির আহসন, মো: মঈন
উদ্দিন, মো: আনোয়ার হোসেন বাঁ, সৈয়দ মো: একরাম উল্লাহ আসামান্তের কাটগড়ায় উপথিত
আছেন। আসামীগণের পক্ষে বিজ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অন্য
মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সালিক রহমান ও এমিক পক্ষের সদস্য জনাব
রফিকুল ইসলাম দুলাল হারা কোটি গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত
পুলি উপস্থাপন করা হইল। ডেতা পক্ষের বিজ কৌশলসময়ের মৌলিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিখ সম্পর্ক অব্যাদেশের ৫৫ বারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের
মামলা।

প্রাথী মো: আবদুল হায়ান এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ২৮ বৎসর
বাবৎ আসামীগণের অধীনে আজিজ স্যাচ ক্যাটুরীতে কর্মরত ছিলেন। সালিক পক্ষ ইং
৮/১১/৯৫ তারিখে স্যাচ ক্যাটুরী লে-অফ মোষখা করার পর প্রার্থীকে ঢাকুরী হইতে ছাঁটাই
এর নোটিশ প্রদান করেন এবং ইং ২৬-১-৯৫ তারিখ হইতে তাহা কার্যকরী হয়। প্রার্থী—
সহ দুই দফায় মোট ৩১০ জন এমিক কর্মচারীকে একইভাবে ছাঁটাই করা হয়। সালিক
পক্ষের লে-অফ এর বিষয়কে রাজশাহী এম আদালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে সালিক পক্ষের সহিত শিল্পকল প্রতিনিধিগণের বিপক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিপত্র অনুবায়ী ছাঁটাইকৃত বারীগাহ সরকার প্রিয় কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল সর্বোগ অবিদ্যা পাইতেন তাহা বহুলাখণ্ডে জাগ পায়। কিন্তু বহুৎ স্থানে প্রিয় কর্মচারীগণ তাহা মনিয়া লাগ। সম্পাদিত চুক্তিনাম ১ নং শর্তানুবায়ী সালিক পক্ষ ২৭৩ জন প্রিয় কর্মচারীগণকে প্রদান করিবেন বর্তে গিজাট হয় এবং ২৭৩ জন প্রিয় কর্মচারী ইং ১-৬-৯৬ তারিখ ইঠেক কালে ঘোষণার করেন। ১ মার্চ ৪ দিন অভিযানে প্রদান করিবে পূর্বে নিরোধ দান করেন। আসামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অবস্থানাবে কোনকাম কারণ না দর্শাইয়া বায় বেরাবী ও ইটকারী সিঙ্কান্দের স্বার্থে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম, এফ/খণ্ডাসন/পুনঃ নিরোগ/২৬/৫৬৯ নং স্মারকসমলে প্রার্থীকে পুনঃ নিরোগ দা দেওয়ার বিষয় অবহিত করেন। আসামীগণ বিপক্ষিক চুক্তির পূর্ণ ডংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অব্যাধেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের শাস্তির ধার্থে অত্র কৌশলী নামজা দাত্তেব করেন।

আসামীপক্ষ একথানা দর্শান দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অব্যাধেশের ৫৫ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই প্রার্থী ও প্রতিথকের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি তরঙ্গের কোন প্রশংসন উঠেন। আসামীগণের সহিত প্রিয় ম্যাচ ক্যাটুরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন প্রিয় কর্মচারীগণকে নিরোগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী প্রিয় ও কর্মচারী দশগান্তকারীগুলি আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যাদি এই পূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবস্থান ঘটাইয়াছেন। তাই আসামী পক্ষ তাহাদের বিকল্পে অভিযোগ পঠিন না করিয়া অত্র নামলা হইতে অব্যাধিত পাইবার এবং হয়নানৈমূলক নামলার জন্য ১০০০/-টাকা স্পতিপুরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

আসামীদের বিকল্পে অভিযোগ পঠিনের উদ্দেশ্যে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী/ বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ডংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন প্রিয়ককে নিরোগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অব্যাধেশের ৫৫ ধারার মপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিকল্পে সেই সর্বে অভিযোগ পঠিনের প্রার্থনা করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ডংগ করেন নাই। তিনি আপ ও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ম্যাচ ক্যাটুরীতে ৩৪১ জন প্রিয় কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তিমোতাবেক আসামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃ নিরোগ দিয়াছেন এবং বাকী প্রিয় কর্মচারীগুলি উচ্চ চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর স্বিধা পাইবেন এবং কিন্তু বিজ্ঞ প্রিয় তাহা এইসব ও করিয়াছেন। স্বতরাং আসামীদের বিকল্পে অভিযোগ পঠিনের কোন বিষয় বস্তু অত্র নামলার নাই। তিনি আসামীদের অব্যাধিত এবং ধার্থীকে ১০০০/- টাকা স্পতিপুরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

শীকৃত মতে আভিযোগ ম্যাচ ক্যাটুরীর সালিক পক্ষ ও প্রিয় কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তির কটোক্ট্যাট কপি ইঠেক প্রতীয়মান হয় যে, আভিযোগ ম্যাচ ক্যাটুরীতে ৩৪১ জন প্রিয় কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তিমোতাবেক সালিক পক্ষ ২৭৩ জন প্রিয় কর্মচারীকে নিরোগ করিবেন এবং বাকী বাকী প্রিয় কর্মচারীগুলি সাড়িগ বেনিফিট পাইবেন। শীকৃত মতে আভিযোগ ম্যাচ ক্যাটুরীতে ৩৪১ জন প্রিয় কর্মচারী নিরোধিত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃ নিরোগ পাইবেন। স্বতরাং বিজ্ঞ প্রিয় কর্মচারী বাদ পতিবেন ইহাই স্বত্ত্বাধিক। আসামী পক্ষের দাখিলী প্রধিক কর্মচারী পুনঃ নিরোগের তালিকা ইঠেকে প্রতীয়মান হয়ে সালিক পক্ষে বিজ্ঞ প্রিয় কর্মচারীগুলি ধৈর্যীতে সর্বশেষে ২৭৩ জন প্রিয় কর্মচারীকে নিরোগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সালিক পক্ষ ব্রোঞ্জতার

ভিত্তিতে পুনঃ নির্যোগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত মাসলাহ ইং ২৫-৫-১৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তি নামায় ঘোষিতার ভিত্তিতে ২৭৩ ঘন শ্রমিক কর্মচারকে নির্যোগ করিতে হইবে মর্মে কোন উপর্যুক্ত নাই। সুতরাং, প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বজেবে কোন সাময়িক নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ ঘন শ্রমিক নির্যোগ করিয়াছে। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে এবং অত মাসলাহ দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আববা এই শিক্ষাস্তো উপর্যুক্ত হইলাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-১৬ তারিখের চুক্তি নামায় কোন শত ডংগ করেন নাই। এবং তাঁরা ধর্মান্বীতি ২৭৩ ঘন শ্রমিক কর্মচারীকে নির্যোগ দান করিয়াছেন। তাঁছাড়া, আগামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়নান হয় যে, কিন্তু শ্রমিক তাহাদের পাওয়া গুরুতর বেশিকিট তুলিয়া লওয়াছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রতি গম্ভীর ধার্যা এবং অত মাসলাহ ঘটনা, পারিপাণ্যিকতা ও শাক্ষাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই শিক্ষাস্তো উপর্যুক্ত হইলাম যে, আগামী পক্ষ ইং ২৫-৫-১৬ তারিখের কোন চুক্তি ডংগ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিকল্পে ১৯৬৯ সনের শিঃপ সম্পর্ক অব্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্য অভিযোগ গঠন করিব। কোন স্বার্য নাই এবং তাই আসামীগণ অত নীবল হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ইং ২৯-১-১৭ তারিখে একখনী আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত টেক্সেলারী ২/১৬ নং মাসলাহ নথি তরব করিয়া ছাটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত মাসলাহ ফিলিপ্পির সংগে দেবাইবার আদেশের প্রার্থণা করেন। চেহেত অত মাসলাহ আদামীদের বিকল্পে অভিযোগ গঠন গুরুটীন নহ মর্মে শিক্ষাস্তো প্রার্থণা প্রার্থণা বর্তে নথি তরব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঙ্কুর যোগ্য।

আগামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ ফ্যান্টের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃ নির্যোগ না পাওয়ার অত অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনির্যোগ পাইবার আশায় অত মাসলা দানের করেন। সুতরাং অত মাসলাহ পারিপাণ্যিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই শিক্ষাস্তো উপর্যুক্ত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিকল্পে অভিযোগ উপর্যুক্ত করিবার কারণ ছিল মনে করিয়া অত মাসলা দানের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিকল্পে আসামী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া গুরুটীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আজিজ বশির উদ্দিন আহসাদ, ২। কবির আহসাদ, ৩। মোঃ মলিন উদ্দিন, ৪। মোঃ আলোয়ার হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম পুরাই এর বিকল্পে ১৯৬৯ সনের শিঃপ সম্পর্ক অব্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত মাসলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-১৭ তারিখের আবেদন নামঙ্কুর হয়।

মুখ্যেন্দু কুমার পিণ্ডাস
দেয়ারগামী,
৫/৫/১৭
শ্রম আদালত, বাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী ডিপার্টমেন্ট, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুবেন্দু কুমাৰ শিখাগ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

(ফোর্মারী) ফেস নং-২১/১৬

মোঃ গিরাগ উচ্চিন, পিতা নোঃ ইবরত আলী, সাংগীতিয়াপুরু, খীনা বেয়ালিয়া,
চেকার (ছাঁটাঁকুত), বাকা পুরণ খাবা, আজিজ মাচ ফাটুরী, সপুরা, রাজশাহী
বাদী।

বনাম

- ১। আলহাজ বশির উচ্চিন, আইন্সুন চেয়ারম্যান/ন্যানেজিং ডাইরেক্টর
- ২। করিব আইন্সুন, পরিচালক (জ্ঞা),
- ৩। মোঃ মঈন উচ্চিন, প্রাপনিক কর্মকর্তা,
- ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, বসায়ন বিদ,
- ৫। সৈয়দ মোঃ একবীর উলাই, হিসাব বক্ষণ অফিসার,
শকলেই আজিজ মাচ ফাটুরী, সপুরা, খীনা বেয়ালিয়া, ঢেলা রাজশাহীতে কর্মরত—
আসামীগণ।

প্রতিনিবিধণ :- ১। অনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। অনাব মজিবুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১১ তারিখ ৫-৫-১৯৬৮

অন্য মামলাটি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানী, আসামী ও বাদী পক্ষের
দাখিলী দৰখাস্তগুলি শুনানীর জন্য দ্বাৰা আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় ধারিয়া
দাখিল কৰিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উচ্চিন আইন্সুন, করিব আইন্সুন, মোঃ মঈন
উচ্চিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একবীর উলাই আদালতের কাঠগুৱায়
উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবী মামলায় ধারিয়া দাখিল কৰিয়াছেন। অন্য মালিক
পক্ষের সদস্য জনাব এ, এচ, এম, সক্রিয় রহমান ও অধিক পক্ষের সদস্য জনাব
রফিকুল ইসলাম দুলাল খানা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের দাখিলী দৰ-
খাসগুলি উপস্থাপন কৰা হইল। উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিশপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধৰার শাস্তিযোগ্য অপরাধের
মামলা।

প্রার্থী মোঃ গিরাগ উচ্চিনের মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১-৭-৮২ ইং
তারিখ হইতে আসামীগণের অধীনে আজিজ মাচ ফাটুরীতে কর্মরত ছিলেন। মালিকপক্ষ
ইং ৮-১১-৯৫ তারিখে মাচ ফাটুরী লে-অফ ঘোষণা কৰাৰ পৰি প্রার্থীকে ঢাকৰী হইতে
ছাঁটাঁক এবং তোক্টি প্ৰদান কৰেন এবং তাৰ কাৰ্যকৰী হয়। প্রার্থীসহ মুই দক্ষায় মোট
৩১০ ঘন শ্রমিক কৰ্মচাৰীকে একতাৰে ছাঁটাঁক কৰা হয়। মালিক পক্ষের লে-অফ এবং
বিৰুদ্ধে রাজশাহী শ্রম আদালতে দুটি মামলা কৰা হয়। বিভিন্ন ঘটনাৰ পথিপ্ৰেক্ষিতে ইং

২৫-৫-১৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত অধিকদের প্রতিনিধিগণের হিপাক্ষিক চুজিনামা সম্পাদিত হয়। এ চুজিপত্র অনুমোদী ছাঁটাইকৃত বাদীসহ সকল অধিক কর্মচারীগণ লে-অফ মৌখিগান পূর্বে যে সকল উয়েগ স্বীকৃত পাইতেন তাহা বহুলভাবে হাত্য পাও। কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে অধিক কর্মচারীগণ তাহা বাদিয়া লাগ। সম্পাদিত চুজিল ১৮ঃ প্রতিমুদ্যামী মালিকপক্ষ ২৭৩ জন অধিক কর্মচারীগণকে পুনঃনিয়োগ করিবেন মর্মে শিক্ষাত্ত হয় এবং ২৭৩ জন অধিক কর্মচারী ইঃ ১-৬-১৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান করবেন। ১ মার্চ ৪দিন অতি-বাহিত হইবার পর মালিক পক্ষ ২৬৮ জন অধিককে পুনঃনিয়োগ দান করবেন। আসামী-গণ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কোনক্ষণ কারণ না দর্শিয়া বাসবেষ্যামী ও ইচ্ছাকৃতের মাধ্যমে ইঃ ৪-৭-১৬ তারিখের এ, এস, এফ/প্রামাণ্য/পুনঃনিয়োগ/১৬ নঃ স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃনিয়োগ না দেওয়ার বিষয় সম্বিত করবেন। 'আসামীগণ হিপাক্ষিক চুজির প্রতি ডংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের পাস্তির প্রার্থনা করিয়া অত্যন্ত কোজপাত্রী নাম্বা দাখিল করবেন।

আসামীপক্ষ একথানা দ্বর্বার্তা দাখিল করিয়া উল্লেখ করবেন যে, আসামীগণ শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার কোন অপরাধ করবেন নাই। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুজি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুজি ডংগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। আসামীগণের সহিত আজিজ ম্যাচ ফ্যান্টুরী ইউনিয়নের ইঃ ২৫-৫-১৬ তারিখে একটি চুজি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন অধিক কর্মচারীগণকে নিয়োগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী অধিক ও কর্মচারী দ্বর্বার্তাকারীগুলি আইন এ চুজি মোতাবেক প্রাপ্যাদি ঘৃহণ পূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবসান ঘটায়াছেন। তাই আসামী পক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করিয়া অত্য মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হস্তানীমূলক মামলার জন্য ১০০০ টাকা কতিপুরণ দাবী করিয়া আবেদন করবেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামীপক্ষ ইঃ ২৫-৫-১৬ তারিখের চুজি ডংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন অধিককে নিয়োগ প্রদান করবেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিক্ষণ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করবেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইঃ ২৫-৫-১৬ তারিখের কোন চুজি ডংগ করবেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ ম্যাচ ফ্যান্টুরীতে ৩৪১ জন অধিক কর্মচারী কর্মবত ছিলেন এবং চক্র মোতাবেক আসামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃনিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী অধিক কর্মচারীগণ উক্ত চক্র মোতাবেক চাকুরীর স্বীকৃত পাইবেন এবং কিন্তু কিন্তু অধিক তাহা প্রাপ্যাদি করিয়াছেন। স্তরাঃ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে কোন বিষয়বস্তু অত্য মামলার নাই। তিনি আসামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থীকে ১০০০ টাকা কতিপুরণ প্রদানের নির্দেশের প্রেরণা করবেন।

স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যান্টুরীর মালিক পক্ষ ও অধিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইঃ ২৫-৫-১৬ তারিখে একটি চুজি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইঃ ২৫-৫-১৬ তারিখের চুজির ফটোট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজিজ ম্যাচ ফ্যান্টুরীতে ৩৪১ জন অধিক কর্মচারী কর্মবত ছিলেন এবং এই চক্র মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন অধিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাকী অধিক কর্মচারীগণ সাম্পর্ক বেসিকিট পাইবেন। স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যান্টুরীতে ৩৪১ জন অধিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুজি মোতাবেক ২৭৪ জন পুনঃনিয়োগ পাইবেন। স্তরাঃ কিন্তু অধিক কর্মচারী নাম পঢ়িবেন ইহাই স্বাততিক। আসামী পক্ষের দাখিলী অধিক কর্মচারী পুনঃনিয়োগের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মালিকপক্ষ বিভিন্ন অধিক কর্মচারী শ্রেণীতে সর্ব-মোট ২৭৩ জন অধিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী

বলেন যে, মালিকপক জ্যোষ্ঠার ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগ দান করিবাছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অতি মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তিমামার জ্যোষ্ঠার ভিত্তিতে ২৭৩ জন খণ্ডিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে এই মনে কোন উল্লেখ নাই। স্বতরাং, প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য কোন গুরুমর্য নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন খণ্ডিক নিয়োগ করিবাছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই নম্বে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। স্বতরাং, উপরের আলোচনা হইতে এবং অতিমামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আগুন এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিকপক ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তিমামার কোন শর্ত তৎক্ষণ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন খণ্ডিক কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিবাছেন। তাহা হাতো আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিন্তু খণ্ডিক তাহাদের পাওনা সাড়িগ বেগিকিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সরাম দাখিলা এবং অতি মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি তৎক্ষণ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিকলক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্য অভিযোগ গঠন করিবার কোন গুরুমর্য নাই এবং তাই আসামীগণ অতি মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ইং ২৯-১-৯৭ তারিখে একখনা আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত কোজদারী ২/৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইকৃত খণ্ডিক কর্মচারীদের নামের আলিকাটি অতি মামলার ফিরিপ্তির সংগে দ্ব্যাইবার আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অতি মামলার আসামীদের বিকলক অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে সর্বে সিঙ্কান্ত রাখণ করা হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোর প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নাম্ভুরোগ্য।

আসামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ লাভ করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ মাচ ফ্যান্টেরি একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃনিয়োগ না পাওয়ায় অতি অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনিয়োগ পাইবার আশায় অতি মামলা দায়ের করেন। স্বতরাং অতি মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিঙ্কান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিকলক অভিযোগ উপরে করিবার কারণ ছিল মনে করিয়া তিনি অতি মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিকলক আসামী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবেন।

বিজ্ঞ সমস্যাদের সমিতি আলোচনা ও প্রসারণ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ বশির উদ্দিন আহমদ, ২। কবির আহমদ, ৩। মোঃ মঈন উদ্দিদ, ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন বান এবং ৫। দৈরাদ একরাম উলাই এবং বিকলক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অতি মামলা হইতে ডিগ্চার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নাম্ভুর হয়।

স্বর্ণেন্দু কুমাৰ বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
৫/৫/৯৭
অব আদানত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT: Sudhendu Kumar Biswas

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the
Employer.

2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 25th day of June, 1997.

COMPLAINT CASE No. 4/96

Md. Asmat Ali, S/O. Md. Habibur Pramanik,
Gate keeper (dismissed), Jhankar Cinema Hall, Dhunat,
Bogra—Petitioner.

Versus

Md. Isahaque Ali, Mailk/Proprietor,
Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Opposite Party.

Representatives : 1. Mr. Chittaranjan Basak, Advocate for the petitioner.

2. Mr. Md. Abul Hossain. Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This is a Complaint Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for reinstatement in the service with back wages.

Facts leading for filing of the case are, in short, that petitioner Md. Asmat Ali was orally appointed Gate keeper by O. P. Md. Isahaque Ali, Proprietor, Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra and the petitioner had been discharging his duties on depositing an advance of Tk. 2,500. O. P. fixed his (petitioner) monthly pay of Tk. 1,050 being the minimum wage, but the O. P. decided to pay him Tk. 450 per month for a year and after one year the O. P. would pay him the arrear wages. After lapse of one year the petitioner demanded his arrear wages and at this O. P. assured him to pay him the arrear wages later on. The petitioner was elected member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall and at this the O. P. became dissatisfied with him and stopped his wages and in this way 3 months passed petitioner claimed his back wages on 7-3-96 and at this the O. P. was dissatisfied with him and dismissed him orally from the service. The petitioner sent grievance petition by registered post on 18-3-96 to O. P. having on reply of the grievance petition the petitioner brought this case for reinstatement in service with back wages of Tk. 24,550 as stated in the petition.

O P. made appearance in this case and contested the same by filing a written statement denying all the material allegations made in the petition and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form; that the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence and the petitioner has no right to file this case.

Defence case is, in short, that the petitioner is a tout and he never served Jhankar Cinema Hall as Gate keeper. The petitioner did never deposit Tk. 2,500 with the O. P. The O. P. did never appoint him orally at a monthly rate of Tk. 1,050. The petitioner was never member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall. The petitioner had no reason to demand his wages and back wages on 7-3-96 and he had no reason to send him grievance notice on 18-3-96. The petitioner was an Employee of Sikta Cinema Hall on payment of Tk. 6000 on 10-9-95. He had no good relation with the management of Sikta Cinema Hall and accordingly he gave up his job on receiving his deposit of Tk. 6000 on 6-10-96. The petitioner has brought this case on false allegations at the ill advice of the enemies of O. P. So, the petitioner is not entitled to any relief sought for and the case is liable to be dismissed with costs.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order of reinstatement in service with back wages against the O. P. as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

At the time of trial of the case the petitioner examined 2 witnesses including himself as P. W. 1 who stated the case of the petition. Petitioner filed some documents and the same were marked Exts. 1 and 2 on admission on behalf of the petitioner. On the other hand the O. P. examined 2 witnesses including Md. Habibur Rahman, the Manager of Jhankar Cinema Hall as O. P. W. 1 who stated the defence case.

Petitioner's contention is that he was a Gate keeper of Jhankar Cinema Hall of Md. Isahaque Ali. He served there for two years by depositing on advance of Tk. 2,500. O. P. wanted to pay him Tk. 450 per month for one year and after one year Tk. 1,050 per month and O. P. decided to pay him the arrear dues after one year. The petitioner became a Member of Jhankar Cinema Hall Employees Union. At this the O. P. became dissatisfied with him and stopped payment of his wages. After 3 months the petitioner on 7-3-96 claimed his back wages. O. P. became dissatisfied and dismissed him from service orally. The petitioner sent grievance petition on 18-3-96 to O. P. and without having any reply he brought this case for reinstatement with back wages of Tk. 24,550 as stated in the petition. Defence case is that the petitioner was never an employee (Gate keeper) of his Cinema Hall and as such no question of payment of wages to the petitioner and his dismissal arises. The petitioner had no reason to send grievance petition to O. P. The petitioner was an employee of Sikta Cinema Hall. The petitioner deposited Tk. 6000. The petitioner had no good relation with the management of Sikta Cinema Hall and he gave up his job on receiving Tk. 6000 from Sikta Cinema Hall on 6-10-96. The petitioner brought this case on false allegations.

As per case of the petitioner no appointment letter was given by the O. P. to the petitioner. None of the parties filed any paper to show that the petitioner was appointed in the Jhankar Cinema Hall of O. P. as Gate keeper. In this case the petitioner as P. W. 1 stated that he and other employees of the Jhankar Cinema Hall formed a trade union and

he became a Member of the Union and as such the O. P. threatened him with dismissal from the service if he would not give up the activities of the trade union. In this case, on the prayer of the petitioner, A. T.M. Fazlur Rahim, Assistant Director of labour and attached to Joint Director of Labour, Rajshahi was examined as P. W. 2 who stated that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and prayed for registration and after due inquiry it was recommended for registration of the trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall. A list of workers (Form P) of Jhankar Cinema Hall was filed and in that list the name of Md. Asmat Ali (petitioner), Gate keeper, Jankar Cinema Hall was entered in serial number 5. Ext. 2 is the list of Labours of Jhankar Cinema Hall. Ext. 2 appears to show that petitioner Asmat Ali was Gate keeper of Jhankar, Dhunat, Bogra. At the time of cross examining P. W. 2 the defence advance a suggestion to the effect that the list of workers (Ext. 2) was a false one. The defence has no satisfactory suggestion as to why P. W. 2 deposed falsely against the O. P. and in favour of the petitioner. Mere suggestion does not make a document false. It appears from Ext. 2 that it was duly signed by the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi. All these indicate that the document (Ext. 2) filed by the petitioner is a genuine one and all these indicate that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and the petitioner Asmat Ali was one of the members of the trade union. Thus, it indicates that the petitioner was an employee of Jhankar Cinema Hall.

The petitioner claims that he would get wages from O. P. It is not disputed that the O. P. is the proprietor of Jhankar Cinema Hall. It is true that O. P. pays his employees, salary. It indicates that he maintain an Acquittace Register and a Hajira Khata. The petitioner claims that he was appointed orally. So, it is not possible on his part to file any paper to show him em loyment. All these led me to hold that O. P. would easily file Acquittance Roll, Hajira Khata etc. of his Cinema Hall to prove the existence of his employees. If the O. P. would file those papers, we could easily see whether the petitioner was an employee of his Cinema Hall. Since the O. P. withheld to produce the possible Acquittance Roll and Hajira Khata of the em loyees of his Cinema Hall, it presumes that those papers would go against the O. P. The O. P. Ws 1 and 2 state that the petitioner was Gate keeper of Sikta Cinema Hall. O. P. W. 2 Md. Shamsul Haque, the Manager of Sikta Cin ma Hall stated that petitioner Asmat Ali joined in the Sikta Cinema Hall as Gate keeper on 10-9-95 on payment of Tk. 6000. He gave up his job on 6-10-96 and withdrew his deposited amount of Tk. 6000. O. P. W. 2 did not file any paper in support of his statement. He did not file any paper relating to the employ ment of the petitioner to Sikta Cinema Hall. O. P. W. 2 also did not file the Acquittance Roll and Hajira Khata to show that the petitioner was an employee of Sikta Cinema Hall. So, his statement can not be relied upon. Moreover, it is not believable that the petitioner being an employee of Sikta Cinema Hall brought this case against the proprietor of another Cinema Hall (Jhankar Cinema Hall). If the petitioner was an employee of Sikta Cinema Hall, he could easily bring this case aginst the management and proprietor of Sikta Cinema Hall. The statement of O. P. W. 2 and the strong circumstances strengthened the case of the petitioner to the effect that he was an employee of Jhankar Cinema Hall. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was an employee of the Jhankar Cinema Hall.

The petitioner claims that O. P. dismissed him from his service as soon as he claims back wages and became Member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall. We have seen earlier that the petitioner was an employee (Gate keeper) of Jhankar Cinema Hall. So, it is sur that the petitioner has been dismissed by the O. P. from his service. The petitioner has brought this case for reinstatement in the service with back wages. Section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 provides that any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid-off or otherwise removed from employment) who has a grievance in respect of any matter covered under this act and intends to seek redress thereof other this section shall submit his grievance petition to his employer in writing by registered post within 15 days from the date of the cause of such grievance. In this case the petitioner states that he was dismissed orally on 7-3-96 and he sent a grievance petition by registered post on 18-3-96 and without having any result thereof he brought this case. The petitioner has filed a copy (Ext. 1) of alleged grievance petition. But the petitioner did not file the postal receipt to show that he sent it to O. P. by registered post. P. W. I Md. Asmat Ali who stated the case of the petitioner stated that he came to court without the postal receipt and he would file the same to the court. It appears from the record that the petitioner did not file the same to the court. The petitioner has no explanation as to why he failed to file the same in the Court. The failure of the petitioner to file the postal receipt in question indicates that the petitioner did not send any grievance petition to the O. P. So, having regard to my above findings I hold that the petitioner did not comply the mandatory provisions of section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. So, the case in its present form does not lie and said I hold that the petitioner is not entitled to any relief sought for in this case.

The petitioner has prayed for reinstatement in the service with back wages. In a case like this the petitioner is to serve grievance notice upon the employers. We have seen earlier that the petitioner did not comply the provisions of section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. So, the case in its present form does not lie and said I hold that the petitioner is not entitled to any relief sought for in this case.

I, therefore, reply the point under determination against the petitioner.

Learned Mambers were discussed and consulted with.

Hence, It is

ORDERED

That the Complaint Case is dismissed on contest against sole O. P. without any orders as to cost.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman, 25.6.97.
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the Employer.
2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 25th day of June, 1997.

COMPLAINT CASE No. 5/96

Mst. Santi Khatun, D/O. Late Iman Ali,
Gate keeper (Dismissed), Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Petitioner.

VERSUS

Md. Isahaque Ali, Malik/Proprietor,
Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Opposite Party.

Representatives : 1. Mr. Chittaranjan Basak, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Md. Abul Hossain, Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This Complaint Case is U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for reinstatement in the service with back wages.

Facts leading for filing of the case are, in short, that Petitioner Mst. Santi Khatun was orally appointed Gate keeper in the Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra of Proprietor Md. Isahaque Ali before four years at a monthly wage of Tk. 450 for a year and for Tk. 900 per month after lapse of one year. After lapse of one year the petitioner requested O. P. Md. Isahaque Ali to pay her wages at the rate of Tk. 900 per month according to minimum wages and at this O. P. delayed on Palse pleas. Accordingly the O. P. did not pay her wages, benefit of leave, bonus and gratuity. Petitioner's wages remain arrear for three month. In the mean time the petitioner became the Member of Jhankar Cinema Hall Employees Union. At this the O. P. became angry with the petitioner and threatened her with dismissal from service. The petitioner requested the O. P. on 31.3.96 to pay her all arrear dues including wages for six months and the O. P. on being angry dismissed her from service orally. The petitioner sent a grievance petition on 15.4.96 by registered post to O. P. The O. P. did not response to the grievance petition. Hence the petitioner brought this case.

The O. P. made appearance in the case and contested the same by filing a written statement denying all the material allegations made in the petition and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form, that the petitioner has no right to file this case and the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence.

Defence case is, in short, that the O. P. did not appoint the petitioner orally as Gate keeper and the petitioner did never serve in the Cinema Hall O. P. O. P. did not enter into any contract to pay her Tk. 450 per

month for a year or Tk. 900 per month after one year. The petitioner was never a Member of Jhankar Cinema Hall Employees union. She did never demand her arrear wages on 31.3.96. She also did never send any grievance petition on 15.4.96. The petitioner on being influenced by the enemies of O. P. has brought this case on false allegations. So, the petitioner is not entitled to get any relief as prayed for and the case is liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

Is the petitioner entitled to get an order of reinstatement in the service with back wages against the O. P. as prayed for?

FINDINGS AND DECISION

At the time of trial of the case the petitioner examined 2 witnesses including herself as P. W. 1 who stated the case of the petition. Petitioner filed some documents and the same were marked Exts. 1 and 2 on admission. On the other hand O. P. examined Md. Habibur Rahman, the Manager of his Cinema Hall.

Petitioner's contention is that she was orally appointed Gate keeper in the Jhankar Cinema Hall of Proprietor Md. Isahaque Ali and she served there for 4 years. The O. P. would pay her Tk. 450 per month on the assertion that after lapse of one year he would give her Tk. 900 per month. After lapse of one year the petitioner requested the O. P. to pay her arrear wages, but the O. P. delayed on false pleas and accordingly O. P. defaulted in paying her for 3 month. By this time the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and the petitioner became a member of union. At this the O. P. became dissatisfied with her and threatened her with dismissal from service. The petitioner requested the O. P. on 31.3.96 to pay her all dues including 6 month' arrear wages and at this the O. P. became angry with her and dismissed her from service orally. The petitioner sent grievance petition written on 14.4.96 to the O. P. by registered post on 15.4.96. The petitioner, without having any result thereof, brought this case. Defence contention is that the petitioner was never a Gate keeper of his Cinema Hall and she was not given any wages as alleged by her. The petitioner did not send any grievance petition to the O. P. and she was not a member of trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall. The petitioner has filed this case on false allegations to harass him at the instance of the enemies of O. P.

As per case of the petitioner no appointment letter was given her by O. P. None of the parties filed any paper to show that the petitioner was appointed in the Jhankar Cinema Hall of O. P. as Gate keeper. In this case petitioner Mst. Santi Khatun as P. W. 1 stated in her deposition that she was orally appointed Gate keeper. She further stated that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and she became a Member of the same. At this the O. P. threatened her with dismissal from service. In this case, on the prayer of the petitioner A. T. M. Fazlur Rahim, Assistant Director of Labour and attached to the office of Joint Director of Labour, Rajshahi was examined as O. W. 2 who stated in his deposition that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and prayed for registration of the union and after due inquiry it was reco-

mended for registration. He further stated that in the list (Form P) of employees of Jhankar Cinema Hall it is seen that Mst. Santi's (petitioner) name was in serial number 10 and she was the Gate keeper of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra. At the time of cross examinig P. W. 2 the defence advanced a suggestion to the effect that the list of employees (P. form) was false or Santi Bawa was not an employee of Jhankar Cinema Hall. The defence has no satisfactory suggestion asto why P. w. 2 deposed falsely against the O. P. and in favour of the petitioner. Mere suggestion does not make a document false. In this case the defence has no denial that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union. So, since the employees of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra formed a trade union, they prayed for its registration to the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi and they submitted necessary papers. All these indicate that P. W. 2 deposed in this case in support of the petitioner according to the papers submitted by the employees of Jhankar Cinema Hall for registration of their union. In view of my above findings I hold that P. W. 2 is reliable to prove that the petitioner was one of thy employees of Jhankar, Cinema Hall in question.

The petitioner claims that she would get wages from O. P. and as soon as she became a member of the trade union and she claimed her dues, O.P. became angry with her and dismissed her from service. It is not disputed that the O. P. is the proprietor of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Since O. P. deals in his Cinema Hall, he has some employees and to maintain those employees he is to pay their remunerations and he is to maintain some registers such as Acquittance Register, Hazira Khata etc, As per claim of the petitioner she was orally appointed and dismissed. So, it is not possible on her to submit any paper in support of her appointment and dismissal. But O. P. would easily file Acquittance Register, Hajira Khata etc. of his employees of his Jhankar Cinema Hall to prove the genuine existence of his employees. If the O. P. would file those papers we could easily see whether the petitioner was an employee of his Jhankar Cinema Hall. Since the O. P. withheld those papers (Acquittbnce Roll, Hazira Khata etc.) of his Cinema Hall it presumes that those papers would go against the O. P. O. P. W. 1 Md. Habibur Rahman, the Manager of Jhankar Cinema Hall stated that petitioner Santi Khatun was not the Gate keeper of the Cinema Hall and she would not get Tk. 450 per month. The O. P. W. 1 did not say asto who (other than the petitioner) was Gate keeper of the Cinema Hall. He deposed at the instance of his employer. So, it is probable for O. P. W. 1 to depose in this case for the interest of his employer. O. P. W. 1 did not file any paper, though they were available with them in this case to show the actual employees of the Cinema Hall. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was an employee (Gate keeper) of Jhanker Cinema Hall.

Petitioner states in her petition that she sent the grievance petition on 15-4-96 by registered post. Petitioner Shanti Khatun as P. W. 1 stated in her deposition that the greivance petition sent by her was not received by the employer (O. P.) and as such it was returned. This statement of P. W. 1 has not been denied by O. P. The petitioner filed a postal receipt (Ext. 2) which indicates that a registered letter was sent to Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra on 15-4-1996. The O. P. has not come forward to say that he received a registered letter (except the letter sent by the petitioner)

sent on 15-4-1996. All these indicate that a grievance petition was sent by the petitioner to the management of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra and the O. P. did not receive the same and a result of that the letter was returned to the petitioner. If the petitioner was not an employee of the O. P. the O. P. would surely receive such a registered letter addressed to him. The refusal to receive the registered letter indicates that the O. P. was aware that a registered letter containing the grievance petition was sent by the petitioner being the dismissed employee of the O. P. and as such the O. P. did not receive the same to serve a purpose. All these facts and circumstances of the case led me to hold that the petitioner was an employee in the Jhankar Cinema Hall of Isahaque Ali (O. P.).

The petitioner states in the petition as well as in her deposition as P. W. I that she served for 4 years as Gate keeper in the Cinema Hall of the O. P. She also stated that her wages for 3 months was due to the O. P. We have seen earlier that the O. P. denied that the petitioner was an employee under him. But we have seen earlier that the petitioner was an employee in the Cinema Hall of O. P. So, on considering the facts and conduct of the O. P. I hold that the statements of the petitioner are true. The petitioner has prayed for reinstatement in service with back wages on the ground that she was dismissed on 31-3-96 when she went to demand her back wages. She also asserts that she joined the trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall and as such O. P. would threaten her with dismissal. Having regard to my above finding and on considering all the facts and circumstances of the case I find no reason to believe the statement of the petitioner.

In a case like this the petitioner is to send grievance petition by registered post within 15 days of the occurrence of the cause of such grievance. The petitioner states in her petition that her employer dismissed her on 31-3-96. So, it is clear that the occurrence of the cause of grievance arose on 31-3-96. So, the petitioner was required to send the grievance by registered post within 15 days. The petitioner states in the petition that she sent her grievance petition on 15-4-96 by registered post (vide Ext 2). We have also seen earlier that the grievance petition was sent on 15-4-96. So it is clear that the petitioner sent the grievance by registered post after lapse of statutory period of limitation. So the petitioner's case is not maintainable.

In view of my above findings I am of opinion that the petitioner is not entitled to any relief sought for as the case is not maintainable.

I, therefore, reply the point under determination against the petitioner.

The Learned Members were discussed and consulted with.
Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest against the sole O. P. without any order as to cost.

(Suddendu Kumar Biswas)
Chairman, 29/6/97
Labour Court, Rajshahi.

শুন আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপরিত :—স্বধেলু কুমার বিশ্বাস

চেয়ারম্যান,

শুন আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। অনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।

২। অনাব আঃ সাতার তারা, শুমিক পক্ষ।

ব. ইল্লিটিবার, ২৬শে জুন, ১৯৯৭।

আটি, আর, ও, মামলা নং-৪৩/৯৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বায়ম

গভার্ণি/সাধারণ সম্পাদক,

নুরানী ব্রেড এও বিস্তুট ফ্যাটৰী শুমিক ইউনিয়ন,

(রেজিঃ নং রাজ-৪৩), বগুড়া—বিভাগ পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। অনাব আবু আহসান করিম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

। অনাব এন, এম, কাইছারজামান, ২য় পক্ষের আইনজীবি।

বায়ম

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অব্যাধেশের ১০(২) বারীর মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এবং মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ‘নুরানী ব্রেড এও বিস্তুট ফ্যাটৰী শুমিক ইউনিয়ন,’ বগুড়া গঠন করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অব্যাধেশের বিধান অনুষাঙ্গী রেজিস্ট্রেশনের প্রার্থনা বরিলে ১ম পক্ষ তাহাদের (রেজিস্ট্রেশন রেজিঃ নং রাজ-৪৩) প্রদান করেন। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে প্রাপ্তির পর দই বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংবিবাদের ২৬ খারার বিধান সতে কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার কোন কলাকল ১ম পক্ষকে জানান নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বাধারিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অবিসেব ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৪০ নং স্বারকের সাথামে ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ আবী করেন। ২য় পক্ষ তাহাতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের শুমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অতি মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অতি মামলায় ধার্যি হইয়া ১ম পক্ষের সকল অভিযোগ অঙ্গীকার করিয়া এক খানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অতি মামলায় প্রতিষ্ঠিতা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে তাহাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া আনিতেছেন এবং তাহাদের নির্বাহী কমিটির সাধারণ নির্বাচন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব ১ম পক্ষের দপ্তরে দাখিল করিতেছেন। নুরানী প্রপ অব ইণ্ডাস্ট্রি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ১৯৯৩ সালের ১৫ই মে তারিখ হইতে কর্মচারীদের দেও মাসের বেতন বাকী রাখিয়া লে-অফ ঘোষণা করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ধাকায় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বাধিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি

লে—অক বোঝার বিষয়টি ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে যথারীতি আনাইয়া দিয়াছেন। ১ম পক্ষ এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ থাণ না করিয়া অত মামলা দায়ের করিয়াছেন। ২য় পক্ষের কিছি সদস্য রাখপাই শুধু আদালতে শুধু নিয়োগ (বাসী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় ২০টি এবং শুধু পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় ১০টি মামলা দায়ের করিয়াছেন যাহা এখনও বিচারাধীন আছে। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের মোটিশ প্রাপ্তির পর ইং ২-১১-১৬ তারিখে ১ম পক্ষের দপ্তরে ১৯৭৯-২ ইষ্টিতে ১৯৭৫ সনের বাধিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিয়াছেন। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের বিকল্পে নির্বাচন করিবার অন্য বেন অভিযোগ আনন্দ করেন নাই। ২য় পক্ষ যথানির্মলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করিয়াছেন। ১ম পক্ষ মিথ্যা উভিতে অত মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকসার নহেন। ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার প্রাইবেন না এবং অত মামলা খৰচাহ মৌলিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

এখন দেখো যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও শিক্ষাস্তু

অত মামলায় শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। ২য় পক্ষ কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা ১ম পক্ষের সম্মতিতে প্রদর্শন-ক, ক(১), ক(২), ক(৩), ক(৪) ও খ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সাক্ষে ব্যবহার করা হয়।

শীকৃত যতে ২য় পক্ষ 'নুরানী ব্রেড এণ্ড বিকুট ফ্যাটেরী শুধু ইউনিয়ন' গঠন করিয়া রেজিস্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিশগ সংস্কর অধ্যাদেশের বিধান যতে তাহাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজি: নং ৩৪-৩০) প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ইষ্টিতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান অনুবাদী কার্যনির্বাচী কমিটির কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাই নির্বাচিত ব্যক্তিগনের দুই বৎসরের বেশী দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকেন। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের বাধিক আয়-ব্যয়ের ১৯৭৯-২ ও ১৯৭৯ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ইং ২২-৩-১৫ তারিখের ৪৪৫ নং স্মারকের মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব সোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ তাহাতেও কোন পদক্ষেপ না লওয়ার ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের শুধু ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রাপ্তিনা করিয়া অত মামলা দায়ের করেন। ২য় পক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, তাহারা ১৯৭৯-ই ইষ্টিতে ১৯৭৫ সনের তাহাদের ইউনিয়নের বাধিক রিটার্ন ১ম পক্ষের অফিসে ইং ২-১১-১৬ তারিখে দাখিল করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন যে, তাহারা যথারীতি তাহাদের নির্বাচন করিয়া যাইতেছেন এবং ১ম পক্ষ মিথ্যা উভিতে অত মামলা করিয়াছেন।

২য় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে প্রদর্শন ক-ক(৪) ইষ্টিতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সনের আয়-ব্যয়ের বাধিক রিটার্ন ১ম পক্ষের কার্যবলয়ে ইং ২-১১-১৬ তারিখে দাখিল করিয়াছেন। অত মামলা ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে দায়ের করা হয়। সুজোঁ দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৭৯-২ ও ১৯৭৯ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার ১ম পক্ষ ব্যাখ্যাটি তাহাদের উপর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব সোটিশ জারী করেন এবং পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ অত মামলা দায়েরের পরে ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন। মামলা দায়েরের পরে ইষ্টেলে ও ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৭৯-ই ইষ্টিতে ১৯৭৫ সনের আয়-ব্যয়ের বাধিক রিটার্ন দাখিল করায় প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ বাধিক আয়-

ব্যবের রিটার্ন দাখিল করিতে যে, বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহা ইং ২-১১-৯৬ তারিখে দাখিল করায় তাহাদের জটি বা অপরাধ আর থাকে না। কিন্তু ২য় পক্ষ তাঁদের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান মতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। আরও পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ১ম পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সময় মত নির্বাচন না করায় তাহাদের উপর ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব লোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন কথা তাহারা ১ম পক্ষের নিকট বলেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা মতে নির্বাচন সংগঠিত করিয়া তাহার ফলাফল ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন নন্দেও কোন কথা বলেন নাই। অতএব মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ইইতে ১৯৯৫ সনের আয়োজনের বাধিক বিবরণী দাখিল করিলেও ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখের পরে তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার ফলাফল ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। শুনানীকালে ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ১ম পক্ষের প্রতিনিধির বঙ্গবের বিবোবিতা করেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন কাগজপত্র ১ম পক্ষের নিকট বা অত্যানুষ্ঠানে দাখিল করেন নাই। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী কোন নির্বাচন করেন নাই। অতএব মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষ একধারা অংগীকারণাম দাখিল করিয়া বলেন যে, তাহারা এখন ইইতে ইউনিয়নের গঠনতত্ত্বের বিধিক নিয়ম অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন করিবেন এবং তাহাদের জটির জন্য তাহারা ক্ষমা-প্রার্থী। অতএব অংগীকারণাম ইইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাহারা ডিবিয়েতে করিবেন। ১৯৬১ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদৈশের ১০(১)(৩) ধারার বলা ইয়ে যে, রেজিস্ট্রার একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিতে পারেন, যদি ট্রেড ইউনিয়নটি তাহাদের সংবিধানের বিধান লংঘন করিয়া থাকে। অতএব মামলার ক্ষেত্রে ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি তাহাদের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী দুই বৎসর পরপর তাহাদের নির্বাচন না করায় সংবিধানের বিধান লংঘন করিয়াছেন। সুতরাং এই কারনে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ইইতে ১৯৯৫ সনের আয়োজনের রিটার্ন দাখিল করা সম্পর্কীয় কাগজপত্র ছাড়াও “শুমিক কর্মচারী প্রতিনিধিদের মধ্যে চৱিনামা” এর ফটোকপি দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-এ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদ-এ হইতে প্রতীয়মান হয় নুরানী ফড় এও ইওট্রিভ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি অর্থনৈতিক অভাব অন্টনের অন্য ১৯৯৩ সনের ১৫ই মে হইতে লে-অফ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৯৫ সনের ৬ই নভেম্বর তারিখে কর্মরত শুমিকদেরকে ছাটাই করা হয়। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় বিষয়টি লেখা শুমিকও শুমিকদের মধ্যে ইং ১৭-৩-১৭ তারিখে এক আলোচনা হয় এবং একটি আপোয় মিমাংসা হয় উজ আপোয় মিমাংসায় বলা হয় সকল ছাটাইকৃত কর্মচারীগণ শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের ধ্যাচয়িটি পাইবেন এবং লে-অফের হিসাব ৬০ দিন গণ্য করিয়া প্রথম ৪৫ দিন মূল বেতনের অর্ধেক ও প্রাণ্যিক ভাতা শূলন এবং বাকী ১৫ দিনের অন্য মূল বেতনের পুঁ অংশ এবং প্রাণ্যিক ভাতা পাইবেন। উপরোক্ত চৱিনামার শর্ত মোতাবেক ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নুরানী ফড় এও ইওট্রিভ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি আর চালু নাই। ফলে তাহার শুমিক কর্মচারীগণ ও চাকুরীতে বহাল নাই। সুতরাং নুরানী ফড় এও ইওট্রিভ লিঃ এর শুমিক কর্মচারীগণ আর শুমিক নন অবং তাই তাহাদের নুরানী ফড় এও বিকুঠ যাইকী শুমিক ই-নিয়ন করিবার কোন অধিকার নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান দাখিল এবং অতএব মামলার ঘটনা, পারিপাশ্বিকতা ও সকল গোষ্ঠীদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিঙ্গাতে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত আই, আর, ও, মামলা ২য় পক্ষের বিকালে দোকানের বিচারে যান্ত্র হয়।
১য় পক্ষকে ২য় পক্ষের নুরানী ব্রেড এণ্ড বিকুট ক্যাটরো প্রমিক ইউনিয়নের বেঙ্গিট্রেশন
(রেজিঃ নং বাই-৪৩) থাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

বাংলা কুনার বিশ্বাস
সোরব্যাস,
শুন আদালত, বাঙশাহী।

শুন আদালত, বাঙশাহী বিভাগ, বাঙশাহী।

উপস্থিতি: বাংলা কুনার বিশ্বাস
চোরব্যাস,
শুন আদালত, বাঙশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৪/৯৬

বেঙ্গিট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন, বাঙশাহী বিভাগ, বাঙশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
অয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিলেন্ট প্রজেক্ট ইয়েল্পুয়িজ ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং-বাই-২৭),
অয়পুরহাট—ছিত্তির পক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। অনাব এস, এম, সাইফুজ্জিন আহমেদ, ১য় পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-১৩, তারিখ ২৯-৬-৯৭

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর ঘন্য দিন ধৰ্ম আছে। বাদী পক্ষে বেঙ্গিট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই। প্রতিপক্ষগণ অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব বলকাব আবুল হোসেন ও শ্রবিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তাব তারা দ্বাৰা কোটি গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর ঘন্য প্রথম করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ দিবেন না বলিয়া ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের মালিক কাগজাদী অন এডভিসীন থ-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বৃক্ষিক্তক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিক্ষপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধাৰার মামলা।

১য় পক্ষ বেঙ্গিট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন, বাঙশাহী বিভাগ, বাঙশাহী এবং মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ‘অয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিলেন্ট প্রজেক্ট ইয়েল্পুয়িজ ইউনিয়ন’ তাঁদের বেঙ্গিট্রেশনের প্রধান করিলে ১৯৬৯ সনের শিক্ষপ সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান বেঙ্গিট্রেশনের (রেজিঃ নং বাই-২৭) প্রধান করা হয়। প্রবৰ্তীকালে ২য় পক্ষ তাঁদের ইউনিয়নের সংবিধানের ১৪নং ধাৰা অনুযায়ী ইং ৩০-৮-৮৯ তারিখে বেঙ্গিট্রেশন নামেও

পৰ হইতে অম্যবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে আনান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৭৯ নং পত্রের মাধ্যমে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাঁহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুরতির প্রার্থনা করিয়া অত্য মামলা দাখিল করেন।

২য় পক্ষ অত্য মামলার প্রতিনিষিত করিবার অন্য হাজির নী হওয়ায় মৌলাচি একত্রফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ অয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এও সিমেন্ট প্রক্ষেত্র ইমপুরিষ ইউনিয়ন ইং ৩০-৮-৮৯ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পৰ হইতে আঝ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ১৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা প্রথম পক্ষকে আনান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৭৯ নং স্বারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্ট্র সংবিধানের ১৪নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ সনের বাধিক রিটার্ন দাখিল না করায় ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করনের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্য মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী, রেজিস্ট্রেশন লাভের পৰ হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বাধিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন যদে কোন সাক্ষ প্রাপ্ত লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্য মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিষ্ণ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অন্তএব, আদেশ হইল

যে, অত্য আই, আর, ও, মামলা একত্রফা বিচারে বিনা বরচার মন্তব্য হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের অয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এও সিমেন্ট প্রক্ষেত্র ইমপুরিষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং বাষ-২৭) বাতিল করিবার অনুরতি দেওয়া গৈল।

স্বীকৃত কুবার বিশ্বাস

২৯-৬-১৭

চেয়ারম্যান,

ধৰ্ম আদালত, বাজগাহী।

মুহাম্মদ রফিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী মাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।